নরোত্তম দাস

টীকা, জীবনী ও সমালোচনা সমেত।

'চণ্ডীদাস', 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি', 'জ্ঞানদাস', 'প্রাচীনা স্ত্রী-কবি',

'বলরাম দাস', 'শশিশেখর' প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক

এবং 'নবীন সম্রাট' প্রণেতা

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম্, আর, এ, এস্

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৯

মূল্য ৸৹ বার আনা।

THE PRASAD প্রসাদ ।

Oct 3, 01.

My dear Ramani Mohan Babu,

I am in receipt of yours of the 30th ultimo.

I fully appreciate the good feeling which has moved you to speak of me in such complimentary terms, in proposing to dedicate to me your forthcoming book—collection of Narattam's Songs. The honour you so kindly propose to do me is certainly a source both of pride and pleasure, coming as it does from one of your position and culture. I would nevertheless have thankfully declined the honour were I to stick to the invariable course I have from some time past, adopted, in my comparativly peaceful retirement, of avoiding whatever would bring my name prominently before the public. The present instance, however, I would make an exception, in as much as I could not persuade myself to act otherwise than to thankfully accede to your wish.

I should not, I think, close this letter without adverting in a spirit of high appreciation to your self-imposed task of serially editing the poetical works of our old Vaisnab-Kabis an undertaking which, it is superfluous to say, is in itself laudable enough, investing the works with an enhanced interest for the learned annotations and discriminating comments in certain places. The present edition like the rest of the series would, I need hardly say, be a valuable addition to the already rich editions of lyric poetry of the Vaisnab-Kabis, many of whom are no doubt the genuine born poets of Bengal, and will not, I am sure, fail to commend itself to the Bengalee reading public.

Yours Sincerely

(*Sd*) JOTINDRA MOHAN TAGORE.

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন, দেশপ্রসিদ্ধ, পূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত সার মহারাজা যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

কে, সি, এস, আই

মহাত্মন্,

আপনি বঙ্গে ধনে, মানে, কুলে, শীলে অতীব উচ্চ স্থানে আসীন কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও আপনি ধর্ম্মপ্রাণ সুতরাং আমি আজ ভক্তশিরোমণি নরোত্তমকে আপনার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

মেহেরপুর
১৩০৯। ৮ই আশ্বিন।

গুণমুগ্ধ
শ্রীরমণীমোহন মল্লিক

সূচিপত্র।

জীবনী ও সমালোচনা

জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ জগতে বড় বিরল কিন্তু নরোত্তমে উভয়বিধ গুণ পূর্ণ ভাবে বিকসিত। শ্রীভগবানের নিতান্ত কৃপার পাত্র ভিন্ন এবম্প্রকার গুণ মনুষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণব কবি দিগের জীবনী সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া বড়ই দুষ্কর কিন্তু নরোত্তমের বিষয় যাহা জানিতে পারা যায় তাহাতে হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে। নরোত্তমের ন্যায় ভক্ত জগতে আর কখনও জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহাঁর জীবনী অতীব মনোহর এবং অদ্ভুত। ইহা বৈষ্ণবগণের বড়ই আদরের সামগ্রী। বঙ্গে এমন কোন বৈষ্ণব নাই যিনি নরোত্তমের প্রার্থনা পদ কিছু না কিছু না জানেন। বহু সংখ্যক বৈষ্ণব নরোত্তমের প্রার্থনা প্রতিদিন পাঠ করিয়া থাকেন। প্রকৃত দীন ও বৈষ্ণব ভাব নরোত্তমে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত।

প্রেম বিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আকর্ষণে নরোত্তমের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাঙ্গ পাঙ্গ সহ শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। জেলা মালদহর অন্তর্গত পদ্মাবতীর তীরবর্ত্তি নাটশালা নামক গ্রামে উপনীত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায় ত্যাগ করিলেন। নাটশালা, রামকেলি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে প্রতি বৎসর মহা উৎসব হয় এবং নানাদিগ্দেশ হইতে বৈষ্ণব সাধু আগমন করেন।

গ্রামের নাম নাটশালা শুনিয়া—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন স্থিত নাটশালা ভ্রমে প্রেমের আবির্ভাব হইল এবং তিনি প্রেমের আবেগে কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং আচম্বিতে "নরোত্তম" "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণের নাটশালা এই নাম শুনি গ্রামে।
উথলিল প্রেমদেহে বৃন্দাবন ভ্রমে॥

* * * *

একদিন মহাপ্রভু কীর্ত্তনে নাচিতে।
নরোত্তম নাম কহি ডাকে আচম্বিতে॥"

প্রেমবিলাস, অষ্টম।

মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে নিজ অঙ্গ হেলাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়াগণ মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে মধুরস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম গাহিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হুহুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং নরোত্তমের নাম করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"নরোত্তম বলি প্রভু কান্দে অনুক্ষণ।"

প্রেমবিলাস, অষ্টম।

পরে মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন "আমি পদ্মাবতীর নিকট এই প্রেম ধন রাখিয়া যাইব এবং প্রেমে জন্ম গ্রহণ করিয়া নরোত্তম এই প্রেম পদ্মাবতীর নিকট হইতে গ্রহন করিবেন।"

"সে প্রেম রাখিব আমি পদ্মাবতী তীরে।
নরোত্তম নামে পাত্র দিব আমি তারে॥
প্রেমে জন্ম হবে তার আমা বিদ্যমানে।"

প্রেমবিলাস, অষ্টম।

নাটশালা হইতে যাত্রা করিয়া সকলে কুড়োদর পুর গ্রামে উপনীত হইয়া পদ্মাবতীর পবিত্র সলিলে স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু তখন পদ্মাবতীকে বলিলেন "ধর, এই প্রেম ধন লও, নরোত্তমকে ইহা দান করিও। যাঁহার সংস্পর্শে তুমি অধিক উছলিত হইবে, বুঝিও তিনিই নরোত্তম।"

"প্রভু কহে পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ।
নরোত্তম নামে প্রেম তাঁরে তুমি দিহ॥

*　　*　　*　　*

যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা।
সেই নরোত্তম প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥"

প্রেম বিলাস, অষ্টম।

অতঃপর শ্রীগৌরচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে পদ্মাবতী সেই ঘাটে আনন্দ সহকারে প্রেম রক্ষা করিলেন।

"এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞা দিল আমি।
আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে।"

প্রেমবিলাস, অষ্টম।

এদিকে মহারাজা কৃষ্ণানন্দ মজুমদার নিজ রাজধানী খেতরী গ্রামে নিজ ইষ্ট আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং পুত্র কামনায় শালগ্রামে তুলসী অর্পণ করিতে লাগিলেন।

"মজুমদার করে নিজ ইষ্ট আরাধন।
শালগ্রামে তুলসী দেন পুত্রের কারণ ॥"

প্রেম বিলাস, নবম।

খেতরিগ্রাম গড়ের হাট পরগনার অন্তর্গত এবং জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে খেতরি ছয় ক্রোশ দূরে এবং পদ্মানদী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটি রাজধানী ছিল কিন্তু এক্ষণে শ্রীহীন। দুই ভ্রাতা—কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং পুরুষোত্তম দত্ত, ইহার অধিপতি ছিলেন। ইহাঁদের উপাধি মজুমদার এবং রায় ছিল। ইহাঁরা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। কৃষ্ণানন্দ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। খেতরি তখন একজন মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে ছিল এবং মহারাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে কর দিতেন। খেতরির অপর নাম বোধ হয় গোপালপুর ছিল। প্রেম বিলাস গ্রন্থে এইরূপ জানিতে পারা যায়।

কৃষ্ণানন্দের তুলসীদানে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হইলে দৈববাণী হইল "বৈশাখ মাসে গর্ভের সঞ্চার হইয়া নরোত্তম নামক এক অপূর্ব্ব পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন এবং ঐ পুত্রের জন্মের পর সর্ব্বত্র প্রেম বর্ষণ হইবে।"

"জন্মিবে অপূর্ব্ব পুত্র সকল শুনিল।
নরোত্তম নাম থুইল তোমারে কহিল ॥
প্রেম বৃষ্টি হবে সর্ব্বত্র কহিলাম আমি।
হইবে বৈশাখ মাসে গর্ভের সঞ্চার।"

প্রেমবিলাস, নবম।

মজুমদারের স্ত্রী নারায়ণী অতিশয় সুচরিতা ছিলেন। তাঁহারে মজুমদার দৈববাণী শুনাইলেন। নারায়ণীও রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার দেহে এক পুরুষ রত্ন প্রবেশ করিলেন।

"নারায়ণী কহে আমি দেখিল স্বপন।
মোর দেহে প্রবেশ কৈল পুরুষ রতন॥"

প্রেমবিলাস, নবম।

পরে এক দিবস মজুমদার পাত্র মিত্র সহ সভা করিয়া বসিয়া থাকা কালে এক দৈবজ্ঞ আসিয়া গণনা করিয়া, বলিলেন "নারায়ণীর গর্ভে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবেন ইনি এক মহাপুরুষ হইবেন এবং ইহাঁর জন্মে রাজার মঙ্গল হইবে এবং দেশে দুঃখ বা শোক থাকিবে না। ইহার নাম নরোত্তম হইবে এবং ইনি পরমার্থে অতিশয় বড় হইবেন। পুণ্য মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।"

"এক দিবস সভায় এক দৈবজ্ঞ আইল।
শুভক্ষণ করি সেই গণিতে লাগিল॥
নারায়ণীর গর্ভে যেই জন্মিব বালক।
তার জন্মে দেশে না থাকিব দুঃখ শোক॥
এই গর্ভে মহাপুরুষের অধিষ্ঠান।
অমঙ্গল ঘুচিব রায়ের হইব কল্যাণ॥
দৈবজ্ঞ কহিল নাম রাখিনু নরোত্তম।
পরমার্থে অতি বড় হইব উত্তম।
এই যে হইল আসি পুণ্য মাঘ মাস।
শুক্ল পঞ্চমীতে হইবে প্রকাশ॥"

প্রেমবিলাস, নবম।

ক্রমে দশ মাস দশদিন পূর্ণ হইল এবং শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথির গোধূলি লগ্নে নারায়ণী দেবী নরোত্তমকে প্রসব করিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার কৃত নরোত্তম চরিতে কিন্তু মাঘি পূর্ণিমার দিন নরোত্তমের জন্ম হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

"শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে আইল শুভক্ষণে।
গোধূলি সময়ে হৈলা পুরুষ রতনে॥"

প্রেমবিলাস, নবম।

নরোত্তমেরর জন্মের সন তারিখ নির্ণয় করা বড় কঠিন তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পরে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। নরোত্তম নিজ কৃত নিম্নলিখিত পদে উহার আভাস প্রদান করিয়াছেন।

"যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থ রচনা কাল প্রায় ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ। উক্ত গ্রন্থে রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দ দাসের উল্লেখ আছে এবং উঁহারা উভয়েই নরোত্তমের সমসাময়িক ছিলেন। গোবিন্দ দাসের জীবন কাল প্রায় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইহাতে অনুমান হয় নরোত্তম ঠাকুর ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

নরোত্তমের জন্ম হইলে মহা আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। বলরাম দাস যিনি নিত্যানন্দ দাস নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তিনি নিম্ন লিখিত পদে উক্ত জন্মোৎসব বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাগ।

জগৎ মঙ্গল হৈল, নরোত্তম প্রকটিল,
হরি নাম প্রতি ঘরে ঘরে।
জন্ম অন্ধ আদি করি, সব দেহে প্রেম ভরি,
অশ্রু কম্প সবার শরীরে॥
প্রেমে মত্ত হৈলা সব, হরি নাম মহারব,
বর্ণাশ্রম সব গেল দূর।
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে খেলা, প্রেমে মত্ত সবে হৈলা,
কৃষ্ণ নামে সবে হৈলা শূর॥

বৎস সঙ্গে গাভীগণ, হাম্বা রব অনুক্ষণ,
ধায় সবে শিরে নিজ পুচ্ছে।
ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে, কেহো ধায় উভরড়ে,
শোক দুঃখ ত্যাজি সব নাচে॥
কুলবধূ ঘর হৈতে, নাহি পায় বাহিরাতে,
নাচিবার তরে হয় মন।
সব লাগে উচাটন, ধন গৃহ পতিজন,
না দেখিয়া না রহে জীবন॥
একত্র হইয়া কবে, বালক দেখিব সবে,
বিধাতারে করয়ে বিনয়।
স্বামী সঙ্গে রজনীতে, আইলা বালক দেখিতে,
আনন্দেতে মুখ নিরখয়॥
ছাড়ে সেই লজ্জা ভয়, আনন্দ করি হৃদয়,
ঘরে তারা না পারে থাকিতে।
ক্ষণে ইতি উতি ধায়, ক্ষণে করে হায় হায়,
এনা দুঃখ পারি না সহিতে॥
থালি ভরি স্বর্ণ ধান, একত্র করি লৈয়া যান,
যৌতুকেতে ঘর ভরি গেল।
দেখিয়া বালকের জ্যোতি, যেন পূর্ণিমার শশী,
অন্ধকার ঘর আলা হৈল॥
ভাট নর্ত্তকের গণে, নানা রত্ন আভরণে,
দিল সবে বহুধন দান।
বন্দীগণে ছাড়ি দিল, তারা সব ছুটি গেল,
নিত্যানন্দ দাস গুণ গান॥

প্রেম বিলাস, ৯ম।

আট দিন কাল জন্মোৎসব চলিয়াছিল। ছয় মাস পরে পিতামাতা সমারোহে পুত্রের অন্নপ্রাসন উৎসব সম্পন্ন করিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন নরোত্তম। তাঁহারা আদর করিয়া নরোত্তমকে "নরু" বলিয়া ডাকিতেন।

যখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর তাঁহার কর্ণবেধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল এবং তাঁহার হাতে খড়ি দেওয়া হইল। নরোত্তম তখন বালকদের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি অতিশয় মনোযোগ করিতে লাগিলেন। নরোত্তম শ্যামবর্ণ ছিলেন বটে কিন্তু অলৌকিক লাবণ্য বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে শান্ত প্রকৃতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট দেখিয়া শুদ্ধ পিতা মাতার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহা নহে, খেতরি বাসীগণও মহা আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীনরোত্তমের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর হইল তখন তাঁহার রূপ লাবণ্য দেখিয়া পিতা মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তাঁহারা নরোত্তমের বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাত্রিযোগে নরোত্তম স্বপ্ন দেখিলেন যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিজ হস্ত অর্পণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন "নরোত্তম! তুমি সব ভুলিয়া গেলে? পদ্মাবতীর নিকট প্রেমধন গ্রহণ করিবার জন্য ঘাটে স্নান করিতে যাও, নতুবা বিবাহ করিলে বড় সঙ্কটে পড়িবে।"

"সেই রাত্রে স্বপ্নে আসি প্রভু নিত্যানন্দ।
বক্ষস্থলে হাত দিয়া হাসে মন্দ মন্দ॥
* * * *
বিবাহ হইলে পাছে পড়িবে শঙ্কটে॥"

প্রেমবিলাস, দশম।

নরোত্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। স্বপ্নে যে রূপ দেখিলেন চেতনার পর আর তাহা দেখিতে না পাইয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। প্রাতঃ সমাগমে পদ্মাবতীতে স্নান করিবার নিমিত্ত তিনি হরিনাম করিতে করিতে গমন করিলেন। দূর হইতে পদ্মাবতীকে নরোত্তম শত শত প্রণাম করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নাম গ্রহণ করিয়া তীরে দাঁড়াইলেন। নরোত্তম জলে নামিবা মাত্র তাঁহার চরণ স্পর্শে পদ্মাবতী উথলিয়া উঠিলেন।

"স্নান করিবারে আসি জলে উত্তরিলা।
চরণ পরশে পদ্মাবতী উথলিলা॥"

প্রেমবিলাস, দশম।

পদ্মাবতী তখন বিনয় করিয়া বলিলেন "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপনার নিমিত্ত আমার নিকট প্রেমধন গচ্ছিত রাখিয়া নীলাচলে গমন করিয়াছেন। এই ভার বহন করিবার ক্ষমতা আমার নাই, অতএব ইহা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করুন।"

"প্রেম রাখি প্রভু গেলা নীলাচল পুরী।

* * * *

এই প্রেম লৈয়া কর সর্ব্বত্র প্রচার॥

প্রেমবিলাস, দশম।

নরোত্তম পদ্মাবতীর নিকট হইতে প্রেমধন গ্রহণ করিলেন এবং তৃষ্ণাতিশয্য বশতঃ তাহা পান করিলেন। উহা পান করিবামাত্র নরোত্তমের দেহ গৌরবর্ণ হইল এবং দেহে প্রেমের পূর্ণবিকাশ হইল। প্রেমের আবেগে কখন হাসিতে কখন কাঁদিতে কখন গাহিতে লাগিলেন।

"ভক্ষণ মাত্রেতে দেহ হৈলা গৌরবর্ণ।

হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পূর্ণ॥

প্রেমবিলাস, দশম।

এদিকে নরোত্তমকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া পিতা মাতা আকুল হইলেন এবং তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। নরোত্তম পদ্মাবতীতে স্নান করিতে গমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা বহুলোক সঙ্গে লইয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন। নরোত্তম হা গৌরাঙ্গ বলিয়া কখনও রোদন করিতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন, কখন লম্ফ প্রদান করিতেছেন। তাঁহার বর্ণভেদ হওয়ায় পিতা মাতা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। নরোত্তম জলমগ্ন হইয়াছেন আশঙ্কা করিয়া তাঁহার মাতা "হা নরু! হা নরু!" বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নরোত্তম তাঁহার সেই চীৎকার শুনিয়া মাতার নিকট আসিলে মাতা নারায়ণী বাহু প্রসারিত করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং গৃহে আনয়ন করিলেন। পিতা মাতা নরোত্তমের এবম্প্রকার উন্মাদ দশা এবং বর্ণভেদ দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। গৃহে আনিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহারা পুত্রকে সুস্থ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। নরোত্তম কোন ক্রমে রোদন সংবরণ

স্ফূর্ত্তিতে পারিতেছেন না দেখিয়া মাতা তাঁহাকে তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নরোত্তম কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাতা নারায়ণী তখন নানা বিধ খাদ্য সামগ্রী আনন্দ সহকারে আনয়ন করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইলেন। নরোত্তম সুস্থ হইয়া পিতামাতাকে বলিলেন "গৌর বর্ণ এক শিশু নৃত্য করিতে করিতে কাছে আসিয়া ও আলিঙ্গন করিয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই অবধি আমার এমন অবস্থা হইয়াছে। যখনই সেই শিশুর মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতে পাইতেছি তখনই আমার ঐ দশা উপস্থিত হইতেছে। আমি বৃন্দাবনে যাইব, আপনারা আমাকে গৃহে রাখিবার আর যত্ন করিবেন না।"

"গৌরবর্ণ একশিশু হৃদয় পশিল।
সেই হৈতে প্রাণ মোর এমন হইল॥
না থাকিব এথা আমি যাব বৃন্দাবন।
রাখিতে তোমরা মোরে না কর যতন॥"

প্রেমবিলাস, ১০ম।

নরোত্তমের বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা হইবার আর একটি কারণ জানিতে পারা যায়। সেই সময়ে খেতরি গ্রামে কৃষ্ণদাস নামক জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত ছিলেন। নরোত্তম তাঁহার নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের লীলা আদ্যোপান্ত শুনিতে লাগিলেন এবং কেন তাঁহার শ্রীগৌরচন্দ্রের জীবদ্দশায় জন্ম হয় নাই ভাবিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের পার্ষদগণ শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে কেহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কেহ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া এবং হয় ত বৃন্দাবনে গমন করিলে মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন ভাবিয়া তাঁহার বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা বলবতী হইল। নরোত্তম যখন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ভাবিতেন তখন তাঁহার আহার নিদ্রার চেষ্টা থাকিত না।

পিতা মাতাকে আত্মবিবরণ বলিতে বলিতে নরোত্তমের পুনরায় প্রেমের আবির্ভাব হইল। "প্রাণনাথ" "গৌরাঙ্গ" বলিয়া আবার রোদন করিয়া উঠিলেন এবং কম্পিত কলেবরে ঘন ঘন লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাঙ্গণে আছাড়

খাইয়া পড়িলেন। পিতা মাতা ভাবিলেন পুত্র একাকী পদ্মাবতীতে স্নান করিতে যাওয়ায় বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে কোন অপদেবতা প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য তাঁহারা ওঝা আনাইলেন। ওঝা নরোত্তমকে দেখিয়া বলিল, "ইহাকে ভূতে পায় নাই বটে কিন্তু দেবতায় পাইয়াছে। একটি শিবা মারিয়া আনান হউক আমি শিবাঘ্নত প্রস্তুত করিয়া দিতেছি, উহা ব্যবহার করিলে ইনি ব্যাধিমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।" ওঝার কথা শুনিয়া নরোত্তম হাসিয়া উঠিলেন এবং পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ! জীবহত্যা করিয়া আমার ব্যাধি দূর করিবেন, ইহাও কি কথন সম্ভব হয়? ইহাতে আমার ব্যাধি বৃদ্ধি হইবে। পিতঃ বৃন্দাবনে গেলে আমার সকল ব্যাধি দূর হইবে। আমার কোনই ব্যাধি নাই।"

"শৃগালের নাম শুনি হাসিতে লাগিলা।
জীবহত্যা করি পিতা আমাকে রাখিবা॥
* * * *
পিতা মাতা ব্যাধি নহে যাব বৃন্দাবন।"

প্রেমবিলাস, ১০ম।

নরোত্তম বৃন্দাবনের নাম করিয়া আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ইহাতে বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলেন। নরোত্তম পিতা-মাতাকে বুঝাইয়া কি প্রকারে বৃন্দাবন গমন করিবেন ইহাই নিয়ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির করিলেন যে এখন তিনি সুস্থভাব ধারণ করিবেন এবং সুযোগ বুঝিয়া গৃহত্যাগ করিবেন। পুত্রকে সুস্থ দেখিয়া পিতামাতার আনন্দের সীমা রহিল না। সৌভাগ্যক্রমে নরোত্তমের গৃহ-ত্যাগের একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। জায়গীরদার লোক মুখে মহারাজ কৃষ্ণানন্দের সুসন্তানের বিষয় জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত আসোয়ার প্রেরণ করিলেন। নরোত্তমের পিতা মাতা স্নেহ প্রযুক্ত পুত্রকে পাঠাইতে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন পরে জায়গীরদারের আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত পুত্রকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। নরোত্তম গৃহত্যাগ করিতে পাইবেন জানিতে পারিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। পিতা মাতা অনেক স্নেহবাক্য বলিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন এবং নরোত্তম অত্যন্ত

আনন্দ অন্তঃকরণে আসোয়ারের সঙ্গে গমন করিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে প্রকাশ যে নরোত্তম কার্ত্তিক মাসে পিতা মাতার নিকট বিদায় লন।

গৃহত্যাগ করিয়া কিছু দূর গমন করিয়া নরোত্তম পলায়নের উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইলেন। সঙ্গের লোক নিদ্রিত হইলে অবসর বুঝিয়া তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেদিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। তাঁহার বয়স তখন ষোড়শ বৎসর।

"সেইকালে লোকগণের নিদ্রা বড় হৈল।
উঠি নিত্যানন্দ বলি বাহির হইল।"

প্রেমবিলাস, ১০ম।

নরোত্তম নিরুদ্দেশ হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহার মাতা পিতা অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার সন্ধানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দলে দলে লোক পাঠাইলেন। একদল নরোত্তমের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিবার বিশেষ চেষ্টাও করিল কিন্তু তিনি কোনক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। কথিত আছে তাঁহারা নরোত্তমকে অর্থসহ একজন লোক দিয়া আসিয়াছিলেন। নরোত্তম গৃহে ফিরিলেন না জানিতে পারিয়া তাঁহার মাতা শোকে অত্যন্ত আকুলা হইলেন।

নরোত্তম বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দর্শন করিবেন, সেখানে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে হয় ত দর্শন পাইবেন, ভাবিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। কি প্রকারে শীঘ্র তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে ভাবিতে ভাবিতে তাহার আহার তৃষ্ণা দূর হইল। একে তাঁহার বয়স কম, তাহাতে কখন তিনি পথ চলেন নাই, সুতরাং রাস্তায় চলিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। কোনদিন আহার করেন, আবার কোনদিন আহার করেন না। এমন কি দুই তিন দিন উপবাসের পরও কোন কোন দিন আহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে অনভ্যাস প্রযুক্ত হাঁটিয়া যাইতে তাঁহার পায়ে ব্রণ হইল এবং একটি বৃক্ষতলে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন।

"আহারের চেষ্টা নাই সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥

পথেতে চলিতে পায় হৈল বড় ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হৈয়া অচেতন॥"

প্রেমবিলাস, ১০ম।

বৃন্দাবন দর্শন বুঝি আর অদৃষ্টে ঘটিল না, শ্রীমহাপ্রভু, লোকনাথ, রূপ, সনাতনের শ্রীচরণ দর্শন আর ভাগ্যে হইল না, ভাবিয়া নরোত্তম বৃক্ষতলে ব্যাকুল হইলেন। সেই সময় এক গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ দুগ্ধভাণ্ড লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "নরোত্তম! এই দুগ্ধ পান কর, তোমার ব্রণ আরোগ্য হইবে।"

ওহে বাপু নরোত্তম এই দুগ্ধ খাও।
ব্রণ সুস্থ হবে সুখে পথে চলি যাও॥"

প্রেমবিলাস, ১০ম।

দুগ্ধ রাখিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হইলেন। নরোত্তমও পথশ্রমে অত্যন্ত নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাত্রি শেষে রূপ ও সনাতন আসিয়া নরোত্তমের বক্ষে হস্ত অর্পণ করিয়া বলিলেন, "নরোত্তম! তোমার সকল ক্লেশ দূর হইল; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তোমার পীড়া দেখিয়া অতিশয় কৃপা করিয়া এই দুগ্ধ দিয়াছেন, ইহা পান কর।"

"সনাতন রূপ দুঁহে আইলা রাত্রি শেষে।
বক্ষে হস্ত দিয়া কহে ঘুচিল সব ক্লেশে॥
শুন শুন নরোত্তম দুগ্ধ কর পান।
শ্রীচৈতন্য প্রভু আসি দুগ্ধ কৈল দান॥"

প্রেমবিলাস, দশম।

নরোত্তম নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীগৌরচন্দ্র, রূপ ও সনাতনের বিচ্ছেদের নিমিত্ত অতিশয় রোদন করিলেন।

"তিনের বিচ্ছেদে বহু করিল রোদন।"

প্রেমবিলাস, দশম।

রূপ ও সনাতন নরোত্তমকে অতিশয় কাতর দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "তোমার এখনও বৈরাগ্যের সময় উপস্থিত হয় নাই, বিশেষতঃ তুমি রাজপুত্র, কোনদিন দুঃখের লেশ জানিতে পার

নাই, কেমন করিয়া পথের ক্লেশই বা সহ্য হইবে। যাহা হউক তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে, তিনি তোমাকে যে প্রেমধন দিয়াছেন, সেই ধনের প্রভাবে কত চণ্ডাল, যবন উদ্ধার হইবে। বাপ উঠ, আর চিন্তা নাই, বৃন্দাবন যাত্রা কর।"

বৈরাগ্যের কাল নহে এ বাল্য বয়স।
হইয়াছে কৃপা প্রভুর অশেষ বিশেষ ॥
রাজপুত্র কভু নাহি জান দুঃখ লেশ।
গৃহত্যাগ শরীরের হয় মহা ক্লেশ ॥

* * * *

চিন্তা নাহি উঠ বাপু যাহ বৃন্দাবন ॥"

প্রেমবিলাস, দশম।

এই সময় গৌড়িয়া বৈষ্ণব পাঁচ ছয় জন ঐ পথে গমন করিতেছিলেন; তাঁহারা নরোত্তমকে বলিলেন, "কেন পথে কাঁদিতেছ, আমাদের সঙ্গে চল।"

"এইকালে গৌড়িয়া বৈষ্ণব পাঁচ ছয়।

* * * *

তারা কহে চল যাই কান্দ কেন পথে।"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

নরোত্তম তখন আনন্দ অন্তরে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার পায়ের ব্রণ সারিয়া গেল।

"বৈরাগীর সঙ্গে চলে আনন্দ অন্তরে।
ঘুচিল পায়ের ব্রণ চলে ধীরে ধীরে ॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারাণসী গমন করিয়াছিলেন এবং উহা যখন বৃন্দাবন যাইবার পথের নিকট অবস্থিত তখন উহা দর্শন না করিলে অপরাধ হইবে ভাবিয়া নরোত্তম রাজঘাট পার হইয়া বারাণসী গমন করিলেন এবং বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি দেবতা দর্শন ও বন্দনা করিয়া যত্ন সহকারে বারাণসীধাম পরিক্রমা করিলেন।

পার হৈয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট।
বিশ্বেশ্বর সেই ঘাটে ধরিলেন বাট॥
পরিক্রমা বন্দনাদি করিল সাবধানে।"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

পরে সনাতনের স্থান দর্শন করিলেন এবং চন্দ্রশেখরের শিষ্য অতি প্রাচীন এক বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণ আলাপনে দুই একদিন অতিবাহিত করিয়া নরোত্তম পুনরায় যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে উপনীত হইয়া গঙ্গা স্নান করিয়া রাত্রি বাস করিলেন এবং পরদিন পুনরায় যাত্রা করিয়া ক্রমে মথুরায় আগমন করিলেন।

"প্রয়াগে করিল স্নান ভাগ্য করি মানে।
বাস করি সেই রাত্রি করিল ক্ষেপনে॥
ক্রমে ক্রমে চলি পুন আইল মথুরা।"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

তথায় ভূতেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখিতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমাশ্রু শতধারে বহিতে লাগিল এবং তাঁহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না।

"ভূতেশ্বর দেখি গেলা কেশোরায় দ্বারা।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখিব নয়নে।
শতধারা বহে বাক্য না স্ফুরে বদনে॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

পরে শ্রান্ত হইয়া তিনি বিশ্রাম ঘাটে স্নান সমাপন করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে প্রত্যাদেশ করিলেন যে "গড়েরহাটনিবাসী নরোত্তম কল্য হইতে শ্রান্ত হইয়া মথুরার বিশ্রামঘাটে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে প্রীতির সহিত আনয়ন করিয়া লোকনাথের হস্তে সমর্পণ কর।" শ্রীরূপ তখন অপ্রকট হইয়াছেন এবং শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনের কর্ত্তা।

"বৃন্দাবনে শ্রীরূপের প্রত্যাদেশ হৈলা।
শুন শুন জীব আমি পাঠাই একজন।
গড়ের হাটে বাস তাঁর নাম নরোত্তম॥
প্রীতি করি তাঁরে সমর্পিবা লোকনাথে।
বিশ্রান্তে আছেন কালি হৈতে মথুরাতে॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

শ্রীজীব গোস্বামী চেতন পাইয়া, নরোত্তমকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে মহা আনন্দে মথুরায় প্রেরণ করিলেন এবং উক্ত বৈষ্ণবগণ মথুরার বিশ্রাম ঘাটে নরোত্তমকে পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনে আনয়ন করিলেন।

"চেতন পাইয়া মনে আনন্দ হইল।
সঙ্গের বৈষ্ণবগণে আজ্ঞা যে করিল॥
* * * *
সেই ঘাটে সেই স্থানে আসিয়া পাইলা।"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের মন্দির সন্দর্শন করিবামাত্র নরোত্তমের প্রেমের আবির্ভাব হইল এবং তিনি হা গোবিন্দ বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। যিনি বৃন্দাবন দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইয়া আসিতেছেন তাঁহার পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে।

প্রেমে ব্যাকুল গোবিন্দের মন্দির দেখিতে।
মন্দিরের শোভা দেখি প্রেম উথলিল।
হা গোবিন্দ বলি মূর্চ্ছা অধিক হইল॥

প্রেমবিলাস, একাদশ।

শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমের অবস্থা দেখিয়া লোকনাথ গোস্বামীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নরোত্তমের নিকট ত্বরায় আসিবার অনুরোধ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রত্যাদেশ অনুসারে তিনি স্বীয় বৈষ্ণব পাঠাইয়া মথুরার বিশ্রাম ঘাট হইতে নরোত্তমকে আনাইয়াছেন তাহাও তিনি তাঁহাকে বলিলেন।

"শীঘ্র গতি চল গোসাঞি আমি যাই সঙ্গে।

*   *   *   *

মোর প্রভুর আজ্ঞা হৈল তাহারে আনিতে।
আনিল তাহারে যাই ঘাট বিশ্রান্তি হৈতে॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

লোকনাথ গোস্বামীর বাস যশোহর জেলার অন্তর্গত তাল খড়ি জাগলি গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম সীতা। লোক-নাথ ইহাঁদের একমাত্র পুত্র। অল্প বয়সেই তিনি মহাপণ্ডিত হন এবং ভক্তিরসে মুগ্ধ হন। শ্রীনবদ্বীপে শচীর গর্ব্ভে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি পিতা মাতার বাধা না শুনিয়া গোপনে একদিন গৃহ ত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হন। পঞ্চ দিবস পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ও লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ইনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং ১৪৩২ শকে ইনি এবং ভূগর্ভ প্রথম বৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন। ইহাদের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে কোন বাঙ্গালী গমন করেন নাই। ইহাঁরা বৃন্দাবনের কতক লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিলে সুবুদ্ধি মিশ্র তথায় গমন করেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং জীবগোস্বামী পরে বৃন্দাবনে গমন করেন। লোকনাথ গোস্বামী চিরজীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। শ্রীরাধা বিনোদ বিগ্রহ ইনি প্রতিষ্ঠা করেন।

"যশোর তাল খড়ি গ্রামে যাঁহার বসতি।

*   *   *   *

শ্রীরাধা বিনোদ দেব যাঁহার প্রকাশ॥"

প্রেমবিলাস, বিংশ।

লোক নাথ গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে আসিলেন। নরোত্তমকে প্রেমে অচেতন দেখিয়া তিনি তাঁহার কাছে বসিলেন এবং স্বীয় হস্ত তাঁহার বক্ষে অর্পণ করিলেন। গোস্বামীর হস্তস্পর্শে নরোত্তমের চৈতন্য হইল এবং অমনি তিনি তাঁহার পাদদেশে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। লোক নাথ অশ্রুযুক্ত হইয়া নরোত্তমকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং তখন বলিতে লাগিলেন "বাপ, তুমি

আসিতেছ তাহা স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলাম, এখন তোমাকে দেখিয়া আমার অন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইল।"

"মহা প্রেম দেখি গোসাঞি বসিলেন কাছে।
* * * *
ভাল বলি বুকে হাত দিলেন আপনি॥
হস্ত স্পর্শে নরোত্তমের হইল চেতন।
নরোত্তম, নিজ প্রভুর ধরিল চরণ॥
অশ্রুযুক্ত হৈয়া গোসাঞি করিলেন কোলে।
* * * *
তুমি যে আসিবা আজি দেখিলাম স্বপনে।
অন্ধনেত্র পাইলাম তোমার মিলনে॥

প্রেমবিলাস, একাদশ।

তদনন্তর তিনি হাত ধরিয়া নরোত্তমকে শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে লইয়া গেলেন। শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে লোকনাথ প্রভুর করে সমর্পণ করিলেন এবং লোকনাথ প্রভু নরোত্তমকে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করাইলেন। গোবিন্দ-মুখ দর্শন করিয়া নরোত্তম প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

"হাতে ধরি লৈয়া গেলা গোবিন্দ মন্দিরে।
জীব গোসাঞি সমর্পিলা হস্তে ধরি তাঁরে॥
* * * *
হাতে ধরি করাইল গোবিন্দ দর্শন।
দেখিয়া গোবিন্দ মুখ হৈলা অচেতন॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

ধরাধরি করিয়া তখন নরোত্তমকে নিজ কুঞ্জে তিনি আনয়ন করিলেন। এই সময় শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ ভক্ষণ করিবার তিনি আজ্ঞা করিলে, নরোত্তম বলিলেন, "আমার গুরুকরণ হয় নাই, কেমন করিয়া আপনার সহিত একত্রে প্রসাদ পাইব ?"

"অনাশ্রিত আছি সঙ্গে কেমনে বসিব !
একত্র বসি কেমনে বা প্রসাদ পাইব ॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

লোকনাথ গোস্বামী বলিলেন "তুমিইত বলিয়াছ যে গৌর বর্ণ এক শিশু তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই অবধি তোমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। তিনিই জগদ্গুরু, আবারও তুমি গুরু করিতে চাহ? আজ তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনে আগমন করিয়া গোবিন্দ দর্শন করিলে। তোমার পাইবার জিনিস আর কি আছে?"

"আপনে কহিলে গৌর বর্ণ শিশু এক।
* * * *
আপনে প্রবেশ কৈল হৃদয়ে তোমার।
তিঁহো জগদ্গুরু চাও গুরু করিবার ॥
* * * *
সেই কৃপা সেই প্রেম আইলে বৃন্দাবন।
* * * *
সেই কৃপায় হইল গোবিন্দ দরশন।

প্রেমবিলাস, ১১শ।

নরোত্তম তখন অতিশয় নম্রভাবে বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন আমার কিন্তু আপনার সহিত একত্রে বসিতে ভয় হইতেছে; বস্তুতঃ আমার সে সাধ্যও নাই।"

"এক স্থানে বসিতেই ভয় বড় মনে।
আমার যোগ্যতা নাই বসি প্রভু সনে ॥

প্রেমবিলাস, একাদশ।

তখন লোকনাথ গোস্বামী অনন্যোপায় হইয়া নরোত্তমকে হরিনাম প্রদান করিলেন এবং নরোত্তম শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

হরিনাম করিতে করিতে নরোত্তমের এক বৎসর কাটিয়া গেল। রাত্রি দিনে তিনি নিভৃতে দুই লক্ষ নাম সাধন করিতে লাগিলেন এবং রাত্রি জাগিয়া সংখ্যা নাম জপ করিতে লাগিলেন।

"হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল।
তদবধি সে সাধন রাত্রি দিন কৈল॥
দুই লক্ষ নাম সাধন নিভৃতে বসিয়া।
সংখ্যা নাম লয় বসি রাত্রিতে জাগিয়া॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

নরোত্তম প্রাতে লোক নাথ গোস্বামীর নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী যদি জিজ্ঞাসা করিতেন "নরোত্তম, ভাল আছ ত?" নরোত্তম [illegible] নম্রভাবে উত্তর দিতেন "আপনার শ্রীচরণের প্রতাপে ভালই আ[illegible] কখন নরোত্তম গোস্বামীর ভোজনের সময় আসিয়া তাঁহার পাত্রাব[illegible] করিতেন। কখন তিনি গোস্বামীর চরণ সেবা করিতেন। কখন তিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা স্থানগুলি দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ করিতেন এবং কখন কখন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গমন করিয়া কৃষ্ণ আলাপনে কাটাইতেন। রাত্রি শেষে লোকনাথ গোস্বামী যে স্থানে শৌচে গমন করিতেন, নরোত্তম ঐ স্থান প্রত্যহ সংস্কার করিতেন এবং শৌচের জন্য মৃত্তিকা ছানিয়া রাখিতেন। ঝাঁটা গাছি মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিতেন এবং যখন সে স্থানে কেহ না থাকিত সেই সময় উহা বাহির করিয়া মহানন্দে শৌচের স্থান তিনি পরিষ্কার করিতেন। কখন কখন ঝাঁটা বুকে দিয়া রোদন করিতেন এবং বলিতেন "প্রভু লোকনাথ, তুমিই নরোত্তমের জীবন।"

"প্রভাতে আসিয়া করে প্রণাম স্তবন।
দাঁড়াইয়া নেত্রে করে রূপ নিরীক্ষণ॥
নরোত্তম ভাল আছ কহেন বচন।
স্বচ্ছন্দে আছিয়ে এই প্রতাপ চরণ॥

* * * *

কখন কখন আইসে ভোজনের কালে।
পাত্র অবশেষ পাই বৈসেন বিরলে॥
কখন কখন করেন চরণ সেবন।

কভু বৃন্দাবন স্থান যান দেখিবারে।
যেই স্থানে কৃষ্ণলীলা দণ্ডবৎ করে॥
কখন শ্রীজীব স্থানে করেন আলাপন।

* * * *

যে স্থানে গোসাঞি জীউ যান বহির্দ্দেশ।
সেই স্থান যাই করেন সংস্কার বিশেষ॥
মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।
নিত্য নিত্য এই মত করেন সেবনে॥

* * * *

ঝাঁটা গাছি পুঁতি রাখে মাটির ভিতরে।
বাহির করি সেবা করে আনন্দ অন্তরে॥

* * * *

কহিতে কহিতে কান্দে ঝাঁটা বুকে দিয়া।

* * * *

প্রভু লোক নাথ নরোত্তমের জীবন।"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

নরোত্তমের উপরোক্ত সেবার বর্ণনা অনুরাগ বল্লী গ্রন্থে এইরূপ আছে ঃ—

"মৃত্তিকা সৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাঁটি জল আনে বিবিধ বিধানে॥"

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল কিন্তু লোকনাথ গোস্বামী কিছুতেই জানিতে পারিলেন না কে তাঁহার শৌচের স্থান সংস্কার করে। যথার্থই গোস্বামী এজন্য মনে মনে বড় লজ্জিত এবং দুঃখিত হইলেন এবং স্থির করিলেন এখন হইতে ছয়দণ্ড রাত্রি থাকিতে তিনি বহির্দ্দেশ যাইবেন। পরদিন রাত্রি ছয়দণ্ড থাকিতে তিনি বহির্দ্দেশে যাইয়া দেখিলেন নরোত্তম সেই থানে ঝাঁট দিতেছেন। গোস্বামী তখন তাঁহার পাছে গিয়া "কে তুমি, কে তুমি" বলিয়া দাঁড়াইলেন। নরোত্তম ঝাঁটা বুকে ধারণ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন "প্রভু. আমি আপনার ভৃত্য।" গোস্বামী বলিলেন "নরোত্তম! এমন কাজ বাপু তুমি কর! আমি ইহাতে বড় দুঃখ পাই, যাহা হউক আর এমন কাজ করিও

না।" নরোত্তম দীন ভাবে বলিলেন "ভাগ্যে না থাকিলে এমন সেবা মিলে না ; প্রভু এমন কৃপা করুন যাহাতে আমার মতি অন্যরূপ না হয়।"

"বৈশাখে বৈশাখে এক বৎসর বহি গেল।
মনে গোসাঞি তবে এক বিচার করিল॥
ছয় দণ্ড রাত্রি যবে হৈল অবশেষ।
সেই কালে গমন করিব বহির্দ্দেশ॥
তবে সে জানিব ইহা করে কোন জন।
নহিলে মনের দুঃখ না যায় সহন॥

*   *   *   *

তার পরদিন গোসাঞি যান বহির্দ্দেশ।
যখন আছয়ে রাত্রি ছয় দণ্ড শেষ॥
হেন কালে নরোত্তম সেই স্থানে আছে।
ঝাঁটা দিছেন, গোসাঞি দাণ্ডালা তাঁর পাছে॥
ঝাঁটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে।
কে বট কেবট বলি লাগিলা কহিতে॥
নরোত্তম কহে প্রভু মুঞি ভৃত্যাভাস।

*   *   *   *

গোসাঞি কহেন নরোত্তম হেন কার্য্য কর।
দুঃখ বড় পাই বাপু এ সব সম্বর॥
নরোত্তম কহে ভাগে মিলে এ সেবন।
হেন কৃপা কর যেন নহে অন্য মন॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

এই ঘটনা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"এই মতে কত দিন সেবন করিতে।
দৈবে একদিন তায় দেখে আচম্বিতে॥
পুছয়ে কে তুমি কেন কর হেন কাজ।
বন্দিয়া নরোত্তম কহে পেয়ে ভয় লাজ॥

কেবল তোমার প্রসন্নতা চাই প্রভু।
এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িব কভু॥"

গোস্বামী [illegible] শৌচেতে বসিলেন এবং নরোত্তম সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শৌচ হইতে আসিয়া গোস্বামী নরোত্তমকে ডাকিবামাত্র তিনি যোড় হাত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে আজ্ঞা পাইবা মাত্র নরোত্তম জল এবং মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। গোস্বামী তখন তাঁহার মস্তকে স্বীয় চরণ অর্পণ করিলেন। গোস্বামী শ্রীযমুনায় স্নান করিলে নরোত্তম তাঁহার আদেশ পাইয়া স্নান কার্য্য সমাপন করিলেন এবং প্রভুর সঙ্গে তাঁহার কুঞ্জে গমন করিলেন। নরোত্তম স্বহস্তে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। গোস্বামী তদনন্তর আসনে উপবেশন করিয়া তিলক এবং স্তব পাঠ ইত্যাদি সমাপন করিয়া নরোত্তমকে ডাকিলেন এবং তুলসী, চন্দন, পুষ্পমাল্য, কুঙ্কুম, কস্তুরী এবং কেশরের মালা আনাইলেন। পরে নরোত্তমকে বামদিকে বসাইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল মন্ত্র প্রথম শুনাইলেন এবং তদনন্তর কামবীজ শুনাইয়া অন্যান্য উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসির দিনে নরোত্তমের দীক্ষা সম্পূর্ণ হইল। লোকনাথ গোস্বামী মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন ইহ-জীবনে কাহাকেও শিষ্য করিবেন না কিন্তু ভক্ত নরোত্তমের ভক্তির প্রভাবে সে সংকল্প স্থির রাখিতে সক্ষম হইলেন না। নরোত্তমের অপূর্ব্ব সেবা প্রণালী এবং ঐকান্তিক ভক্তিতে লোকনাথ গোস্বামী কেন, স্বয়ং ভগবানও সংকল্প স্থির রাখিতে পারেন কিনা সন্দেহ। অধুনা গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ অতি সহজ হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু লোকনাথ সহজে নরোত্তমকে দীক্ষা প্রদান করেন নাই। গুরু শিষ্য একত্র অবস্থিতি করিয়া পরস্পরের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে না জানিলে যথার্থই দীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। নরোত্তম লোকনাথের গুণে যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন লোকনাথও তেমনি নরোত্তমের ভক্তি ও সেবায় বিমোহিত হইয়াছিলেন। নরোত্তম লোকনাথকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন সুতরাং লোকনাথ কেমন করিয়া দীক্ষা প্রদান না করিয়া স্থির থাকিবেন? নরোত্তম দীক্ষিত হইয়া সেই জন্যই বলিলেন "প্রভো! আজ আমি ধন্য হইলাম।"

"এই কথা কহি গোসাঞি শৌচেতে বসিলা।
তদবধি নরোত্তম সে স্থানে রহিলা ॥
উঠিয়া আসিয়া ডাকে নরোত্তম দাস।
যোড় হাতে দাণ্ডাইলা মনের উল্লাস ॥
মৃত্তিকা আনহ জল আন ত্বরা করি।
মৃত্তিকা আনিয়া জল আনিলেন ভরি ॥

* * * *

কর যুড়ি নরোত্তম দণ্ডবৎ করে।
চরণ তুলিয়া দিল মস্তক উপরে ॥

* * * *

আনন্দ হই যমুনায় স্নান করি রঙ্গে।
গোসাঞি কুঞ্জকে যান ইহোঁ যান সঙ্গে ॥
পাদ প্রক্ষালন কৈল স্বহস্তে নরোত্তম।
আসনে বসিলা গোসাঞি করিতে স্মরণ ॥
তিলক করিল স্তব পাঠ গাঢ়তর।

* * * *

ডাকিলেন অহে বাপু আইস এই ঘরে।

* * * *

আনাইল তুলসী চন্দন পুষ্প মালা।
কুঙ্কুম কস্তূরী আনেন কেশের রচনা ॥

* * * *

রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র প্রথম করাইল শ্রবণ ॥
কাম বীজ শুনাইল অতি যত্ন করি।
পশ্চাৎ বসিয়া সব কহিল বিবরি ॥"

প্রেম বিলাস একাদশ।

মন্ত্র দীক্ষার পর লোকনাথ গোস্বামীর আদেশ অনুসারে নরোত্তম শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া আসিয়া আপন প্রভুর পাত্রাবশেষ ভোজন করিলেন।

"শ্রীজীব গোসাঞি স্থানে যান নরোত্তম।
যাইয়া করিল দণ্ড প্রণাম স্তবন॥

*　　*　　*　　*

পুনরপি গেলা তিহোঁ গোসাঞির নিকটে।

*　　*　　*　　*

পাত্র-অবশেষ দিলা হৈয়া কৃপাবানে।"

প্রেম বিলাস, একাদশ।

তদনন্তর লোকনাথ প্রভু নরোত্তমকে সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং নরোত্তম বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন।

নরোত্তমের বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর কৃপাপাত্র হওয়া এবং দীক্ষা লাভ করা সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকার বিবরণ প্রচলিত আছে। বৃন্দাবনে নরোত্তম অত্যন্ত কাতর অবস্থায় আগমন করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। কিছু দিন পরে সুস্থ হইয়া নরোত্তম শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমতি লইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে সাধু দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লোকনাথ গোস্বামীকে দেখিবা মাত্র তিনি তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে কিছু না বলিয়া লোক মুখে তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন লোকনাথ কাহাকেও শিষ্য করেন না এবং সর্ব্বদা ভজনানন্দে থাকেন তখন নরোত্তম অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কি প্রকারে লোকনাথ তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন ইহাই অহরহ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দিবারাত্র লোকনাথ গোস্বামীর কুঞ্জের চতুর্দ্দিকে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"রাত্রি দিনে সেই স্থানে অলক্ষিতে যেয়ে।
বাহিরে টহল করে সাশ্রু নেত্র হয়ে॥"

অনুরাগ বল্লী।

শুদ্ধ গোস্বামীর কুঞ্জের চতুঃপার্শ্বে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন তাহা নহে, নরোত্তম অলক্ষিত ভাবে তাঁহার সেবাও করিতে লাগিলেন। লোকনাথ কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে নরোত্তম নূতন প্রকার এক সেবা আরম্ভ করিলেন। গোস্বামী রাত্রি শেষে বহির্দ্দেশ গমন করিলে নরোত্তম সেই

স্থান সংস্কার করিতে লাগিলেন এবং শৌচের নিমিত্ত মাটি ছানিয়া রাখিতে লাগিলেন। যে ঝাঁটা দ্বারা শৌচের স্থান সংস্কার করিতে লাগিলেন তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতে লাগিলেন। গোস্বামী প্রত্যহ এই প্রকার সেবা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন এবং কে এ কার্য্য করেন তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। এই নীচ সেবায় তাঁহার দুঃখ ও লজ্জার উদ্রেক হইল। তিনি অতঃপর স্থির করিলেন, আর এরূপ সেবা করিতে দিবেন না এবং রাত্রি ছয় দণ্ড থাকিতে বহির্দ্দেশ গমন করিলেন। কিন্তু নরোত্তম তখনও শৌচের স্থানে বর্ত্তমান। গোস্বামী তখন "কে তুমি, কে তুমি" বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু নরোত্তম তখন অপরাধীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে সম্মার্জ্জনী বুকে দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। গোস্বামীর হৃদয় তখন দ্রব হইল। নরোত্তম স্বীয় প্রার্থনা জানাইলে গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন "তোমার আবার মন্ত্র দীক্ষার প্রয়োজন কি? স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।" নরোত্তম বলিলেন "প্রভো,আমাকে অকৃপা করিবেন না, আমি আপনাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি।" গোস্বামী তাহার পর বহির্দ্দেশে গমন করিলেন এবং নরোত্তম তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোস্বামী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নরোত্তম ভয়ে ভয়ে মৃত্তিকা লইয়া উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মৃত্তিকা লইলেন দেখিয়া নরোত্তমের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পরে নরোত্তম গোস্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহার কুঞ্জে গমন করেন। নরোত্তম প্রত্যহ দুই লক্ষ নাম জপ করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বাক্যালাপ রহিল না। এই প্রকারে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পরে শ্রাবণ মাসে গোস্বামী নরোত্তমকে ডাকিলেন এবং বলিলেন "তোমার সেবায় আমি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; আমার সংকল্পও শিথিল হইয়াছে।" শ্রাবণের পূর্ণিমার প্রত্যূষে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি মহান্তগণ উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী নরোত্তমকে লইয়া গিয়া যমুনায় স্নান করাইলেন এবং কুঞ্জে প্রত্যাগমন করিয়া নরোত্তমের দ্বারা স্বীয় পাদ প্রক্ষালিত করাইলেন। পরে গোস্বামী আসনে উপবেশন করিয়া স্তব পাঠ করিলেন এবং নরো'মকে বামে বসাইয়া মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করিলেন এবং ভজনের সাধন প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। নরোত্তম তদনন্তর বাহিরে আসিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি মহান্তগণকে প্রণাম করি-

লেন। নরোত্তমের গুরু কৃপা ও দীক্ষা লাভের এই বিবরণ শ্রদ্ধাস্পদ শিশির বাবু প্রণীত তাঁহার নরোত্তম চরিতে পাওয়া যায়।

এক দিন কুঞ্জে নরোত্তম শুইয়া আছেন এমন সময় দেখিলেন বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকা কুঞ্জ মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে হাস্য বদনে বলিতেছেন, "নরোত্তম! তোমার গুরু তোমাকে যে আজ্ঞা করেন তাহাই সাধন কর। মধ্যাহ্ন কালে আমার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয় এবং সখীগণ সেবা কার্য্যে নিযুক্তা থাকেন; চম্পক লতার কুঞ্জে কৃষ্ণের জন্য ক্ষিরপাক হয়, এখন হইতে তোমার উপর দুগ্ধ আবর্ত্তনের ভার অর্পিত হইল।"

"এক দিন কুঞ্জ মাঝে করিলা শয়ন।
কিছু নিদ্রা যান কিছু বাহ্য বৃত্তি হন॥
বৃষভানুসুতা সেই কুঞ্জ মাঝে আসি।
নরোত্তম প্রতি বাক্য কহে হাসি হাসি॥
গুরু পাদাশ্রয় কর গুরুর সেবন।
তাঁর আজ্ঞা যেই তাহাঁ করহ সাধন॥

* * * *

মধ্যাহ্নে আমার তীরে কৃষ্ণের মিলন।
তাহাতে অনেক সেবা করে সখীগণ॥
ক্ষীর পাক হয় তাহা কৃষ্ণের সুখ যাতে।
সর্ব্ব সুখ হয় চম্পকলতার কুঞ্জেতে॥
তোমার নিত্য সেবা হয় দুগ্ধ আবর্ত্তন।

প্রেম বিলাস, একাদশ।

নরোত্তম স্বীয় গুরুর নিকট গমন করিয়া ঘটনার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং প্রভুর কি আজ্ঞা তাহা শুনিবার প্রার্থনা করিলেন।

"প্রভুর অগ্রেতে কহে হইয়া সাবধান।

*

তুমি মোর প্রভু আজ্ঞা করিবে যেমন॥"

প্রেম বিলাস, একাদশ।

প্রভু লোকনাথ নরোত্তমের নিকট অপূর্ব্ব ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীরাধিকার অনুমতি অনুসারে সেবায় নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিলেন।

ধন্য ধন্য নরোত্তম তুমি ভাগ্যবান্।
যাঁর পদ প্রাপ্তি তিহোঁ কৈল আজ্ঞাদান॥

* * * *

আজি হৈতে সেবা কর এই নাম তোর।"

প্রেম বিলাস, একাদশ।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নরোত্তম মহা উল্লাসের সহিত সেবায় নিযুক্ত হইলেন। একদিন নরোত্তম মানসে দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতেছিলেন। শুষ্ক কাষ্ঠের আঁচে দুগ্ধ বারম্বার উথলিতে লাগিল। নরোত্তম কি প্রকারে উহা নিবারণ করিবেন তাহা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। দুগ্ধ পুনরায় উথলিত হইল এবং উহা নিবারণ করিতে অশক্ত হইয়া তিনি হাত দিয়া সেই দুগ্ধ রক্ষা করিলেন এবং পরে উহা নামাইয়া রাখিলেন। তাঁহার হাত পুড়িয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। পরে যখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান হইল তখন বুঝিলেন তাঁহার হাত পুড়িয়া গিয়াছে। হয়ত কত অপরাধ হইল ভাবিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইলেন এবং নিজ প্রভুর নিকট আগমন করিয়া তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিলেন।

"সেই হৈতে আজ্ঞা সেবা আনন্দেতে কৈল।

* * * *

একদিন কি হইল কহি তার শেষে॥
মানসে ঠাকুর করে দুগ্ধ আবর্ত্তন।
দর্শন করেন লীলা আনন্দিত মন॥
শুষ্ক কাষ্ঠ আঁচ দেন উথলে বারবার।
মনে বিচার করেন কিবা করি প্রতিকার॥
পুনর্ব্বার উথলিত হইল যখন।
হস্ত দিয়া সেই দুগ্ধ করিল রক্ষণ॥

হস্ত পুড়ি গেল বাহ্যে তাহা নাহি জানে।
উতারিয়া সেই দুগ্ধ রাখে সেই থানে॥
বাহ্য পাইলে দেখে হাত পুড়িয়াছে।

*   *   *   *

নিশ্চয় জানিল মোর হৈল অপরাধ।
তথাপিহ নিবেদিতে আইসে প্রভু স্থানে॥"

প্রেমবিলাস, একাদশ।

প্রভু লোকনাথ শিষ্যের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। নরোত্তম এইরূপে মনের আনন্দে সাধন, স্মরণ এবং গুরুসেবা করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার ভক্তিগ্রন্থ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট নরোত্তম নাটক সন্দর্ভ পাঠ করিতে লাগিলেন।

"সাধন স্মরণ কৈল পরম উল্লাস।
গুরুসেবা ভক্তিগ্রন্থ করিল পঠন।

*   *   *   *

পঢ়িল কতকদিন নিজ প্রভু স্থানে।
কখন শ্রীজীবে যাই করে নিবেদনে॥
নাটক সন্দর্ভ পঢ়ে গোসাঞির স্থানে।"

প্রেমবিলাস, দ্বাদশ।

শ্রীজীব বিরলে হাত পোড়ার বিবরণ শুনিয়া প্রেমে পূর্ণ হইলেন এবং নরোত্তমকে ঠাকুর উপাধি প্রদান করিলেন।

"যে আজ্ঞা বলিয়া সব কহে বিবরণ।

*   *   *   *

অঙ্গফুলে শ্রীজীবের করেন রোদন।

*   *   *   *

আজ হৈতে তোমার নাম ঠাকুর মহাশয়।"

প্রেমবিলাস, দ্বাদশ।

লোকনাথ গোস্বামীর কুঞ্জে ঠাকুর মহাশয়ের প্রথম শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সহিত মিলন হয়। ঠাকুর মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যখন নাটক সন্দর্ভ

পাঠ করেন তখন শ্রীনিবাস ও দুঃখী কৃষ্ণদাসও পাঠ করিতেন। শ্রীনিবাস, "আচার্য্য প্রভু" এবং দুঃখী কৃষ্ণদাস "শ্যামানন্দ" নামে অভিহিত হন। ইঁহাদের পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব গোস্বামী স্থির করিলেন যে ইঁহাদের ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিবার নিমিত্ত গৌড়ে প্রেরণ করিবেন। রাসযাত্রা উপলক্ষে মহামহোৎসব হইল এবং উক্ত মহোৎসবে সমাগত গোস্বামী এবং মহান্তগণের নিকট তাঁহার ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের বিষয় তিনি জানাইলেন। সকলেই শ্রীজীব গোস্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার সেবক জনৈক মথুরাবাসী মহাজনের দ্বারা সিন্দুক, মোমজামা, একখানি গাড়ী, চারিটা বলিষ্ঠ বলদ এবং গাড়ী রক্ষার নিমিত্ত দশজন অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ সংগ্রহ করিলেন। পরে সিন্দুকে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, সনাতন গীতা, উজ্জ্বল নীলমণি, হরিভক্তিবিলাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ ইত্যাদি গ্রন্থ স্তরে স্তরে সাজান হইল। এদিকে শ্রীনিবাস, এবং নরোত্তম স্ব স্ব গুরুর নিকট বহু বিলাপ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং গৌড়ে আগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দকে ঠাকুর মহাশয়ের করে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে লোক এবং পথ খরচ দিয়া নিজদেশে পাঠাইয়া দিবার অনুমতি করিলেন।

"শ্রীজীব গোস্বামী এক বৈষ্ণবের দ্বারে।
ঠাকুর মহাশয়ে ডাকি বৈসে কুঞ্জান্তরে॥
শুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা।
এই শ্যামানন্দ ছিলা মোর স্থানে এথা॥

*   *   *   *

নিজ দেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে॥
খরচ সহিত দিবে দুঃখ নাহি পায়॥"

প্রেমবিলাস, দ্বাদশ।

তদনন্তর ঠাকুর মহাশয়, আচার্য্য প্রভু এবং শ্যামানন্দ শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দির হইতে রোদন করিতে করিতে যাত্রা করিলেন এবং মথুরায় আসিয়া রাত্রিবাস করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী মথুরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।

" * * মথুরা নগরে।
সেই স্থানে মিলি সভে রাত্রে বাস করে ॥"

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি ক্রমে আগরা হইয়া ক্রিটা আগমন করিলেন। কৃষ্ণ নাম লইয়া তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন এবং রাত্রে বসিয়া কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণনাম লয়ে পথে চলে শুদ্ধমতি ॥
রাত্রে বসি রহে কৃষ্ণকথা আলাপনে।
* * * *
ক্রিটা নগর পর্য্যন্ত করিলা গমনে ॥"

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

ক্রমে চলিতে চলিতে তাঁহারা পঞ্চকোট আসিলেন। পরে পঞ্চকোট বামে রাখিয়া চলিতে লাগিলেন এবং গোপালপুরের নিকটবর্ত্তী মালিয়াড়া গ্রামে একজন ভৌমিকের গৃহে তাঁহারা রাত্রি বাস করিলেন। কেহ নিদ্রিত আছেন কেহ জাগিয়া আছেন এমন সময় বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের কালসদৃশ দস্যু সকল উপস্থিত হইল এবং কাহাকেও আক্রমণ না করিয়া সিন্দুকসহ গাড়ী টানিয়া লইয়া গেল।

"পঞ্চকোট বামে রাখি রঘুনাথপুর।
নিজ দেশ বলি বাঢ়ে আনন্দ প্রচুর ॥
মালিয়াড়া গ্রামেতে ভৌমিক একজন।
স্বচ্ছন্দে রহিল তথা আনন্দিত মন ॥
* * * *
শয়ন করিল কেহ, কেহ বসি আছে ॥
কালস্বরূপ সবগুলা উত্তরিলাসিয়া।
* * * *
গাড়ীর দ্রব্য লুটি লইল অস্ত্র নাহি ধরে।"

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় এবং শ্যামানন্দ ভূমিতলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং পরে গাড়ীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন। যখন কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আচার্য্য প্রভু এই দুর্ঘটনার বিষয় শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী-দিগকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারেই যে এরূপ ঘটনা সমুপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

"লিখিলেন যে হইল তাঁ সভার ঠাঁই।
* * * *
চৈতন্যের ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥"

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্য প্রভুর পত্রে গ্রন্থ অপহরণের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

"শ্রীজীব পড়িল পত্রের কারণ বুঝিল।
লোকনাথ গোসাঞি স্থানে সকল কহিল॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি শুনিলেন সব কথা।
কান্দিয়া কহয়ে বড় পাইলাম ব্যথা॥"

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

রঘুনাথ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ সংবাদ শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থের শোকে রাধা-কুণ্ডতীরে দেহত্যাগ করিলেন।

"রঘুনাথ, কবিরাজ শুনি দুই জনে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥
কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ।
* * * *
অন্তর্দ্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে।

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

পরে আচার্য্য প্রভু এবং ঠাকুর মহাশয় রাত্রে পরামর্শ করিলেন। আচার্য্য প্রভু বলিলেন "তোমরা দেশে যাও, আমি গ্রন্থের অনুসন্ধান করি। যদি

গ্রন্থ না পাই তবে এ জীবন ত্যাগ করিব।" পরিশেষে ঠাকুর মহাশয়ের এবং শ্যামানন্দের দেশে যাওয়াই স্থির হইল এবং পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা উভয়ে বিদায় হইলেন। বিদায়ের সময় ঠাকুর মহাশয়ের এবং আচার্য্য প্রভুর হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের বিদায় করিয়া আচার্য্য প্রভু গ্রন্থের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

"একদিন রাত্রে দুঁহে বিচার করয়।
আচার্য্য ঠাকুর কহে মোর মনে লয়॥
নিজ দেশে যাও তুমি আপনার ঘর।
* * * *
প্রাতঃকালে দুই জনে হইলা বিদায়।
সেই কালে যত দুঃখ উঠিল হিয়ায়॥
করে ধরি কহে শুন অহে নরোত্তম।
না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন॥
কান্দিয়া কান্দিয়া দোঁহে হইল বিদায়।
ইহোঁ দেশে যান তিহোঁ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥"

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

কয়েক দিবস পরে ঠাকুর মহাশয় অকিঞ্চন বেশে নিজ গ্রাম খেতরিতে আগমন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার মাতা, পিতা ধাইয়া আসিলেন এবং পুনরায় পুত্রের প্রেমমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিলেন।

"কথোদিনে চলি আইলেন নিজ দেশে।
বস্ত্রহীন ঘরে যান অকিঞ্চন বেশে॥
শুনি তাঁর মাতা পিতা আইল ধাইয়ে।
* * * *
মাতা পিতা পরিজন ভাগ্য করি মানে।
পুনর্ব্বার প্রেম মূর্ত্তি দেখিল নয়নে॥

প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ।

পিতা মাতা পুত্রকে লইয়া আবার সংসার করিবেন ভাবিলেন কিন্তু পুত্রের বেশ ভূষা ও মানসিক ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে সে সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে আর ঘটিবে না। ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহাদের নিকট আত্ম বিবরণ এবং স্বীয় গুরুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম এবং ব্রত ভঙ্গ না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর মহাশয় প্রত্যহ তিনবার স্নান করিয়া স্মরণ, কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে হরিনাম করিতেন। কত লোক আসিয়া আত্ম বাসনা জানাইয়া ঠাকুর মহাশয়ের আজ্ঞা শুনিবার উৎসুক হইতেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় নীরবে থাকিয়া প্রভু লোকনাথ সনাতন এবং রূপকে স্মরণ করিতেন। একাকী কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার তিনি মন্দ মন্দ স্বরে হরিনাম করিতেন। ঠাকুর মহাশয় কত প্রকারে সাধন করেন তাহা লোকে জানিতে পারিত না।

"তিনবার স্নান করে স্মরণ কীর্ত্তন।

* * * *

হরি নাম লয় দিন হৈলে অবশেষে॥

* * * *

কেহ কহে আমা প্রতি কিছু আজ্ঞা হয়॥
কারে কিছু নাহি কহে রহে স্তব্ধ হৈয়া।
সনাতন রূপ ক্ষণে স্মরণ করিয়া॥
প্রভু লোকনাথ কোথা মোর প্রাণনাথ।

* * * *

নিভৃতে কানন মধ্যে একা বসি রহে।
মন্দ মন্দ স্বরে মুখে হরিনাম কহে॥
এতেক সাধন করে নাহি জানে লোক।"

প্রেম বিলাস. ত্রয়োদশ।

দশ দিন পরে ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীজীব গোস্বামীর আজ্ঞা স্মরণ হইল এবং পিতাকে বলিয়া দুই জন লোক এবং পাথেয় দিয়া শ্যামানন্দকে নিজদেশে বিদায় করিলেন। ঠাকুর মহাশয় পদ্মাবতীর তীরে উপস্থিত হইয়া কত রোদন করিয়া শ্যামানন্দকে নৌকায় উঠাইয়া দিলেন।

"দশদিন তাঁরে রাখি করিল বিদায়।
খরচ দুই মনুষ্য দিল পথের সহায়॥

* * * *

শ্যামানন্দ নিজ দেশে করিলা গমন।

* * * *

বিদায় করেন তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥"

প্রেম বিলাস, ত্রয়োদশ।

এদিকে আচার্য্য প্রভু বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিলেন এবং দশ দিন কাল নগর মধ্যে বাউলের মত পরিভ্রমণ করিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি কৃষ্ণবল্লভ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত পরিচিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ কুমারকে তিনি বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং তাঁহার সহিত বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের সভায় গমন করেন। রাজসভায় জনৈক পণ্ডিতের মুখে শ্রীভাগবতের কু অর্থ শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন এবং রাজার অনুমতি অনুসারে সদ্ব্যাখ্যা করেন। রাজা আচার্য্য প্রভুর নানা প্রকার ব্যাখ্যা ও পাঠ শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। রাজা আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া গোপালপুর হইতে কিরূপে শ্রীরূপ গোস্বামীর লক্ষ গ্রন্থ অপহৃত হইয়াছে তাহা জানাইলেন। রাজা বলিলেন ভাগ্যে গ্রন্থ চুরি হইয়াছে নতুবা আপনার দর্শন কি প্রকারে মিলিত? রাজা তখন আচার্য্য প্রভুকে গ্রন্থ সকল দেখাইলেন এবং আচার্য্য প্রভু গ্রন্থ পাইয়া মহানন্দে চন্দন তুলসী মালা দিয়া গ্রন্থের পূজা করিলেন। রাজা তদনন্তর আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হরিচরণ দাস নামে অভিহিত হইলেন। রাজার সভাপণ্ডিত শ্রীব্যাস আচার্য্য ও কৃষ্ণ বল্লভ আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

এথাত আচার্য্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া।
একদিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিঞা॥

* * * *

দশদিন নগর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া।
এক দিন বৃক্ষতলে আছেন বসিয়া॥

হেন কালে আইল এক ব্রাহ্মণ কুমার।

*   *   *   *

তিহোঁ কহে কৃষ্ণ বল্লভ মোর নাম হয়।

*   *   *   *

তাহা উত্তরিলা যাঁহা রাজা বিদ্যমানে।

*   *   *   *

এক শ্লোক বাখানয়ে কতেক প্রকার॥
শুনিয়া রাজার চিত্তে পরম উল্লাস।

*   *   *   *

নমস্কার করি রাজা জিজ্ঞাসা করয়।
কোথা হইতে আগমন হৈল মহাশয়॥

*   *   *   *

শ্রীনিবাস নাম আইল বৃন্দাবন হইতে।
লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥

*   *   *   *

চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার।
তাহার লাগিয়া ফিরি কত দেশে বনে।

*   *   *   *

রাজা কহে বহু ভাগ্য বংশের আমার।
আমার উদ্ধার লাগি তোমার আগমন।

*   *   *   *

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা যায় সঙ্গে চলি।
ঠাকুর দেখিল যাঞা আছয়ে সকলি॥

*   *   *   *

নবীন আসনে বসি করয়ে পূজন।

নিকটে বসাঞা রাজায় কহে হরিনাম।
মহামন্ত্র হরিনাম করিল প্রদান॥

*　　*　　*　　*

রাজারে দিলেন নাম হরিচরণ দাস।"

প্রেম বিলাস, ত্রয়োদশ।

এই সময় হইতে বিষ্ণুপুরে প্রথম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সঙ্গীত বিষয়ে বিষ্ণুপুর অদ্যাবধি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। রাজার গৃহ হইতে আদি গ্রন্থ কুত্রাপি প্রেরিত হয় নাই, উহার অনুলিপি সমগ্র গৌড় দেশে প্রচারিত হইল। অদ্যাবধি রাজ বাড়ীতে আদি গ্রন্থ বোধ হয় পাওয়া যায়।

আচার্য্য প্রভু তদনন্তর গ্রন্থ প্রাপ্তী সংবাদ ঠাকুর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইলেন এবং যাজিগ্রামে আগমন করিয়া মাতাকে দর্শন করিয়া শ্রীখণ্ডে গমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর পত্রে গ্রন্থ প্রাপ্তী সংবাদ পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। তাঁহার পিতা পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যে এজন্য নানাবিধ উৎসব করিলেন।

কিছু দিন পরে ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত খেতরি ত্যাগ করিলেন। প্রথমে নবদ্বীপ আসিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা স্থান দর্শন করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইলেন। এখানে তিনি শুক্লাম্বর, দামোদর, ঈশান, শ্রীপতি ও শ্রীনিধির সহিত পরিচিত হন। নবদ্বীপ হইতে তিনি শান্তিপুরে গমন করিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতের স্থান দর্শন করিয়া অম্বিকায় গেলেন। অম্বিকায় শ্যামানন্দের গুরু হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের স্থানে গৌর নিতাই বিগ্রহ দর্শন করিলেন। অম্বিকা হইতে ত্রিবেনী আগমন করিয়া তিনি উদ্ধারণ দত্তের স্থান দর্শন করিলেন এবং খড়দহে আগমন করিয়া বীরভদ্র ও জাহ্নবী ঠাকুরাণীর স্থানে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিলেন। খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামীর স্থান দর্শন করিয়া তিনি নীলাচল গমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে নীলাচলও ঠাকুর মহাশয়ের পক্ষে অতিশয় ভীষণ দৃশ্য হইল। নীলাচলে প্রভুর লীলাস্থান সকল দর্শন করিলেন এবং গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত তিনি পরিচিত হইলেন। নীলাচল হইতে বিদায় হইয়া ঠাকুর মহাশয় শ্যামা-

নন্দের স্থানে আগমন করেন এবং পরে শ্রীখণ্ডে আসেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তখন অপ্রকট হইয়াছেন। এখানে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ঐরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। শ্রীখণ্ড হইতে ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জন্মস্থান যাজিগ্রাম গমন করিলেন এবং তথা হইতে কাটোয়া গমন করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কেশ মুণ্ডনের স্থান দর্শন করিলেন এবং তথায় যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর সহিত পরিচিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান একচক্রা গ্রামে উপনীত হইলেন। একচক্রা এক চাকা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এখান হইতে তিনি খেতরি প্রত্যাগমন করেন।

"জগন্নাথ দেখিলা মহাপ্রভুর লীলাস্থান।
দেখি শ্যামানন্দ স্থান করিলা পয়ান॥
কিছু দিন থাকি কৈল গৌড়েতে গমন।
খড়দহ শান্তিপুর অম্বিকা ভ্রমণ॥
নবদ্বীপ এক চাকা হৈয়া কাটোয়া নগর।
শ্রীখণ্ড যাজিগ্রাম হৈয়া আইলেন ঘর॥"

প্রেম বিলাস, উনবিংশ।

খেতরি আসিয়া ঠাকুর মহাশয় শুনিলেন যে আচার্য্য প্রভু চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে তেলিয়া বুধরি গ্রামে আসিয়াছেন এবং কয়েকজন শিষ্য সহ তিনি বুধরি চলিলেন। একজন শিষ্য অগ্রে গমন করিয়া আচার্য্য প্রভুকে জানাইলেন যে ঠাকুর মহাশয় আসিতেছেন। আচার্য্য প্রভু আনন্দিত হইয়া ঠাকুর মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার দুইজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। শিষ্য ব্যাসাচার্য্য ও রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়ের হাত ধরিয়া আসিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়কে পাইয়া এবং তাঁহার বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার সংকল্প শুনিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। পাঁচদিন মধ্যে তিনি খেতরি যাইবেন অঙ্গীকার করিলেন। এই যাত্রায় আচার্য্য প্রভু রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাঁহাকে গ্রহণী রোগ হইতে মুক্ত করেন। এই গোবিন্দই "ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে" পদের রচয়িতা।

"লোক দুই চারি সঙ্গে বুধরি আইলা।

*   *   *   *

দূরে দেখি ঠাকুর তাঁরে অভ্যর্থনা করে ।

*   *   *   *

খেতরি গমন কর করিল প্রসঙ্গ।
আপনে না গেলে সব সুখ হবে ভঙ্গ॥

*   *   *   *

পাঁচ দিন মধ্যে আমি যাইব সর্ব্বথা।"

প্রেমবিলাস, চতুর্দ্দশ।

শ্রীখণ্ডে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তি দেখিয়া এই যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা ঠাকুর মহাশয়ের প্রবল হইয়া ছিল। তদপরে এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে প্রিয়া সহ গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত এবং রাধারমণ এই ছয় বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উহা নিজ গৃহে স্থাপন করিবার মনস্থ করিলেন এবং শিলা আনয়ন করিয়া কারিকরের দ্বারা প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চ কৃষ্ণ মূর্ত্তি সুন্দর রূপে গঠিত হইল কিন্তু গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি কিছুতেই ভাল হইল না। ইহাতে ঠাকুর মহাশয় মনে মনে চিন্তিত হইয়া গৌরাঙ্গ বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাত্রিযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নে ঠাকুর মহাশয়কে বলিলেন "সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিলাম তাহা বিপ্রদাসের ধান্যগোলায় আছে, তুমি উহা আনয়ন কর"।

"নিশাযোগে নরোত্তম স্বপনে দেখিলা॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়।
ব্রজ মোহন রাধাকান্ত রাধারমণ এই ছয়॥
প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করিয়া দর্শন।

শিলা আনি কারিকর করি আনয়ন।
প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করাইলা গঠন॥

পঞ্চ কৃষ্ণ মূর্ত্তি হৈল অতীব উত্তম।
ভালরূপে গৌর মূর্ত্তির নহিল গঠন॥

*   *   *   *

দেখি ঠাকুর মহাশয় চিন্তে অতিশয়॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কান্দে উচ্চৈস্বরে
স্বপনেতে শ্রীচৈতন্য দেখা দিলা তারে॥

*   *   *   *

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে আমি নিজ মূর্ত্তি নিরমিয়া

*   *   *   *

বিপ্রদাসের-ধান্য গোলায় রেখেছি বিগ্রহ।"

প্রেম বিলাস, উনবিংশ।

তদনন্তর ঠাকুর মহাশয় বিপ্রদাসের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ধান্য গোলায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিপ্রদাস নানা প্রকার শস্যের ব্যবসায়ী। তিনি বলিলেন "ঠাকুর! আমার ধান্য গোলা বহু সর্পের বাসস্থান এজন্য আমি ঐ গোলা হইতে ধান্য বাহির করিতে পারি না; ঐ গোলায় আমার অনেক ধান্য আছে। আপনি কদাচ ঐ গোলায় যাইবেন না।" ঠাকুর মহাশয় বলিলেন "তুমি ভাবিও না, আমি গেলে সাপ পলাইয়া যাইবে।" যথার্থই ঠাকুর মহাশয় গোলায় প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি পাইয়া তাহা বাহিরে আনয়ন করিলেন এবং সাপ কোথায় পলায়ন করিল। বিপ্রদাস আনন্দিত হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিলেন।

"ধান্য সর্ষপাদি বহু শস্য আছে তার।
সদাই করয়ে তিঁহো শস্যের ব্যাপার॥
শুনি নরোত্তম গেলা তাহার আলয়।
মহাশয়ে দেখি বিপ্রদাস প্রণাম করয়॥

নরোত্তম কহে তোমার ধান্য গোলায় যাব।
বিপ্রদাস কহে হেন কার্য্য না হইব॥

তথায় আছয়ে বহু জাতি সাপের ভয়।

* * * *

সর্প ভয়ে কেহ তথি না পারে যাইতে।
অনেক আছয়ে ধান্য অনেক দিন হৈতে॥
নরোত্তম কহে তুমি কিছু না ভাবিবে।
আমি গেলে সর্প সব পলাইয়া যাবে॥
এত কহি কৈল ধান্য গোলাতে গমন।
সর্পগণ অন্তর্দ্ধান হইলা তখন॥
গোলা হইতে তুলিলেন চৈতন্যের মূর্ত্তি।
বিপ্রদাসের মনে হইল আনন্দের স্ফূর্ত্তি॥
সবংশেতে বিপ্রদাস আসিয়া তখন।
ঠাকুর মহাশয়ের কৈলা চরণ শরণ॥

প্রেম বিলাস, উনবিংশ।

এদিকে ঠাকুর মহাশয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং মহান্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। নূতন মন্দির এবং অনেক ঘর নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন এবং নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি তিনি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

"নবীন মন্দির কৈল সামগ্রী সকল।
লোক পাঠাইঞা দ্রব্য আনে দূরন্তর॥

* * * *

নবীন আবাস ঘর অনেক হইল।

* * * *

যেই যেই গ্রামে মহান্ত আছে অধিকারী।
সর্ব্বত্র বৈষ্ণব স্থানে দিল আমন্ত্রণ।"

প্রেমবিলাস, চতুর্দ্দশ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হইল। এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোক খেতরীতে সমবেত হইল। কেহ গ্রামের ভিতর, কেহ গ্রামান্তরে, কেহ নূতন ঘরে, কেহ অসম্পূর্ণ ঘরে আসিয়া বাসা লইলেন।

কত দধি, চিড়া, কদলী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত হইল তাহার নির্ণয় নাই। হরিনাম কীর্ত্তন স্থানে স্থানে আরম্ভ হইল, কেহ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ গান গাহিতে লাগিলেন কেহ ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

"ফাল্গুন পূর্ণিমা দিনে সভায় গমন ॥
সহস্র সহস্র লোক সমাধান করে।

*   *   *   *

কতেক হইল বাসা গ্রামের ভিতরে।
বাড়ীর সমীপে কত কত গ্রামান্তরে ॥
কতেক নবীন ঘর কতেক অসারা।

*   *   *   *

কতেক সামগ্রী দধি চিড়া কদলক।
মিষ্টান্ন উথড়া আর শর্করা কতেক।
যে যে দ্রব্য লাগে সব হইল উপনীত।

*   *   *   *

কীর্ত্তন আরম্ভ যত কৈল স্থানে স্থানে।
কেবা কোথা নাচে গায় গড়ি যায় ভূমে ॥"

প্রেম বিলাস, চতুর্দ্দশ।

এতদুপলক্ষে খেতরিতে বহু ভক্ত মহান্তের সমাগম হইল। ঠাকুর মহাশয় সকলকে বহু সম্মান করিয়া যথা স্থানে বাসা দিলেন এবং গোবিন্দ, সন্তোষ ইত্যাদি কয়েক জন তাঁহাদের সকলের সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভক্ত যে যে স্থানে ছিলা।
ক্রমে ক্রমে আসি সবে খেতরী মিলিলা ॥
নরোত্তম সবে বহু করিলা সম্মান।
যথা স্থানে সকলকে বাসা কৈলা দান ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীসন্তোষ আদি কথো জন।
সবার সেবার কার্য্যে হৈলা নিয়োজন ॥"

প্রেম বিলাস, উনবিংশ।

শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, গোবিন্দ, ব্যাসাচার্য্য, কৃষ্ণবল্লভ, দিব্যসিংহ, প্রেমানন্দ, কর্ণপুর, বংশীদাস, শ্যামদাস, বুঁধুই পাড়ার গোপাল দাস, কাঞ্চন গড়িয়ার গোকুল বিগ্যাবন্ত, রসিক মুরারী, উৎকলের শ্যামানন্দ, খড়দহের জাহ্নবা ঠাকুরাণী, বীরচন্দ্র প্রভুর পুত্র জগদ্দুর্লভ, মাধব আচার্য্য, গঙ্গাবল্লভ, কৃষ্ণদাস, সুধাদাস, রঘুপতি, মুরারি চৈতন্যদাস, শ্রীজীব পণ্ডিত, নৃসিংহ, গৌরাঙ্গদাস, কমলাকর পিপুলাই, মীনকেতন, রামদাস, শঙ্কর, কানাই, হালিসহরের নয়ন ভাস্কর, রঘুনাথ আচার্য্য, হৃদয় চৈতন্য, শান্তিপুরের অদ্বৈত পুত্র গোপাল ও অচ্যুতানন্দ, কানু পণ্ডিত, বিষ্ণুদাস, জনার্দ্দন আচার্য্য, কামদেব, বনমালী, দাসনারায়ণ, পুরুষোত্তম, শ্যামদাস, মাধব আচার্য্য, নবদ্বীপের শ্রীপতি, শ্রীনিধি, কাটোয়ার রঘুনন্দন, আকাইহাটের কৃষ্ণদাস, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন, লোচনদাস, শিবানন্দ, বাণীনাথ, শ্রীহরি আচার্য্য, জিত মিশ্র, কাশীনাথ ভাগবতাচার্য্য, রঘুমিশ্র, শ্রীউদ্ধব, জগন্নাথ প্রভৃতি ভক্ত ও মহান্তগণ উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"এবে কহি মহান্তগণের আগমন।

*   *   *   *

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র আর শ্রীগোবিন্দ।
ব্যাসাচার্য্য কৃষ্ণবল্লভ দিব্যসিংহ প্রেমানন্দ॥
কর্ণপূর বংশীদাস আর শ্যামদাস।
বুঁধুই পাড়া হৈতে আইলা শ্রীগোপাল দাস॥
কাঞ্চন গড়িয়ার শ্রীগোকুল বিদ্যাবন্ত।

*   *   *   *

রসিক মুরারি আদি ভক্ত সঙ্গে করি।
উৎকল হইতে শ্যামানন্দ আইলা খেতরী॥
খড়দহ হইতে আইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী।

*   *   *   *

বীরচন্দ্র প্রভুর পুত্র জগদ্দুর্লভ।
মাধব আচার্য্য জামাই গঙ্গাবল্লভ॥

কৃষ্ণদাস স্থর্য্যদাস আর রঘুপতি।
মুরারি চৈতন্যদাস শ্রীজীব পণ্ডিতি॥
নৃসিংহ গৌরাঙ্গদাস কমলাকর পিপ্‌লাই।
মীনকেতন রামদাস শঙ্কর কানাই॥

*　　*　　*　　*

হালিসহর গ্রামে নয়ন ভাস্কর আছিলা।
রঘুনাথ আচার্য্য সহ খেতরী আইলা॥
হৃদয় চৈতন্য নিজ ভক্তগণ সঙ্গে।

*　　*　　*　　*

শান্তিপুর হইতে আইলা দুই মহাশয়।
গোপাল অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয়॥

*　　*　　*　　*

কানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস আচার্য্য জনার্দ্দন।
কামদেব বনমালী দাস নারায়ণ॥
পুরুষোত্তম শ্যামদাস মাধব আচার্য্য।
যার কৃষ্ণমঙ্গল গানে সবার হরে ধৈর্য্য॥

*　　*　　*　　*

নবদ্বীপ হৈতে শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি করি।
উল্লাসিত হৈয়া সবে আসিলা খেতরী॥
কাটোয়ার যদুনন্দন ভক্ত সঙ্গে করি।
আকাই হাটের কৃষ্ণদাস সহ আইলা খেতরী॥
খণ্ড হৈতে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন।
সঙ্গে করি লোচন দাস আদি ভক্তগণ॥
শিবানন্দ বাণীনাথ শ্রীহরি আচার্য্য।
জিত মিশ্র কাশীনাথ ভাগবতাচার্য্য॥
রঘু মিশ্র শ্রীউদ্ধব আর জগন্নাথ।"

প্রেমবিলাস, উনবিংশ

জাহ্নবা ঠাকুরাণীর সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন।

রাত্রিযোগে ঠাকুর মহাশয় স্বপ্নে দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "কল্য সঙ্কীর্ত্তণে ভক্তগণসহ আমি নর্ত্তন করিব এবং তাহা সকলে দর্শন করিবে।" ঠাকুর মহাশয় মহানন্দে জাগিয়া উঠিলেন এবং রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য জাহ্নবা ঠাকুরাণীর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুর মহাশয় বহু প্রণাম করিয়া সমুদায় মহান্তগণের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হইল। স্বপ্নে বিগ্রহগণের যে নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সব নাম ঠাকুর মহাশয় বলিতে লাগিলেন।

"রাত্রিযোগে নরোত্তম দেখিছে স্বপন।
শ্রীচৈতন্য আসি তারে কহিছে বচন॥
কালি মহাসঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণ সনে।
করিব নর্ত্তন সবে দেখিব নয়নে॥

*　　*　　*　　*

মহানন্দে নরোত্তম জাগিলা ত্বরিতে।
দেখিলা রজনী প্রায় হৈয়াছে প্রভাতে॥

*　　*　　*　　*

শ্রীনিবাস আচার্য্য গিয়া জাহ্নবার স্থানে।
অনুমতি লইলেন করিয়া প্রণামে॥
নরোত্তম করিলেক বহুত প্রণতি।
সর্ব্ব মহান্তের ক্রমে লৈলা অনুমতি॥

*　　*　　*　　*

আরম্ভ করিলা কার্য্য আনন্দিত হৈয়া॥
স্বপনে বিগ্রহের নাম যাহা পাইয়া ছিলা।
সেই সব নাম তবে কহিতে লাগিলা॥"

প্রেমবিলাস, উনবিংশ।

অভিষেক সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবিগ্রহগণকে নানাবস্ত্রা-লঙ্কারে ভূষিত করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। মহান্তগণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নানাপ্রকার বাদ্য ধ্বনিত হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। পূজা সমাধা করিয়া আরতি আরম্ভ হইল। আরতি দর্শন করিয়া সকল মহান্তগণ পরমানন্দে শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুর মহাশয় তাঁহার রচিত

"গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥"

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাসুখে প্রণাম করিলেন।

"ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি শ্রীবিগ্রহগণে।
অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে ॥
নানাবস্ত্রালঙ্কার লইয়া শ্রীনিবাসে;
পরায় বিগ্রহগণে মনের হরিষে ॥
শ্রীবিগ্রহ দেখি তবে সকল মহান্ত।
নেত্রে ধারা বহে আনন্দের নাহি অন্ত ॥
* * * *
নানা বাদ্য ধ্বনিতে সবার মন হরে।
বেদ পাঠ করে বিপ্র সুমধুর স্বরে ॥
* * * *
পূজা সমাধিয়া তবে আরতি করিলা।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হৈলা ॥
আরতি হইলে শেষ মহান্ত সকলে।
পরম আনন্দে প্রণময়ে ভূমিতলে ॥
নরোত্তম সুখের সাগরে সাঁতারিয়া।
এই মন্ত্রে প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥"

প্রেমবিলাস, ঊনবিংশ।

তদনন্তর বিবিধ প্রকার ভোজন সামগ্রী ভোগ দিয়া শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীবিগ্রহগণকে তাম্বূল অর্পণ করিলেন এবং আঙ্গিনায় আসিয়া পুনঃ পুনঃ

প্রণাম করিলেন। শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী ভক্তগণকে প্রসাদি মালা বিতরণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলে শ্রীআচার্য্য প্রভু সকল ভক্তগণকে মালা ও চন্দন অর্পণ করিলেন। তখন মহান্তগণ ঠাকুর মহাশয়কে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে অনুমতি দিলেন এবং তিনি সকলকে প্রণাম করিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দেবিদাস খোল, গৌরাঙ্গ দাস করতাল বাদ্য করিতে লাগিলেন এবং বল্লভ, গোকুল ইত্যাদি ভক্তগণ মধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং আর আর ভক্তগণ উর্দ্ধবাহু হইয়া জয় গৌরাঙ্গ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"মহানন্দে শ্রীনিবাস করি নমস্কার।
ভোজন সামগ্রী আনায় বিবিধ প্রকার॥
পৃথক পৃথক ভোগ করিয়া সাজন।
ভোগ লাগায় শ্রীনিবাস আনন্দিত মন॥
কিছু কাল গেলে তবে আচমন দিলা॥
তাম্বূল অর্পণ করি দ্বার উদ্‌ঘাটিলা॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য তবে আসিয়া অঙ্গনে।
ভূমে পড়ি পুনঃ পুন করয়ে প্রণামে॥

*　　*　　*　　*

ঈশ্বরী করিলা আজ্ঞা শ্রীনিবাস প্রতি।
শ্রীমালা চন্দন দেহ ভক্ত আছে কতি॥

*　　*　　*　　*

শ্রীনিবাস প্রসাদি মালা চন্দন আনিয়া।

*　　*　　*　　*

সব ভক্তগণে তবে করিলা অর্পণে।

*　　*　　*　　*

সকল মহান্ত শ্রীল নরোত্তম প্রতি।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিতে কৈল অনুমতি॥

তবে নরোত্তম সবে করি প্রণিপাত।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল হৈয়া উল্লাসিত ॥
প্রথমেই খোল বাদ্য করে দেবিদাস।
তালে করতাল বাদ্য করে গৌরাঙ্গ দাস ॥
বল্লভ গোকুল আদি যত ভক্তগণ।
করিতে লাগিলা মধুস্বরে সঙ্কীর্ত্তন ॥
যত চৈতন্যের ভক্ত কীর্ত্তনে আসিয়া।
ঊর্দ্ধ বাহু করি নাচে গৌরাঙ্গ বলিয়া ॥"

প্রেমবিলাস, ঊনবিংশ।

ঠাকুর মহাশয় অতি মধুরস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ক্রমে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, সকলে আত্মহারা হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তনানন্দ দেখিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস' গদাধর, শ্রীমুরারী, হরিদাস, স্বরূপ, দামোদর, রূপ, সনাতন, গৌরীদাস ইত্যাদি পারিষদগণ সহ আবির্ভূত হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"নরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি অতি সুমধুরে।
আকর্ষিলা গোরাচান্দে কহিতে না পারে ॥
মহাভক্ত নরোত্তমের ভক্তির প্রভাবে।
গণ সহ গৌর রায় হৈলা আবির্ভাবে ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
শ্রীমুরারী, হরিদাস স্বরূপ দামোদর ॥
রূপ সনাতন গৌরীদাসাদি লইয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে করে নৃত্য আনন্দিত হৈয়া ॥
সেই কারণ সবে হৈলা আত্ম বিস্মরিত।
নেত্রে ধারা বহে নাচে হৈয়া আনন্দিত ॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি যত ভক্তগণ।
সবারে লইয়া নাচে শচীর নন্দন॥
যত যত ভক্ত ছিল কারো বাহ্য নাই।"

প্রেম বিলাস, ১৯শ।

শ্রীগৌর চন্দ্রের নিজগণ সহ আবির্ভাবের বিষয় নরোত্তম বিলাসে এই প্রকার বর্ণিত আছে।

"নরোত্তম মত্ত হয়ে গৌর গুণ গায়।
গণ সহ অধৈর্য্য হইল গৌর রায়॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
মুরারী স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর।
জগদীশ গৌরদাস আদি সব লয়ে॥
হইল সর্ব্ব নয়ন গোচর হর্ষ হয়ে॥
সবে আত্ম বিস্মৃত হইল সেই কালে।
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতূহলে॥"

শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক লীলা কে বুঝিতে পারে। তিনি যেমন অলক্ষিত ভাবে নিজগণ সহ সঙ্কীর্ত্তনে আবির্ভূত হইলেন সেইরূপ অলক্ষিতভাবে আবার অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে প্রভু এবং তাঁহার পরিষদগণকে দেখিতে না পাইয়া এবং বাহ্য পাইয়া ঠাকুর মহাশয়, শ্যামানন্দ, আচার্য্য প্রভু এবং আর আর ভক্তগণ ভূমিতে লোটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু ইত্যাদি স্থির হইলেন এবং নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া ঠাকুর মহাশয়কে স্থির করিলেন। "তোমার প্রেমের প্রভাবে আজ আমরা শ্রীচৈতন্যপ্রভু এবং তাঁহার নিজগণকে সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম" বলিয়া ভক্তগণ প্রেমালিঙ্গন করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিলেন।

"কে বুঝিতে পারে প্রভুর অলৌকিক লীলা।
যৈছে প্রকটিলা তৈছে অদর্শন হৈলা॥
গণ সহ প্রভু না দেখিয়া সঙ্কীর্ত্তনে।
বাহ্য পাইয়া সবে মহা করিছে ক্রন্দনে॥

নরোত্তম শ্যামানন্দ আর শ্রীনিবাস।
ভূমি লোটাইয়া কান্দে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥

* * * *

শ্রীনিবাস আচার্য্য আদি সবে হৈলা স্থির।
গোরা বলি মহাশয় কান্দিয়া অস্থির॥

* * * *

প্রবোধিয়া নরোত্তমের স্থির কৈলা চিত্ত।
নিত্যানন্দাদ্বৈত সহ গৌর রায়।
তোমার প্রেমাব্ধি দর্শন দিলা মো সবায়॥
সবে কোলাকুলি করি বন্দয়ে চরণ।"

প্রেমবিলাস, ১৯শ।

আর এক দিন দেবিদাস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ঠাকুর মহাশয় এবং অন্যান্য মহান্ত আধিকারী এবং ঠাকুর মহাশয়ের পিতা এবং স্বগণের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা প্রেম বিলাসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"দেবীদাস মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভিল।

* * * *

গৌরাঙ্গ বল্লভ রায় মৃদঙ্গ বাজায়।
ধৈর্য্য নাহি রহে প্রাণে শুনি বাহিরায়॥
যতেক মহান্ত অধিকারী কত শত।
বৈষ্ণব শুনয়ে গান হইয়া উন্মত্ত॥

* * * *

ঠাকুর নাচয়ে গান করে তেন মতে।
ধৈর্য্য নহে ভূমে পড়ি কান্দিতে কান্দিতে॥
ঠাকুর মহাশয় দেখি শুনি স্তব্ধপ্রায়।
শুনিতে শুনিতে মুখে হাসে খলখল।

* * * *

ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ক্ষণে তনু সূক্ষ্ম হয়।

* * * *

কৃষ্ণানন্দ মজুমদার স্বগণ সহিতে।
সকলে পড়য়ে ভূমে কান্দিতে কান্দিতে ॥

ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখ পানে।
পবিত্র করিলা বাপু স্বগণ সহিতে।

* * * *

বৃন্দাবন সম সুখ হৈল মোর ঘর।"

ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্কীর্ত্তন সময়ের রূপ বর্ণনা স্তবামৃত লহরীতে এইরূপ আছে। যথা :—

সংকীর্ত্তনানন্দজ মন্দহাস্যা দন্তদ্যুতিতাদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারা স্নাপিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥

আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়কে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার দুই হাত ধরিয়া মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন "প্রেমময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি জগতকে প্রেমময় করিলে, জগতের লোকও চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিল। এ প্রকার মহোৎসব করে এমন সাধ্য কাহার?"

"আচার্য্য ঠাকুর কান্দি করিলেন কোলে।
দুই ভুজ ধরি মন্দ মন্দ করি বোলে॥
প্রেম মূর্ত্তি প্রেমময় করিলে ভুবন।
দেখিয়া আনন্দ চিত্ত সফল নয়ন॥
হেন মহোৎসব করে হেন কার বল॥"

প্রেমবিলাস, চতুর্দ্দশ।

তদনন্তর আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয় বিগ্রহের গাত্রে ফাগু দিবার জন্য ফাগু আনাইলেন এবং শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, অচ্যুত, বীরচন্দ্র, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, হৃদয় চৈতন্য, শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি বহুতর ভক্তগণ সহ শ্রীবিগ্রহের গাত্রে ফাগু অর্পণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ফাগু দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে কৃষ্ণলীলা গান করিতে লাগিলেন। ফাগুতে দশদিক জল স্থল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল।

"এত কহি হেথা বহু ফাগু আনাইলা।
শ্রীবিগ্রহের গায় ফাগু শ্রীজাহ্নবা দিলা॥
অচ্যুত গোপাল নরোত্তম শ্রীনিবাস।
বীরচন্দ্র শ্যামানন্দ রাম চন্দ্র দাস॥
হৃদয় চৈতন্য আর শ্রীরঘুনন্দন।
যত ভক্ত ছিল তার কে করে গণন।
সবে আসি ফাগু দেয় শ্রীবিগ্রহের গায়।

* * * *

বিগ্রহেরে ফাগু দিয়া সকল মহান্ত।
পরস্পর ফাগুদেয় সুখের নাহি অন্ত॥
কৃষ্ণ লীলা গায় ফাগু ফেলে অনুক্ষণ।
দশ দিক জল স্থল রক্তিম বরণ॥"

প্রেমবিলাস, ১৯শ।

মহোৎসব সম্পূর্ণ কালে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গোকুলদাস কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন। প্রথমে গৌরাঙ্গ গুণ গান করিলেন। এই গৌর চন্দ্রিকা গান সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তাহার পর—

"ও মুখ সম্মুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি,
পিবইতে জীউ করে সাধা।
নয়নে লাগিল যেই, পান করে সদা সেই,
ঘন ঘন সোঙরই রাধা॥"—

এই পদ গান করিতে আরম্ভ করিলে, ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তনীয়াকে আলিঙ্গন করিলেন এবং 'কি শুনাইলে' বলিয়া হায় হায় করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ইতঃস্তত বেড়াইতে লাগিলেন। এই ভাবে নৃত্য করিতে করিতে দ্বিতীয় প্রহর হইল এবং ভাবের প্রভাবে তাঁহার দেহ জরজর হইল। ভূমিতে কত শত আছাড় খাইলেন তাহার সংখ্যা নাই এবং কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইল না। তিনি "রাধা রাধা রাধা রাধা" বলিয়া এদিক ওদিক ধাবিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া পিতা, মাতা এবং

বন্ধুগণ সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু তখন চিন্তাযুক্ত হইয়া উজ্জ্বল নীলমণির শ্লোক পড়িয়া ঠাকুর মহাশয়কে শুনাইতে লাগিলেন কিন্তু তথাচ তাঁহার বাহ্য হইল না। প্রায় এক প্রহর পরে ঠাকুর মহাশয়ের বাহ্য হইল।

"ঠাকুর মহাশয় যেই কর্ণেতে শুনিল।
আলিঙ্গন করি তাঁরে ভূমিতে পড়িল॥

* * * *

কীর্ত্তনীয়ার হাতে ধরি ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কিবা শুনাইলে বলি করে হায় হায়॥

* * * *

এই ভাবে নৃত্য মধ্যে দ্বিতীয় প্রহর।
ভাবের প্রভাবে তনু হৈল জর জর॥
শত শত আছাড় খায় ধরণী উপরে।
কাহার শকতি তারে ধরি রাখি বারে।
কি বিকার হয় চিত্ত বুঝান না যায়।
সাধা সাধা রাধা রাধা বলি ক্ষণে ধায়॥

* * * *

মাতা পিতা বন্ধু জন কান্দয়ে সকল।

* * * *

দেখিয়া আচার্য্য ঠাকুর ভাবিত অন্তরে।

* * * *

উজ্জ্বলের শ্লোক পড়ে শ্রীরূপের বর্ণন।

* * * *

পুনঃ পুন শ্লোক পড়ে তবু বাহ্য নাই।"

প্রেমবিলাস, ১৪শ।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে সকল মহান্ত এবং ভক্তগণ প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। পর দিন ঠাকুর মহাশয় অতিশয় দুঃখান্তঃকরণে সকলকে বিদায় করিলেন।

"কীর্ত্তন সমাপ্ত করি মহান্ত সকলে।
প্রসাদ ভক্ষণ করে অতি কুতূহলে॥

*　　*　　*　　*

পর দিনে গেলা সবে বিদায় হইয়া॥
সে সময়ে নরোত্তমের যে দুঃখ হইল।"

প্রেমবিলাস, ১৯শ।

ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসব শেষ হইলে তিনি তাঁহার প্রতিষ্টিত বিগ্রহ-গণের সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। অতি উত্তম এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ছয় ঘরে ছয় বিগ্রহ স্থাপিত করিলেন এবং বিধিমত অষ্ট কালীন সেবার তিনি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন. শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্ত ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা করিতেও তিনিত্রুটি করেন নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির কৃষ্ণলীলা গানও হইত।

"অতি উত্তম এক প্রাসাদ নির্ম্মাইলা।
ছয় ঘরে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপন কৈলা॥

*　　*　　*　　*

অষ্ট কালীন শ্রীসেবার বিধি মতে।
নিত্য সেবা করে তিঁহো আনন্দিত চিতে॥
একস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থানে চৈতন্যভাগবত চৈতন্ত চরিতামৃত কয়॥

*　　*　　*　　*

শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের কথা কহিব বা কত।

*　　*　　*　　*

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে।

প্রেমবিলাস, ১৯শ।

অদ্যাপি খেতরিতে কোজাগর পূর্ণিমার পর দ্বিতীয়া হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত তিন চারি দিবস মহা সমারোহে বার্ষিক মহোৎসব হইয়া থাকে। এই সময় অনেক স্থান হইতে সাধু বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর মহাশয় প্রথমে

শ্রীগৌরাঙ্গ ও বল্লভী কান্ত স্থাপিত করেন পরে ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত ও রাধারমণ স্থাপিত করেন, ইহাও জানিতে পারা যায়।

মহোৎসবের পর আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন এবং ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র খেতরিতে রহিলেন। আচার্য্য প্রভুর প্রস্তাব অনুসারে কার্ত্তিক মাসের রাস পূর্ণিমায় রাজা হাম্বির এক মহোৎসব করিলেন। ঠাকুর মহাশয় এবং রামচন্দ্র কবিরাজ উক্ত মহোৎসবে আগমন করেন। ঠাকুর মহাশয় সেখানে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তথায় চারি মাস বাস করিয়া ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া খেতরি প্রত্যাগমন করেন। ফাল্গুন—উৎসব সমাপন করিয়া ঠাকুর মহাশয় পুনরায় রামচন্দ্র সহ যাজিগ্রামে আচার্য্য প্রভুর নিকট উপস্থিত হন এবং তিন জন একত্রিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। নবদ্বীপ হইতে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সহ খেতরি আগমন করেন।

রামচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের সহিত এক স্থানে শয়ন, স্নান, ভোজন এবং কৃষ্ণ আলাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় প্রণয় জন্মিল।

"রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়।
শয়ন ভক্ষণ স্নান এক স্থানে হয়॥
নিরবধি কৃষ্ণলীলা কথন বিচার।
দিন রাত্রি নাহি জানি হেন প্রীতি যার॥"

প্রেম বিলাস, ১৪শ।

গয়েসপুর নিবাসী শিবানন্দ আচার্য্য নামক জনৈক ধনবান এবং ভগবতী উপাসকের দুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও হরিরাম দুর্গোৎসব উপলক্ষে ছাগ ক্রয় করিবার নিমিত্ত পদ্মাপারে আগমন করেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র পদ্মাবতীতে স্নান করিতে গিয়া উক্ত দুই ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়া যত্ন সহকারে গৃহে আনয়ন করেন। পর দিন ঠাকুর মহাশয় রাম কৃষ্ণকে এবং রামচন্দ্র হরিরামকে দীক্ষা প্রদান করেন।

"এক দিন পদ্মাবতী স্নান করিবারে।

* * * *

সেই কালে আইলা দুই বিপ্র মহাশয়॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ পণ্ডিত সুধীর।

*　　*　　*　　*

স্নান করি দুই মহাশয় আইলা ঘর।
সঙ্গে আইলা দুই বিপ্র গেলা অভ্যন্তর॥

*　　*　　*　　*

প্রভাতে উঠিয়া দোঁহে দণ্ডবৎ করি।
বহু নিবেদন করে দুই কর যুড়ি॥

*　　*　　*　　*

দোঁহারে দোঁহার দয়া চিত্তে উপজিল।
দোঁহে দোঁহার কর্ণে হরিনাম মন্ত্র দিল॥"

প্রেমবিলাস, চতুর্দ্দশ।

কিছুদিন পরে ঠাকুর মহাশয় জানিতে পারিলেন জাহ্নবা ঠাকুরাণী বৃন্দাবন যাইতেছেন। ঠাকুর মহাশয় এবং রামচন্দ্র অগ্রবর্ত্তী হইয়া মহাসম্মানের সহিত ঠাকুরাণীকে গৃহে আনয়ন করিলেন। ঠাকুরাণী শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি দেখিয়া কত রোদন করিলেন এবং চারি দিবস অবস্থিতি করিয়া নিত্য নূতন সেবার ব্যবস্থা করিলেন। এ কয়দিন কীর্ত্তন মহোৎসবের ত্রুটি হয় নাই।

"বৃন্দাবন যাইতে তেহোঁ আইলা সেই পথে।
শুনিয়া আনন্দ ঠাকুর মহাশয় চিতে॥
রামচন্দ্র কবিরাজ অনুব্রজি দুই জন।
ঠাকুরাণীর নিকটে আসি করিল দর্শন॥
বিনয় স্তবন করে প্রণাম বিস্তর।
কৃপা করি গমন কর তোমার এ ঘর॥
আসি উত্তরিলা ঠাকুর আপন আবাসে।

*　　*　　*　　*

গৌর রায়ে দেখিয়া আপনে ঠাকুরাণী।
মনোহর শোভা দেখি কান্দিলা আপনি॥

চারিদিন ঠাকুরাণী রহিলা সেই স্থানে।
নিত্য নূতন সেবা কৈল প্রকটনে ॥"

প্রেমবিলাস, পঞ্চদশ।

ঠাকুর মহাশয় এবং রামচন্দ্র কবিরাজ কি প্রকারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন তাহা প্রেমবিলাসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"রামচন্দ্র কবিরাজ সহিত প্রণয়।
ভোজন শয়ন স্নান যথা তথা রয় ॥
কিবা বা দোঁহার প্রীতি নাহি শুনি আর।
দুই দেহ এক প্রাণ তুল্য নাহি যার ॥
চারি দণ্ড নিদ্রা যান উঠি শীঘ্রগতি।
গৌর রায়ের দর্শন করেন মঙ্গল আরতি ॥
প্রণাম করিয়া যান বাটীর বাহিরে।
দন্তধাবন বাহ্য ক্রিয়া যে হয় শরীরে ॥
স্নান করি ভজন কুটিরে বৈসেন যাঞা।
স্মরণ তিলক স্তব পাঠাদি করিঞা ॥
পঞ্চবার পরিক্রমা ঠাকুর মন্দির।
প্রণাম করেন আসি লোটাঞা শরীর ॥
তুলসীতে জল দেন আঘ্রাণ নাসাতে।
চরণামৃত পান করেন তুলসী সহিতে ॥
ঠাকুরের ভক্ষণ লাগি ব্যস্ত হয়ে মনে।
যেখানে অপূর্ব্ব দ্রব্য লোক দিয়া আনে ॥
বসি হরিনাম লয় বাক্য নাহি কয়।
পুনর্ব্বার স্নান করি স্মরণ করয় ॥
ঠাকুরের ভোজন হৈলে আরতি সময়।
বক্ষে দুই হাত দিয়া দর্শন করয় ॥
বাঞ্ছা যে তাহার কৃপা রূপ নিরীক্ষণ।
প্রণাম করিয়া প্রসাদ করয়ে ভক্ষণ ॥

বৈষ্ণব সকল লঞা আস্বাদে সকল।
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ কথা নেত্রে বহে জল॥
ভোজন সমাপ্তি হৈলে কহে সেবকেরে।
সংস্কার করিয়া স্থান লহ অভ্যন্তরে॥
মোর পত্র স্পর্শ যেন কেহো না করয়।
সাবধান করে শিষ্যে যেন আজ্ঞা হয়॥
তবে আচমন করি মুখের শোধন।
একখানি হরিতকী করেন ভক্ষণ॥
কবিরাজ করেন বহু তাম্বূল ভক্ষণ।
যে বৈষ্ণবের যাথে সুখ আনন্দিত মন॥
ভাগবত গ্রন্থ বিচার দোঁহে কথোক্ষণ।
মধ্যে মধ্যে অন্তম্মনা কিছু নাহি কন॥
যখন অবসর তখন লয়েন হরিনাম।
এই মত লক্ষ সংখ্যা আছয়ে প্রমাণ॥
সন্ধ্যাতে আরতি দেখি অগ্রেতে নর্ত্তন।
করতালি দিয়া গান রূপ নিরীক্ষণ॥
একাদশী প্রবোধনী পূর্ণ মহোৎসব।
আর কত কত রূপ সাধন কত অনুভব॥
কীর্ত্তন হইলে তাহা করেন আস্বাদন।
কভু ভাবে গদগদ করেন নর্ত্তন॥
কবিরাজ সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ আলাপনে।
দিবারাত্রি কখন যায় তাহা নাহি জানে॥
তিলেক বিশ্রাম নাই সদাই ভজনে।”

রামচন্দ্র কবিরাজের ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আসক্তি এত অধিক ছিল যে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের কাছ ছাড়া হইতে পারিতেন না এবং সুতরাং বাড়ীও যাইতেন না। রামচন্দ্রের স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকিতেন। রামচন্দ্রের অদর্শনে তিনি কাতর হইয়া নিজ পিতার দ্বারা ঠাকুর মহাশয়কে পত্র লেখাইলেন এবং ঠাকুর মহাশয় জেদ করিয়া রামচন্দ্রকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া

দিলেন। রামচন্দ্র স্ত্রীর সহিত কৃষ্ণ কথা কহিতে লাগিলেন এবং স্ত্রী ঘুমাইয়া পড়িলে পলায়ন করিলেন। স্ত্রী নিরুপায় হইয়া ঠাকুর মহাশয়কে স্বয়ং পত্র লিখিলেন। ঠাকুর মহাশয় পুনরায় রামচন্দ্রকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্রকে পাঠাইয়া ঠাকুর মহাশয়ের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা প্রেমবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে :—

"পাঠাইবা মাত্রে তাকে ঠাকুর মহাশয়।
কারে কিছু না বোলয়ে দুঃখভাবে রয়॥"

রামচন্দ্রের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহাও ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

"কবিরাজের পথে যাইতে কত উঠে মনে।
কোথা বা যায় তাহা কিছু নাহি জানে॥
ঘরে নাহি মন, চাহে খেতরির পানে।"

পরদিন প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় উঠিয়া দেখেন রামচন্দ্র ঠাকুর বাড়ী ঝাঁট দিতেছেন। ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া মনের দুঃখে রামচন্দ্র নিজের পৃষ্ঠে সেই ঝাঁটা মারিতে লাগিলেন এবং আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ঠাকুর মহাশয় মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া থাকিলেন আর তুমি কিনা সুখ করিতে গিয়াছিলে? ধিক! তোমাকে।" ঠাকুর মহাশয় তখন রামচন্দ্রের হস্তধারণ করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানকে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে স্ত্রীর আকর্ষণ অতীব অকিঞ্চিৎকর। রামচন্দ্র সুতরাং সংসারী হইয়াও সংসারত্যাগী।

হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত বালুচরের নিকট গাম্ভিলা গ্রামে মহা পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর এই সময় সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গানারায়ণের নিবাস গাম্ভিলায়। গাম্ভিলা গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইনি একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। ঠাকুর মহাশয়ের পরিচয় জানিতে পারিয়া গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম এবং রামকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে খেতরি আগমন করেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। জগন্নাথ আচার্য্য প্রভৃতি বহুতর ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হন। শূদ্র ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতেছে জানিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি কুপিত হইলেন এবং রাজা নরসিংহের আশ্রয় গ্রহণ

করিলেন। রাজা বহু অধ্যাপক সহ আসিয়া কুমারপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করেন এবং তথায় ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ এবং রামচন্দ্র ছদ্মবেশে আসিয়া পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করেন। তদনন্তর রাজা নরসিংহ, তাঁহার ভ্রাতা রূপনারায়ণ এবং অনেক অধ্যাপক সহ খেতরি আগমন করেন। রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা আর বাড়ী ফিরিলেন না, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত রহিলেন। রাজা নরসিংহের স্ত্রী রূপমালা স্বামীর অবস্থা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং খেতরী উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভক্তির প্রভাবে ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা লাভ করিলেন।

"জয় রূপমালা নরসিংহের ঘরণী।
যার ভক্তি রীতে ধন্য মানয়ে ধরণী॥"

নরোত্তম বিলাস।

কিছুকাল পরে ঠাকুর মহাশয় সন্তোষ এবং চাঁদরায়কে দীক্ষাপ্রদান করেন। সন্তোষ এবং চাঁদরায় ব্রাহ্মণ। পিতার নাম রাঘবেন্দ্র রায়। নিবাস রাজমহল। রাঘবেন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। চাঁদরায় মহা বলবান এবং মহাপাপী ছিলেন। বাহুবলে কত দেশের ধন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ছিল না। পরস্ত্রী গমন, মদ্যপান, মাংস ভোজন ইত্যাদি পাপ কার্য্যে তিনি সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। চাঁদরায়ের নাম শুনিয়া লোকে কানে হাত দিয়া পলায়ন করিত।

"চান্দরায় বলবান সর্ব্বলোকে গায়।
* * * *
কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল।
* * * *
লুটিয়া লইল আইল যত ধন কড়ি।
*
তাহার পাপের কথা লেখা নাহি যায়।
কর্ণে হস্ত দিয়া লোক ছাড়িয়া পলায়॥
শক্তি উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়।
পরস্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লঞা যায়॥" প্রেমবিলাস, অষ্টাদশ।

নানাবিধ অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া চাঁদরায় বায়ুরোগগ্রস্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বদা বকিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর এত ক্ষীণ হইল যে তাঁহার বাঁচিবার আশা রহিল না। তাঁহাকে এক ব্রহ্মদৈত্যে আশ্রয় করিল।

"এক ব্রহ্মদৈত্য আসি পাইল তাহাকে।

* * * *

শরীর আবদ্ধ করে বকে অনুক্ষণ।

শরীর শুষ্ক হৈল মাত্র তেজিব জীবন॥"

প্রেমবিলাস, অষ্টাদশ।

তাঁহার পিতা অনেক দেশ হইতে বৈদ্য আনাইলেন এবং নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেন কিন্তু চাদরায়ের রোগের উপশম হইল না। পরে রাঘবেন্দ্র রায় একজন দৈবজ্ঞ আনাইয়া গণনা করাইলেন। দৈবজ্ঞ বলিলেন "খেতরির জমিদারের পুত্র নরোত্তম ঠাকুর যদি দয়া করিয়া আগমন করেন তবেই চাঁদরায় ব্রহ্মদৈত্যের নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।"

তার পিতা বহু বৈদ্য আনে দেশে দেশে।

অনেক প্রকার কৈল ছাড়ি নাহি কিসে॥

সর্ব্বজ্ঞ আনাইল সেই গণিয়া দেখয়।

না ছাড়িব ব্রহ্ম দৈত্য শুনহ নিশ্চয়॥

*

খেতরি দেশের সেই জমীদার হয়।

তার পুত্র নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়॥

তেঁহো যদি কৃপা করি করেন আগমন।

তবে সে ছাড়িব দৈত্য কৈল নিবেদন॥

প্রেম বিলাস, অষ্টাদশ।

এদিকে চাঁদরায় স্বপ্নে দেখিলেন যে ভগবতী দুর্গা এক ব্রাহ্মণীর বেশে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন "বাপ, তোমার রোগ কেমন করিয়া শীঘ্র আরাম হইবে, তোমার দেহ পাপে পূর্ণ; তুমি গোবিন্দ চরণ ভজনা কর এবং নরোত্তম ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ কর।" নরোত্তম চরিতে প্রকাশ যে রাঘবেন্দ্র রায় স্বপ্নে ভগবতীর দর্শন এবং তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রেম

বিলাস গ্রন্থে যাহা জানিতে পারা যায় তাহাতে চাঁদরায় স্বয়ং স্বপ্নে ভগবতীর উপদেশ প্রাপ্ত হন।

"ঠাকুরাণী রাত্রে এক ব্রাহ্মণীর বেশে।
চান্দরায়ে কহে কিছু মন্দ মন্দ হাসে॥
ভাল কি হইবে বাপ পাপে পূর্ণ দেহ।
*   *   *   *
অবিলম্বে ভজ বাপ গোবিন্দ চরণ॥
সর্ব্বজ্ঞ কহিল যেই ঠাকুর মহাশয়।
আনিয়া করহ তাঁর চরণ আশ্রয়॥"

প্রেমবিলাস, অষ্টাদশ।

রাঘবেন্দ্র রায় স্বপ্ন বিবরণ জানিতে পারিয়া পত্র লিখিয়া দুই জন ব্রাহ্মণকে খেতরিতে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং ঠাকুর মহাশয় পত্র পাইয়া মনে মনে বিচার করিয়া পরিশেষে ঐ ব্রাহ্মণদ্বয়ের সহিত রাজমহলে আগমন করিলেন। সঙ্গে রামচন্দ্র, চলিলেন। নরোত্তম চরিতে প্রকাশ যে রাঘবেন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের পিতাকে পত্র লেখেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে রামচন্দ্র, গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক লোক গমন করিয়াছিলেন।

"পত্র লইয়া দুই বিপ্র যায় খেতরি গ্রাম।
পত্র রাখি দুই বিপ্র করিল প্রণাম॥
*   *   *   *
পড়িয়া পত্রের বাক্য কৈল অনুমান।
কবিরাজ প্রতি কহে সব সমাচার।
*   *   *   *
প্রাতঃ স্নান করি দোঁহে করিছে গমন।"

প্রেমবিলাস, অষ্টাদশ।

ঠাকুর মহাশয় আগমন করিতেছেন শুনিয়া রাজমহল বাসীগণ গৃহ, রাজপথ পুষ্পমালা, কদলী বৃক্ষ এবং পূর্ণকুম্ভ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিল। ঠাকুর মহা-

শয় নগরে প্রবেশ করিলে নগর বাসীগণ মহানন্দে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের সম্মানার্থে নানাপ্রকার বাদ্য ও বাজিয়াছিল।

"যখন গ্রামেতে যাই করিলা প্রবেশ।
দর্শন করয়ে লোক আনন্দ আবেশ॥
পূর্ণ কুম্ভ রাখিয়াছে পথে স্থানে স্থানে।
কত শত কদলী বৃক্ষ করিল রোপণে॥
পুষ্প মালা গৃহে গৃহে রাজ পথে পথে।
* * * * *
কত বাদ্য বাজে তাহা কে করে গণন।"

প্রেমবিলাস, ১৮শ।

ঠাকুর মহাশয় চাঁদরায় যে ঘরে শুইয়া ছিল সেই ঘরে গমন করিলেন। চাঁদরায় ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিলে তাহার দেহস্থিত ব্রহ্মদৈত্য চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "আমি কত পাপ করিয়া ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি এবং আমার সমান পাপী পাইয়া এত দিন ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে আজ্ঞা হয় ত আমি যাই। আপনার আগমনে আমার উদ্ধার হইল।"

"চাঁদরায় যথা আছে শুতিয়া শয্যায়।
সব লোক সঙ্গে ঠাকুর তার স্থানে যায়।
* * * *
চাঁদ রায় নিজ নেত্রে করেন দর্শন॥
যেই ব্রহ্মদৈত্য ছিল হৃদয়ে তাহার।
কহিতে লাগিলা সেই করিয়া চিৎকার॥
কত পাপ করি ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি।
আমি যেন পাপী তেন পাপী পাইয়াছি॥
ভোগ কৈল এত দিন ইহার শরীরে।
এবে মোরে আজ্ঞা হয় যাই কোথাকারে॥
* * * *
দর্শন পাইনু মোর হউক উদ্ধার॥"

প্রেমবিলাস, ১৮শ।

চাঁদরায় ব্রহ্মদৈত্যের নিকট উদ্ধার পাইয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে লুণ্ঠিত হইলেন এবং নিজ কৃত পাপের নিমিত্ত অনুতাপ করিলেন। সন্তোষ এবং রাঘবেন্দ্রও ঠাকুর মহাশয়ের চরণে নিপতিত হইলেন। তখন ঠাকুর মহাশয় তিন জনকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত অর্পণ করিলেন এবং স্নান করাইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করিলেন।

"ডাকিয়া ঠাকুর নিজ নিকটে বৈসায়।
দিলেন দক্ষিণ হস্ত সভার মাথায়॥
* * * *
স্নান করি নবীনবস্ত্র পরিধান করি।
* * * *
আপনার বামে বসাইলা তিন জনে।
একে একে হরি নাম দিল তিনের কাণে॥"

প্রেম বিলাস, অষ্টাদশ।

কিছু দিন পরে ঠাকুর মহাশয় খেতরি আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাঘবেন্দ্র সগোষ্ঠি তাহার সঙ্গে নৌকায় চলিলেন। খেতরিতে ঠাকুর সেবার নিমিত্ত তিনি নানাবিধ উপহার দ্রব্য অনেক নৌকায় বোঝাই করিয়া লইলেন।

এক নৌকায় ঠাকুর সহ গণের লাগিয়া।
এক নৌকায় দুই ভাই পিতা তার মাঝে॥
আর যত নৌকা তাথে দ্রব্য সব সাজে।

প্রেম বিলাস, অষ্টাদশ।

খেতরিতে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আলাপনে থাকিয়া এবং দেবী দাস কীর্ত্তনীয়ার গান শ্রবণ করিয়া চাঁদ রায়, সন্তোষ, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতি নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

"এই মত দশ রাত্রি কৃষ্ণ কথা রসে।
না জানয়ে দিবা নিশি হইয়া বিবশে॥
* * * *
নৌকায় চড়ি নিজ ঘর গেলা তিন জন।"

প্রেম বিলাস অষ্টাদশ।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিভায় খেতরি দিন দিন অতিশয় পরিচিত হইতে লাগিল এবং তথায় উৎসব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয়ের উৎসবে বিরক্তি জন্মিতে লাগিল এবং কি প্রকারে নির্জ্জনে ভজন করিবেন তাহার উপায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রিয় সঙ্গী রামচন্দ্রকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিলেন। নির্জ্জনে ভজন করিলে বিগ্রহ সেবার ত্রুটি হইবে ভাবিয়া ঠাকুর মহাশয় স্থির করিলেন শিষ্যগণকে বিগ্রহ দান করিবেন। বলরাম মিশ্র গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী রাধারমণ বিগ্রহ লইলেন। রবিরায় এবং জয় নারায়ণ রায় প্রত্যেকে এক এক বিগ্রহ লইলেন। আর দুই ভক্ত দুই বিগ্রহ লইলেন। শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় "নরোত্তম ঠাকুর" শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলে তাঁহার বিরহ ব্যথায় দেহ ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া ঠাকুর মহাশয় তাড়াতাড়ি শিষ্যগণকে ডাকিয়া এক এক জনকে এক এক বিগ্রহ দান করিলেন।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডে গমন করিয়া ঠাকুর নরহরির ভজন স্থান দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার অনুকরণ করিয়া একটি ভজনস্থান প্রস্তুত করিলেন। ইহার নাম দিলেন "ভজনস্থলী"। কেহ কেহ এই ভজনস্থানের নাম "প্রেম-স্থলী" বলেন। বৈষ্ণবগণ সচরাচর "প্রেমতলি" বলিয়া থাকেন। অদ্যাপি এই স্থান বর্ত্তমান আছে। ইহা খেতরি হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ঠাকুর মহাশয় এবং রামচন্দ্র নির্জ্জনে এই ভজন স্থানে বাস করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের পিতামাতা বর্ত্তমান থাকায় তিনি প্রত্যহ বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দর্শন করিতেন এবং কৃষ্ণকথা আলাপন করিতেন। কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা মাতার স্বর্গারোহণ হইলে ঠাকুর মহাশয় যথারীতি পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সাংসারিক বন্ধন ঠাকুর মহাশয়ের আর রহিল না বটে কিন্তু রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার আর এক বন্ধন হইল।

ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সহ ভজনস্থলীতে নির্জ্জনে ভজনানন্দে কাটাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আসিয়া তিনি বিগ্রহ দর্শন করিতেন এবং ভক্তগণ সহ অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেন। ভজনস্থলীতেও মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনানন্দ হইত।

ঠাকুর মহাশয় মৃত্তিকায় শয়ন এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতেন। শীতকালে ছিন্ন কাঁথা মাত্র সম্বল করিতেন। যাঁহারা বিগ্রহ সেবা করিতেন তাঁহারা এক এক দিন প্রসাদ আনিয়া দিতেন এবং এক সন্ধ্যা ভোজন করিয়া ঠাকুর মহাশয় দিন যাপন করিতেন। ভজনস্থলী বসিয়া ঠাকুর মহাশয় অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এইখানে বসিয়া তিনি যে সকল প্রার্থনা গাহিতেন, তাহাই এক্ষণে প্রচারিত হইয়াছে।

অতি অল্পকাল মধ্যেই ঠাকুর মহাশয়কে রামচন্দ্রের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল। রামচন্দ্রের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীজীব গোস্বামীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং একজন সঙ্গীর প্রয়োজন বুঝিয়া শিষ্য রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় করিলেন। রামচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের চিরসঙ্গী হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার মত না লইয়া রামচন্দ্রকে কি প্রকারে সঙ্গে লইয়া যাইবেন? তিনি অগত্যা ঠাকুর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া রামচন্দ্রকে কয়েক মাসের জন্য ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর মহাশয় পত্র পাইয়া রামচন্দ্রকে দিলেন। রামচন্দ্র পত্র পড়িয়া বিষণ্ণ হইলেন। গুরু আজ্ঞা কি প্রকারে লঙ্ঘন করিবেন আবার কি প্রকারেই বা ঠাকুর মহাশয়কে ছাড়িয়া যাইবেন ভাবিয়া রামচন্দ্র রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু বৃদ্ধ তাঁহাকে একা শ্রীবৃন্দাবন যাইতে দেওয়া উচিত নহে তাহাও তিনি তাঁহাকে বলিলেন। রামচন্দ্র তখন যাওয়া স্থির করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন বোধ হয় আজ জন্মের মত বিদায় হইলাম, আর দেখা হইবে সে ভরসা নাই।” রামচন্দ্র এবং ঠাকুর মহাশয় ঠাকুরের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্র স্বীয় ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ এবং ঘরণীর নিকট বিদায় লইয়া আচার্য্য প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন।

ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রকে বিদায় দিয়া ভজন স্থলীতে আগমন করিলেন। তিনি প্রায় বাক্যালাপ ছাড়িলেন এবং নির্জ্জনে ভজন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের অদর্শনে তিনি কি প্রকার কাতর হইয়াছিলেন তাহা প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন।

"রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য ॥"

আবার তাঁহার রচিত প্রার্থনা পদেও উক্ত পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিল, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেল,
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥
পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এ জনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যায় সেহ ভাল ॥
স্বরূপ, রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্ট যুগ দয়া কর মোরে ॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যাঁর দাস,
পুনঃ নাকি মিলিবে আমারে ॥
না দেখিয়া তার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষ শরে কুরঙ্গিণী যেন।
আঁচলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন ॥"

আচার্য্য প্রভু কি রামচন্দ্র কেহ শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইলেন না। ইহাতে ঠাকুর মহাশয় মনে বুঝিলেন তাঁহারা ইহ ধামে আর নাই। তাঁহার জর্জ্জরীভূত হৃদয় বিরহ ব্যথায় শত গুণে কাতর হইল। নিম্নলিখিত পদ উহার পরিচয় দিতেছে।

"গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীনিবাস, গদাধর,
নরহরি, মুকুন্দ মুরারি।

সভে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আঁধল হৈল এনা আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁর পাশ,
কথা শুনি যুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল,
দুঃখে জিউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল, বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক! নরোত্তম দাস॥"

ঠাকুর মহাশয় ভজনস্থলীতে বসিয়া প্রার্থনা পদ রচনা করিতেন ক্রমে তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল এবং তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ রচনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর, মহাশয় একাকী ভজনস্থলীর এক বৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দেহ অতিশয় শীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার শিষ্য গঙ্গানারয়ণ চক্রবর্ত্তী গঙ্গা স্নানের নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়কে গাম্ভিলায় গমন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরে ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিগ্রহগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং গাম্ভিলা যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্নে বুধরী উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজের গৃহে ঠাকুর মহাশয় অবস্থিতি করিলেন এবং গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলী শুনিলেন। পরদিন প্রাতে বুধরী ত্যাগ করিয়া তিনি গাম্ভিলায় গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনাবধি গঙ্গানারায়ণের গৃহে উৎসব আরম্ভ হইল। দিবা রাত্রি হরি নাম হইতে লাগিল এবং বহুতর লোক উপস্থিত হইল। এই কাল মধ্যে ঠাকুর মহাশয়ের জ্বর হইল এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইল। ঠাকুর মহাশয় তখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে বলিলেন। গঙ্গানারায়ণ এবং অন্যান্য শিষ্যগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে

গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর মহাশয় নিরবে নয়ন মুদিয়া থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। গাম্ভীলার ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "যেমন শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিয়াছে, তেমনই বাক-রোধ হইয়া মরিল।" গঙ্গানারায়ণ এবং শিষ্যগণ ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। গঙ্গানারায়ণ কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর মহাশয়ের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভো, এই অবোধ ব্রাহ্মণ-দিগের শাস্তি বিধান কর"। গঙ্গানারায়ণ এই কথা বলার পর ঠাকুর মহাশয়ের প্রথমে ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, পরে নিশ্বাস বহিল এবং পবিশেষে তিনি নয়ন মেলিলেন।

"গঙ্গানারায়ণের এই ব্যাকুল বচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইল তথনে ॥"

নরোত্তম বিলাস।

পরে ঠাকুর মহাশয় গঙ্গানারায়ণ ও রামকৃষ্ণের স্কন্ধে ভর দিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। গাম্ভিলাবাসী ব্রাহ্মণগণকে পরে ঠাকুর মহাশয় আলিঙ্গন দান করেন এবং দীক্ষা প্রদান করেন।

ঠাকুর মহাশয় পুনরায় খেতরী প্রত্যাগমন করিলেন। নির্জ্জনে দীনভাবে ইষ্টচিন্তা ভিন্ন অন্য কার্য্য আর তাঁহার রহিল না। কখনও আঙ্গিনায় উপ-স্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহগণকে সজল নয়নে তিনি দর্শন করিতেন। একদিন ঠাকুর মহাশয় গাম্ভিলা গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরে ঠাকুর মহাশয় অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যেক ঠাকুরের নিকট এবং সমুদায় ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পুনরায় বুধরী আসিয়া গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ীতে তিনি অবস্থিতি করিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহাকে কীর্ত্তন মঙ্গল শুনা-ইলেন। পরদিন ঠাকুর মহাশয় গাম্ভিলায় আগমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়কে পাইয়া গ্রামবাসী সকলে মহা আনন্দিত হইলেন। পরে ঠাকুর মহাশয় ভক্তগণসহ গঙ্গা স্নান করিতে গমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় অব-গাহন ,করিয়া অর্দ্ধাঙ্গ জলমধ্যে নিমগ্ন রাখিয়া তীরে বসিলেন এবং শিষ্য গঙ্গা-নারায়ণ এবং রামকৃষ্ণকে অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের দেহ মার্জ্জন করিতেই তাঁহার দেহ দুগ্ধের ন্যায়

গঙ্গা সলীলে মিশিয়া গেল। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর মহাশয় অন্তর্ধান হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্ধান বিষয় নরোত্তম বিলাসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে, পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অন্তর্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা কে বুঝিবে আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল।"

গঙ্গানারায়ণ পরে মহোৎসব করিলেন এবং খেতরিতে উপস্থিত হইয়া রাজা রূপনারায়ণ, চাঁদরায়, নরসিংহ প্রভৃতি সকলে মহা মহোৎসব করেন। অদ্যাবধি খেতরিতে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে।

ঠাকুর মহাশয়ের শাখা কম নহে। অনেকের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। প্রেম বিলাস গ্রন্থে ১২৪ জন শিষ্যের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ আছে।

ঠাকুর মহাশয়ের যেমন সুকবি ছিলেন তেমনি সুগায়ক ছিলেন। প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা, প্রার্থনা, হাটপত্তন, দেহকড়চ, স্মরণ মঙ্গল, সূর্য্যমণি, উপাসনা পটল, চন্দ্রমণি প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন কিন্তু সাধারণের উপকারের নিমিত্ত বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নামে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে বটে কিন্তু সবগুলি তাঁহার রচিত নহে। চমৎকার চন্দ্রিকা, রসসার প্রভৃতি গ্রন্থের শেষে ও ভণিতায় নরোত্তমের নাম আছে। এগুলি নরোত্তমের রচিত নহে ইহাই অনেকের ধারণা।

গোবিন্দ দাস নিম্নলিখিত পদে ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

জয় জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যা কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ॥ ধ্রু।

প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতূর মহা বৈঠত,
সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥
সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জল রস,
পরমানন্দ সুখ সার ॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয় রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগদান ব্রত, আদিভয়ে ভাগবত,
রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্র জন, যো দেই ভকতি ধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ ॥
অভকত চোর, দূরহি ভাগি রহুঁ,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেওল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

বল্লভ দাসও ঠাকুর মহহাশয়ের গুণ গান করিয়াছেন যথা ঃ—

প্রভু শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম রসময় ॥
এ সব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।
উজ্জ্বল ভকতি কথা করিনু শ্রবণ ॥
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান।
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণ গান ॥

এক কালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে ॥
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছিনু যেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে ॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কাঁহা কথা।
ভিটা সঙরিয়া কুক্কুর কান্দে এমতি আছে কোথা ॥
বল্লভ দাসের হিয়ার শেল রহি গেল।
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল ॥

ঠাকুর মহাশয়কে বৈষ্ণবেরা শ্রীনিত্যানন্দ জ্ঞান করিতেন।

"নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।

কস্যচিৎ বৈষ্ণবস্য বাক্যং।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক

নরোত্তম দাস

শ্রীগৌরচন্দ্র

সারঙ্গ।

সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ বিনোদ রঙ্গে,
বিহরই স্বরধুনী তীরে।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়, প্রেমে ধারা বহি যায়,
ক্ষণে মালসাট মারে ফিরে॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
দেখি তরুগণ সঙ্গে, প্রিয় গদাধর রঙ্গে,
কৌতুকে করত কত খেলা॥

১। বিনোদ—ক্রিড়া। ২। বিহরই—ক্রিড়ার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করে। স্বরধুনী—গঙ্গা। ৩। বহি—বহিয়া।
৪। মালসাট—মালকোচা। ৭। করত—করিতেছে। "করয়ে" পাঠ পদকল্পতরুতে পরিদৃষ্ট হয়।

অঙ্গে পুলকের ঘটা, কদম্ব-কুসুম-ছটা,
সুদশন মুকুতার পাঁতি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি, বরিখে অমিয়া শশী,
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি॥
সদা নিজ প্রেমে মত্ত, গায় কৃষ্ণ লীলামৃত,
মধুর ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইনু অন্ধ, না ভজিনু গৌরচন্দ্র,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥ *

১। কদম্ব-কুসুম-ছটা—কদম্ব ফুলের ন্যায় শোভা।
২। সুদশন—সুন্দর দন্ত। মুকুতার পাঁতি—মুক্তার পংক্তি।
৩। তাহে—তাহাতে। মন্দ—অল্প। বরিখে—বর্ষণ করে।
অমিয়া—অমৃত। "শশী" স্থলে "রাশি" পাঠও আছে।
৪। মাতি—উন্মত্ত হইয়া।
৭। হইনু—হইলাম। ভজিনু—ভজিলাম। পদকল্পতরুতে "হইনু" স্থলে "হইলুঁ" ও "ভজিনু" স্থলে "ভজিলাঙ" পাঠ আছে।
* এই পদটী প্রার্থনা মধ্যেও ধরিতে পারা যায়।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

বড়ারী।

কঞ্জ নয়নে বহে স্বরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
নাচত পহুঁ মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পূরব বিলাসিত সঙ্গে সব রঙ্গিয়া॥
বাজত দৃমি দৃমি মৃদঙ্গ সুনাদ।
দৃমি দৃমি উনমত সঙ্গে উনমাদ॥
শির পর পাগুড়ি বান্ধএ নটপটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া॥
আবেশে অবশ অঙ্গ চলন ধীরে ধীরে।
ভাইয়ার ভাবে গদগদ আঁখি নাহি মেলে॥

১। কঞ্জ—পদ্ম। স্বরধুনী ধারা গঙ্গার ধারা।
২। মাতোয়ারা—উন্মত্ত। ৩। নাচত—নাচিতেছে। পহুঁ—প্রভু।
রঙ্গিয়া—নৃত্যকারী।
৪। পূরব—পূর্ব্বের। বিলাসিত—যাহাদিগের সহিত বিলাস করিয়াছেন অর্থাৎ সখা। ৫। বাজত—বাজিতেছে। ৬। উনমত - উন্মত্ত।
৭। পর—উপর। বান্ধয়ে—বন্ধন করে।
৮। আঁটি—কঠিন ভাবে; আঁটিয়া। ধটিয়া—ধড়া।
১০। ভাইয়ার ভ্রাতার (শ্রীগৌরাঙ্গের)।

অজানুলম্বিত ভুজ করি কর শুণ্ডে ।
কনক খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ডে ॥
তুমি ত দয়ার নিতাই অবনী পরকাশ ।
শুনি আনন্দিত ভেল নরোত্তম দাস ॥ *

সম্ভোগ মিলন।

সুহই।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী ।
দোঁহে দোঁহে পাঅল পরশমণি ॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর ।
নয়ন ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর ॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ ।
উথলল দুহুঁ মন মদন তরঙ্গ ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস ।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস ॥

১। হাত জানু পর্য্যন্ত লম্বা এবং হস্তি শুণ্ডের ন্যায়।
৩। অবনী পরকাশ—জগতে প্রকাশ। ৪। ভেল—হইল।
* লীলাসমুদ্র। ৫। মিললি—মিলিত হইল।
৬। দোঁহে—দুইজনে। পাঅল—পাইলেন। পরশমণি—স্পর্শমণি।
৭। ভোর—বিভোর। ৮। লোর—অশ্রু। ৯। উপজল—জন্মিল।
১০। উথলল—উথলিয়া উঠিল। ১১। ভাস—ভাসিতে লাগিল।
১২। হেরই—দেখিতে লাগিলেন।

কেদার ।

দুহুঁ কুঞ্জ ভবনে ।
সৌদামিনী অঙ্গ সোঁপিল নবঘনে ॥
হেম বরণী রাই কালিয়া নাগর ।
সোণার কমলে জনু মিলল ভ্রমর ॥
নব গোরোচনা গোরী শ্যাম ইন্দীবর ।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥
কাঁচে বেড়া কাঞ্চন কাঞ্চনে বেড়া কাঁচে ॥
রাই কানু দোঁহ তনু একই হইয়াছে ॥
ললিতা বিশাখা দোহেঁ চামর ঢুলায় ।
নরোত্তম দাস দোহাঁর বলিহারী যায় ॥ *

১। দুহুঁ—দুই জন (শ্রীরাধাকৃষ্ণ)।
২। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। (শ্রীরাধিকা)। সোঁপিল—সমর্পণ করিল। নবঘন—মেঘ (শ্রীকৃষ্ণ)। ৪। জনু—যেন।
৫। গোরোচনা—স্বনামখ্যাত পীতবর্ণ দ্রব্য। গোরী—সুন্দরী। ইন্দীবর—নীলপদ্ম।
৬। বিনোদিনী—শ্রীরাধিকা। বিজুরী—বিদ্যুৎ। বিনোদ—শ্রীকৃষ্ণ। জলধর—মেঘ। ৮। দোঁহ—দুই। ৯। দোহেঁ—দুইজনে।

* গীতরত্নাবলী।

ললিত।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনীক বিরহ তরঙ্গ॥
যৈছে বিরহ জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছন অমিয়া সাগরে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহুরত কোকিল আনন্দে বিভোর॥
বিকসিত কুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল করতহিঁ কুঞ্জ কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥

১। উভয় উভয়কে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

২। রাত্রির বিচ্ছেদ তরঙ্গ দূরে গেল। ৩। যৈছে—যেমন।

৪। তৈছন—তেমন। অবগাই—অবগাহন করে; স্নান করে।

৩—৪। যেমন বিরহ জ্বরে শ্রীরাধিকা ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন তেমনই অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

৫। চুম্বই—চুম্বন করেন। ৬। করু—করেন। ৭। উজোর—উজ্জ্বল।

৮। কুহুরত—কুহু শব্দে নিনাদ করে। ৯। সমীর—বায়ু।

১০। করতহিঁ—করিতে লাগিল। ১১। বিহরয়ে—বিহার করে।

টোড়ী।

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে কেলি বিলাস।
দূরহুঁ দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ *

১। "হেরইতে" স্থলে "দরশনে"—প, ক, ত।
উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিয়া বিভোর হইলেন।
২। দুই জনের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু বহিয়া পড়িতেছে।
৩। "তনু" স্থলে "অঙ্গ"—পদামৃত সমুদ্র।
৪। ঈষদবলোকনে—আড় চোখে তাকাইয়া। লহু—অল্প।
৬। পাঠান্তর—"আনন্দিত ভেল সভে দেখি দুই জন।"—লী, স।
ভেল—হইল। "দুই" স্থলে "দুহুঁ"—প, ক, ত এবং পদামৃতসমুদ্র।
৭। পাঠান্তর—"নিকুঞ্জের মাঝে রাধা কানুর বিলাস।"—পদামৃতসমুদ্র।
"নিকুঞ্জ মন্দিরে দুহুঁ কেলি বিলাস।"—লী, স।
৮। অতিশয় দূরে নরোত্তম দাস (রহিয়াছেন)।

* পদকল্পলতিকা।

কামোদ।

কিবা শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিল রতন সিংহাসনে॥
রতনে নির্ম্মিত বেদি মাণিকের গাঁথনি।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী॥
হেম বরণি রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে জনু মিলিছে ভ্রমর॥
চৌদিগে যুবতীবৃন্দ বয়েস সমান।
কত সুধা বরিখয়ে নয়ানে নয়ান॥
এক এক তরুর তলে এক এক অবলা।
নীলগিরি বেড়ি জনু কনকের মালা॥
বেনী চূড়ায় ঘেরা ঘেরি ফিরাফিরি বাহু।
শরদ পূর্ণিমার শশী গরাসল রাহু॥
নিকুঞ্জের মাঝে ইহ কেলি বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস॥*

১। কানু—কানাই। ৬। জনু—যেন। ৮। বরিখয়ে—বর্ষণ করে।
১১। গরাসল—গ্রাস করিল। ১৩। ইহ—এই।
১৪। দূরহিঁ দূরে—অতিশয় দূরে। রহুঁ- রহে।

* গীতরত্নাবলী।

কামোদ।

কুসুম আসন হেরি, বামে কিশোরী গোরী,
বৈঠল কুঞ্জ কুটীরে।
চিবুকে দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মুখানি নিছিয়া লেই শিরে॥
দেখ সখি, অপরূপ ছান্দে।
প্রেম জলধি মাঝে, ডুবল দুহুঁ জন,
মনমথ পড়ি গেও ফাঁদে॥
রতন পালঙ্ক পর, শেজ বিরাজিত,
শুতল যুগল কিশোর।
স্মের মধুর মুখ, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত কাঞ্চন যোড়॥
প্রিয় মর্ম্ম সহচরী, বীজন করে ধরি,
বীজই মারুত মন্দ।

১। গোরী—সুন্দরী। ২। বৈঠল—বসিলেন।
৩। গিরিধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৪। মুখানি—মুখখানি। নিছিয়া—নিক্ষেপ করিয়া। লেই—লইলেন। ৫। ছান্দ—অভিলাষ।
৬। জলধি—সমুদ্র। ডুবল—ডুবিল। দুহুঁ—দুই—রাধাকৃষ্ণ।
৭। পড়ি—পড়িয়া। গেও—গেল। "গেল" পাঠ পদার্ণবসারাবলীতে পরিদৃষ্ট হয়। ৮। পর—উপর। শেজ—শয্যা।
৯। শুতল—শুইলেন। ১০। স্মের—ঈষৎ হাস্যযুক্ত। পঙ্কজ—পদ্ম।
১১। মরকত—নীলবর্ণের মণি বিশেষ। কাঞ্চন—সুবর্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন।
১২। মর্ম্ম—প্রধানা। নর্ম্ম? বীজন—ব্যাজন।
১৩। বীজই—ব্যাজন করে। মারুত—বাতাস। মন্দ—অল্প।

শ্রম জল সকল, কলেবর মীটল,
হেরই পরম আনন্দ ॥
নরোত্তম দাস আশ, দুহুঁ পদ পঙ্কজ,
সেবন মধুরিম পানে।
নিজ নিজ কুঞ্জে, নিন্দ গেও সখীগণ,
প্রিয়জন সেবই বিধানে ॥

শ্রীরাগ।

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দী জলে, রাজহংস কেলি করে,
কনক কমল উৎপল ॥

১। শ্রমজল—ঘাম। মীটল—দূরে গেল; অন্তর্হিত হইল।
২। "হেরই" স্থলে "হেরইতে"—প, সা. ব।
৩। পদার্ণব সারাবলীতে "দুহুঁ" শব্দ নাই।
৪। মধুরিম—মিষ্টতা। ৫। নিন্দ গেও—নিদ্রা যান।
৬। সেবই—সেবা করেন। বিধানে—বিধিপূর্ব্বক; ব্যবস্থা পূর্ব্বক।
৭। রম্য—মনোহর। "দিব্য" স্থলে "কোটি"—প,ক,ত এবং গী,র,ব। চিন্তামণি—স্পর্শমণি। ধাম—স্থান।
৯। "আনন্দ" স্থলে "আবৃত"—স,সা,স ও প্রার্থনা। কালিন্দী—যমুনা। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। "জলে" স্থলে "নীরে"—স, সা, স। কেলি—ক্রিড়া। রাজহংস—শ্রীরাধিকা।
১০। শ্রীরাধিকাকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। "কমল" স্থলে "কুবলয়"—প্রার্থনা। কমল—পদ্ম। কনক—স্বুবর্ণ।

তার মধ্যে হেম পীঠ, অষ্ট দলেতে বেষ্টিত,
অষ্ট সখী প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুই জনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ও রূপ লাবণ্যরাশি, অমিয়া পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্য লীলা সুখময়;
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥ *

১। হেম-পীঠ—সুবর্ণের পিঁড়ী বা আসন। দল পত্র। বেষ্টিত—ঘেরিয়া রহিয়াছে। ২। অষ্ট সখী—ললিতা বিশাখা প্রভৃতি। "সখী" স্থলে "দলে"—স, সা, স ও প্রার্থনা।

৩-৪। পাঠান্তর—"তার মধ্যে রত্নাসন, বসিলেন দুইজন,
শ্যাম গৌরী সুন্দরী রাধিকা।"—প, ক, ত।

৫। অমিয়া—অমৃত। খসি—খসিয়া; স্খলিত হইয়া।

৬। "হাস্য" স্থলে "হাস"—প, ক, ত ও গী, র, ব। পরিহাস—বিদ্রূপ।

৭। "নিত্যলীলা সুখময়" স্থলে "নিত্যানন্দ সুখময়" এবং "নিত্যানন্দ রসময়" পাঠ পদকল্পতরু এবং গীতরত্নাবলীতে পরিদৃষ্ট হয়।

৮। পাঠান্তর—"সেবা দিয়া রাখহ চরণে"—প্রার্থনা। "স্ফুরুক" স্থলে "ফুরুক" পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফুরুক—মনে হউক।

* এই পদটি প্রার্থনার মধ্যে ধরা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ চরণ চৌধুরী মহাশয় ইহা "প্রার্থনা" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ধানশী।

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দূর দেয়ল সীঁথি সঙারি।
ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণী ললিত।
কুঙ্কুমে কুচযুগ করল রচিত॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জীবন নিছই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বূল সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল॥

১। সুবদনী—শ্রীরাধিকা। কছু—কিছু। জান—জানিতে পারেন।
২। বনায়ত—বনাইয়া দিতেছেন। কান—কানাই।
৩। দেয়ল—দিলেন। সঙারি—স্মরণ করিয়া?
৪। ভালহি—কপালে। মৃগমদ-পত্রক—কস্তূরীর দ্বারা পাতা (আঁকিয়া দিতেছেন)।
৫। চিকুরে—কেশে। ললিত—মনোহর।
৬। করল রচিত—চিত্রিত করিলেন।
৭। যাবক—আলতা। লেখল—চিত্র করিলেন। রাতুল—রক্তবর্ণ।
৮। (চরণের) শরণ পাইয়া জীবন তাহাতে সমর্পণ করিলেন। নিছই—সমর্পণ করেন। তছু—তাহার।
৯। তাম্বূল—পান। মাহা—মধ্যে। দেল—দিলেন।
১০। হেরইতে—দেখিয়াও। আরতি—আসক্তি।

কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ।
কো কহ তাকর মরমক কাজ ॥
চির পরিপূরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস ॥

ভাটিয়ারী।

রাধা মাধব বিহরই বনে।
নিমগন দুহুঁ জন সুরত রণে ॥
দুহুঁ উঠি বৈঠি কতয়ে করু কেলি।
বহুবিধ খেলল সহচরী মেলি ॥
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহুঁ রূপ নরোত্তম দাস ॥

১। কোরে—কোলে। আগোরি—আনিয়া; আগলাইয়া। হিয়া—হৃদয়। ২। কো কহ—কে বলিবে। তাকর—তাহার। মরমক—হৃদয়ের। ৩। পরিপূরিত—পূর্ণ।
৪। হেরই—দেখিয়া। নিয়ড়ে—নিকটে।
৫। বিহরই—বিহার করেন। ৬। দুই জনে রতি রণে নিমগ্ন হইলেন।
৭। দুজনে উঠিয়া বসিয়া কত ক্রীড়া করিলেন। কতয়ে—কত।
৮। খেলল—খেলা করিলেন। মেলি—মিলিয়া; একত্রিত হইয়া।
৯। নিভৃত—নির্জ্জন; গুপ্ত। করত বিলাস—লীলা করেন; আমোদ করেন। ১০। হেরত—দেখিতে লাগিলেন।

বিহাগড়া।

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন, ক্ষণে মুখ চুম্বন,
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥
আলাঞা চাঁচর কেশ, করে বহুবিধ বেশ,
সিন্দূর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম, আকুল হইয়া শ্যাম,
মোছায়ই বসন-অঞ্চলে॥
দাসীগণ-কর হৈতে, চামর লইয়া হাতে,
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখশশী, সুধা ঝরে রাশি রাশি,
হেরে নাগর অনিমিখে চায়॥
ঐছন আরতি দেখি, রাইয়ের সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া করে কোরে।

২। পাঠান্তর—"ক্ষণে মুখ চুম্বন" স্থলে "ক্ষণে করে চুম্বন।" প,ক,ত।
৩। হিয়া—হৃদয়। ৪। "আলাঞা" স্থলে "আলুইয়া"—প, ক, ত। আলুলাইত করিয়া। চাঁচর—কোঁকড়া চুল।
৫। ভালে—কপালে। ৭। "মোছায়ই" স্থলে "মোছাইল"—প,ক,ত। বসন অঞ্চলে—কাপড়ের আঁচল দিয়া।
৮। দাসীগণ-কর হৈতে—দাসীগণের হাত হইতে।
৯। আপনে—স্বয়ং। করয়ে—করেন। বায়—বাতাস।
১১। অনিমিখে—অনিমিষে। ১২। ঐছন—এই প্রকার। আরতি—আসক্তি; সোহাগ। ১৩। হাত বাড়াইয়া কোলে করেন।

তুহুঁ হিয়ায় তুহুঁ রাখি, তুহুঁ চুম্বে মুখশশী,
তুহুঁ প্রেমে তুহুঁ ভেল ভোরে ॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে, শুতল কুসুম শেজে,
তুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজ পাশে।
আর যত সখীগণ, সবে করে নিরীক্ষণ,
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাসে ॥

সুহই।

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥
শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥

১। তুহুঁ--তুই। চুম্বে—চুম্বন করেন।
২। ভেল ভোরে—বিভোর হইলেন। ৩। শুতল শুইল। শেজে—বিছানায়। ৪। দোঁহা দুজনকে। বান্ধি—বাঁধিয়া। "বান্ধি" স্থলে "বন্দী"—প,ক,ত। পাশ—রজ্জু।
৫। নিরীক্ষণ – দর্শন।
৭। "আজি" স্থলে "আজু" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়। আজ রাত্রি রসের বাদল সদৃশ হইল। ৮। ভাসল— ভাসিল।
৯। শ্যাম রূপ মেঘ প্রেমসুধার ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাঠান্তর—"সুধাধার" স্থলে "রসধার"—প, ক, ত।
১০। তাঁহার (শ্যামের) কোলে রসিকা শ্রীরাধিকা যেন বিজলী সঞ্চার করিতেছেন।

প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগ বিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥

পঠমঞ্জরী।

রাইয়ের দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
দেখ সখি যুগল কিশোর।
কুসুমিত বৃন্দাবন, কল্পতরুর গণ,
সুশীতল জ্যোতি উজোর॥ ধ্রু।
দুহুঁ অঙ্গে চিত্র বেশ, কুসুমে বিচিত্র কেশ,
সৌরভে ভরল অলিকুল।
রতন খচিত বেশ, হেম মঞ্জীর সঞ্চিত,
নরোত্তম দাস মন পুর॥

১। পাঠান্তর—"ভাবে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।"—প, ক, ত।
বঙ্ক—বাঁকা। ২। "কুঙ্কুমে ভেল" স্থলে "পরিমল"—প, ক, ত
মৃগমদ—কস্তূরী। পঙ্ক—পাঁক।
৫। গিরিধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৭। বরিষণ—বর্ষণ।
১১। উজোর—উজ্জল। ১৩। ভরল—পরিপূর্ণ হইল।
১৪। মঞ্জীর—নুপূর। ১৫। পুর—পূর্ণ।

কামোদ।

নাগর পরম প্রেম, হেরি সুন্দরী,
উছলিত নয়নক লোর।
মৃদুতর বচনে, প্রবোধই নাহক,
যতনহি লেই করু কোর॥
কি কহব আনন্দ ওর।
রাইক পরশে, ভেল তহি চেতন,
মিলিত লোচন জোর॥ ধ্রু।
ধনী মুখ হেরি, তাপ সব মেটল,
বাঢ়ল রসের তরঙ্গ।
দুঁহে দোঁহা বদন, হেরি করু চুম্বন,
মাতল মনসিজ রঙ্গ॥
দুঁহে দোঁহা একমন, নিবিড় আলিঙ্গন,
জনু মণি কাঞ্চন জোর।

২। নয়নের জল প্রবাহিত হইতেছে। ৩। নাথকে প্রবোধ দিতেছেন।
৪। যত্ন সহকারে কোলে করিয়া। ৫। কহব বলিব। ওর—সীমা।
৬। রাইক—রাইয়ের। পরশে—স্পর্শে। ভেল—হইল।
তহি—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের)। ৭। চক্ষু উন্মিলিত হইল।
৮। ধনী—শ্রীরাধিকা। মেটল—দূর হইল। ৯। বাঢ়ল—বাড়িল।
১০। দুজনে দুজনের মুখ দেখিয়া চুম্বন করেন।
১১। মাতল—মাতিল। মনসিজ—কাম।
১৩। জনু—যেন। জোর—মিলিত।

আনন্দ লোচনে, দাস নরোত্তম,
হেরত যুগল কিশোর ॥ *

বিভাষ।

নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে পুনঃপুন,
দুহুঁ মুখচন্দ নিহারি।
অন্তরে উথলল, প্রেম পয়োনিধি,
নয়নে পূরল ঘন বারি ॥
রাই কণ্ঠ ধরি, গদ গদ বোলত,
দুহুঁ তনু প্রেমে বিভোর।
দুহুঁক বিচ্ছেদ, দুহুঁ সহই না পারই,
দুহুঁ দুহুঁ করতহি কোর ॥
বিগলিত কুন্তলে, মুকুতা দাম দোলে,
লোল অলকাবলি শোভা।

২। হেরত—দেখিতেছেন। * লীলাসমুদ্র।
৩-৪। আপন আপন গৃহে যাইবার সময় দুজনে দুজনের মুখচন্দ্র বারম্বার নিরীক্ষণ করেন।
৫। উথলল—উথলিয়া পড়িল। পয়োনিধি—সমুদ্র।
৬। পূরল—পরিপূর্ণ হইল। ৭। বোলত—বলিতেছেন।
৯। দুহুঁক—দুইজনের। সহই—সহিতে। পারই—পারে।
১০। দুই জনে দুইজনকে কোলে করিতেছেন।
১১। বিগলিত কুন্তলে—আলুলায়িত কেশে।
১২। কোঁকড়ান চুল বিশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

লহু লহু হাস, বিলাস ললিত মুখ,
দুহুঁ দুহুঁ মানস লোভা ॥
গদ গদ কণ্ঠ, কহই না পারই,
ধরই না পারই অঙ্গ।
নরোত্তম সহচরি, সহই না পারই,
দুহুঁক দুলহ রসভঙ্গ ॥*

বেহাগ।

কেলি সমাধি, উঠল দুহুঁ তীরহি,
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন মন্দির মাহা, বৈঠল নাগর,
করল ভোজন রঙ্গ ॥
আনন্দ কো করু ওর।

১। লহু—মৃদু। ২। দুজনে দুজনের চিত্তের লোভযুক্ত।
৩। কহই—বলিতে। ৪। অঙ্গ ধারণ করিতে পারেন না।
৬। দুহুঁক—দুজনের। দুলহ—দুর্লভ। রসভঙ্গ—বিলাসের-ভঙ্গ-বিচ্ছেদ।
* লীলাসমুদ্র।
৭। কেলি—ক্রীড়া। উঠল—উঠিলেন। দুহুঁ—শ্রীরাধাকৃষ্ণ।
তীরহি—তীরে; কুলে। ৯। মাহা—মধ্যে।
"নাগর" স্থলে "নায়র"—প, ক, ত। বৈঠল—বসিলেন।
১০। পাঠান্তর—"করু বন ভোজন রঙ্গ।"—প, ক, ত।
"করু জল ভোজন রঙ্গ।"—প, সা, ব।
করল—করিলেন। ১১। আনন্দের সীমা কে করিবে।

বিবিধ মিঠাই, ক্ষির বহু বনফল,
ভুঞ্জই নন্দ কিশোর ॥ ধ্রু ।
নাগর শেষ, লেই সব রঙ্গিণী,
ভোজন করু রস পুঞ্জে ।
ভোজন সমাধি, তাম্বূল সভে খাওল,
শুতলি নিজ নিজ কুঞ্জে ॥
ললিতা নন্দ কুঞ্জ যামুন তট,
শুতল যুগল কিশোর ।
দাস নরোত্তম, করতহি সেবন,
অলস নয়ন হেরি ভোর ॥

২। ভুঞ্জই—ভোজন করেন।
পদার্ণব সারাবলীতে "ভুঞ্জই" স্থলে "ভোজন" পাঠ আছে।
৩। "নাগর" স্থলে "নাগরক" প, সা, ব।
নাগর শেষ—শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশেষ।
"রঙ্গিণী" স্থলে "সঙ্গিনী" প, ক, ল।
৪। অত্যন্ত অনুরাগের সহিত ভোজন করেন।
৫। "সমাধি" স্থলে "সমাপি"—প, ক, ল। তাম্বূল—পান।
"খাওল" স্থলে "খায়ত"—প, সা, ব। ৬। শুতলি—শুইলেন।
৭-৮। যুগল কিশোর শুইলেন দেখিয়া ললিতা, কুঞ্জ, যমুনাতট আনন্দিত হইলেন। আরও এক অর্থ হয়—যমুনার তীরবর্ত্তি কুঞ্জে যুগল কিশোর শুইলেন দেখিয়া ললিতা আনন্দিতা হইলেন।
৯। "করতহি" স্থলে "করতই"—প, ক, ল। সেবন—সেবা করেন।

ললিত।

বলি বলি যাত ললিতা আলি।
শ্যাম গোরি মুখ মণ্ডল ঝলকই,
ছবি উঠত অতি ভালি॥ ধ্রু।
কুসুমিত কুঞ্জ, কুটীর মনো মোহন,
কুসুম শেজে দুহুঁ নওল কিশোর।
কোকিল মধুকর, পঞ্চম গায়ত,
বন বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল॥
রজনীক শেষে, জাগি শ্যাম সুন্দরী,
বৈঠলি সখীগণ সঙ্গ।
শ্যাম বয়নে ধনি, করহি আগোরল,
কহইতে রজনীক রঙ্গ॥

১। "যাত" স্থলে "যাও"—লী, স। যাত—যাইতেছে। আলি—সখী।
২। গোরি—সুন্দরী শ্রীরাধিকা। ঝলকই—দীপ্তিযুক্ত হইল।
৩। ভালি—ভাল। ৫। পাঠান্তর—"কুসুম শেজ পর নয়ল কিশোর।" —প, ক, ত। নওল—নূতন।
৬। মধুকর—ভ্রমর। পদামৃত সমুদ্রে "পঞ্চম" স্থলে "মঙ্গল" পাঠ আছে। লীলা সমুদ্রে "গায়ত" স্থলে "গাবই" পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। গায়ত—গান করিতেছে।
৭। "বন" স্থলে "নব"—প, ক, ত। হিলোল—তরঙ্গ।
৮। রজনীক—রাত্রির। ৯। বৈঠলি—বসিলেন।
১০। বয়নে—বদনে। ধনি—শ্রীরাধিকা। করহি আগোরল—হাত বাড়াইয়া দিলেন। ১১। কহইতে—বলিতে।

হেরি ললিতা তব, মৃদু মৃদু হাসত,
পুলকে রহলি তনু ভোরি।
নীল বসনে তনু, ঝাঁপলি সুন্দরী,
লাজে রহলি মুখ মোড়ি॥
যব মুখ মোড়ি, রহল তহিঁ নাগরী,
কানু করল পুন কোর।
আনন্দ হিলোলে, দাস নরোত্তম,
হেরত যুগল কিশোর॥*

ধানশী।

চলিলা নাগর রাজ ধনী দেখিবারে।
অথির চরণ যুগ আরতি বিথারে॥ ধ্রু।

১। হাসত—হাসিতে লাগিলেন। ২। "রহলি" স্থলে "পূরল"—প, ক, ত। ভোরি—বিভোর হইয়া; পূর্ণ হইয়া।
৩। ঝাঁপলি—আবৃত করিলেন। ৪। মোড়ি—মুড়িয়া।
৫। পাঠান্তর—"মুখহি মোড়ি, রহত যব সুন্দরী।"—লী, স। "তহিঁ" স্থলে "তব"—প, ক, ত। তহিঁ—তথায়।
৬। "করল" স্থলে "কয়ল"—প, ক, ত। কোর—কোল। কানাই পুনরায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।
৭। "হিলোলে" স্থলে "লোচনে"—লী, স।
৮। হেরত—দেখিতেছেন। * পদামৃত সমুদ্র।
৯। চলিলা—চলিলেন। "নাগর" স্থলে "রসিক"—লী, স। ধনী—শ্রীরাধিকা।
১০। অথির—অস্থির। যুগ—যুগল। আরতি—আসক্তি। বিথারে—বিস্তার করে।

সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন তরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতি আছে রাধে।
ধনী মুখচান্দ হেরই পহুঁ সাধে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগমাঝ।
পুনঃ পুন চুম্বই বিদগধ রাজ॥
অচেতন রাই সচেতন ভেল।
মদন জনিত দুঃখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥*

১। সোঙরিতে—স্মরণ করিতে। সো—সেই। ভেল—হইল।
২। বাঢ়ল—বাড়িল। ৩। "সুশীতল কুঞ্জবনে" স্থলে "নবকিশলয় দলে"—লী, স। শুতি শুইয়া।
৪। ধনী মুখচান্দ—শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র। "পহুঁ" স্থলে "পিয়া"—লী,স। পদকল্পতরুতে "পুন" পাঠ আছে। হেরই দেখিতেছেন।
৫। কপোল—গাল। ৬। "পুনঃ পুন" স্থলে "ঘন ঘন"—লী, স। চুম্বই—চুম্বন করেন। বিদগধ রাজ—রসিকের রাজা।
৭। পাঠ দুই প্রকার—"অচেতন ছিলা রাই সচেতন ভেল।"—প, ক, ত। "অচেতন রাই মোর সচেতন ভেল।"—লী,স।
৮। "মদন" স্থলে "বিরহ"—লী, স। ৯। পহুঁ—প্রভু।
১০। ওর—শেষ; সীমা। * পদামৃত সমুদ্র।

রসোদ্গার।

ধানশী।

সজনি! বড়ই বিদগধ কান।

কহিল নহে সে, প্রেম আরতি,

কষিল হেম দশ-বাণ॥

সমুখে রাখিয়া মুখ, আঁচরে মোছই,

অলকা তিলকা বনাই।

মদন রস ভরে, বদন হেরি হেরি,

অধরে অধর লাগাই॥

কোরে আগোরি, রাখই হিয়া পর,

পালঙ্কে পাশ না পাই।

১। বিদগধ—রসিক। কান—কানাই। পাঠান্তর—"সখিহে বড়ই বিনোদিয়া কান।"—লীলা সমুদ্র।

২। বিভিন্ন পাঠ—"কহিল নহে সে যে প্রেম আরতি"—লী, স। পাঠান্তর—"কহিল নহে সে যে পিরীতি আরতি"—পদামৃত সমুদ্র। আরতি—আসক্তি। ৩। কষিল—দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিল। হেম—শ্রীরাধিকা। ৪। আঁচরে—অঞ্চলে। মোছই—মুছিয়া দেন। "মোছই" স্থলে "মোছায়ই"—পদকল্পতরু।

৫। বনাই—প্রস্তুত করেন; বিন্যাস করেন।

৬। "হেরি হেরি" স্থলে "নেহারই" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।

৭। অধর—মুখ। ৮। কোলে তুলিয়া লইয়া নিজ বক্ষের উপর রাখেন। কোরে—কোলে। আগোরই—আগাইয়া লইলেন।

৯। পালঙ্কে গাত্র স্পর্শ করিতে দেন না। "পালঙ্ক" স্থলে "শয়ন"—লী, স।

ও সুখ সাগরে, মদন রস ভরে,
জাগিয়া রজনী গোঙাই ॥
কেবল রসময়, মধুর মুরতি,
পিরীতি ময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাস কহ, যাহার অনুভব,
সে জানে ও রসরঙ্গ ॥

রসালস।

বিভাস।

সুরত সমাপি রাই ঘন শ্যাম।
রসভরে দেখি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান ॥
আলসে বিঘূর্ণিত লোচন তার।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ চুম্বই পুনর্ব্বার ॥

১—২। পাঠান্তর—"নবীন প্রেমভরে, ও সুখ সায়রে,
জাগিয়া রজনী পোহায়।"—লী, স।
২। গোঙাই—কাটায়; ক্ষেপন করে। ৩। মুরতি—মূর্ত্তি।
৫—৬। পাঠান্তর—"কহই নরোত্তম, যাহার অনুভব,
সেই সে বুঝে এহি রঙ্গ।"—লী, স।
৭। সুরত -রতিক্রিয়া। সমাপি—সমাপন করিয়া; শেষ করিয়া।
ঘনশ্যাম—শ্রীকৃষ্ণ।
৮। দুহুঁ দুইজন। দুহুঁক- দুইজনের। বয়ান—বদন।
৯। আলসে- আলস্যে। ১০। চুম্বই- চুম্বন করেন।

প্রেম ভরে আকুল দুহুঁক শরীর।
নিন্দহ অলস নাহি রহু থির॥
উর পর নাগরী শুতাওল নাহ।
কো কহু দুহুঁ জন রস নিরবাহ॥
রতন শেজ পর শুতাওল রাই।
শুতল নাগর ধনী মুখ চাই॥
পলএক ঘুমল যুগল কিশোর।
হেরিল নরোত্তম আনন্দ ভোর॥*

কেদার।

আলসে শুতল দোঁহে মদন-শয়ানে।
উরে উর দোঁহে দোঁহার বয়ানে বয়ানে

২। নিন্দহ—নিদ্রা। অলস—আলস্য। নাহি—না। রহু—রহে; থাকে। থির—স্থির।
৩। উর পর—বুকের উপর। নাগরী—শ্রীরাধিকা। শুতাওল—শুয়াইলেন। নাহ—নাথ।
৪। কো কহু—কে বলিবে। নিরবাহ—নির্ব্বাহ।
৫। শেজ—শয্যা। পর—উপর।
৬। শুতল—শুইলেন। নাগর—শ্রীকৃষ্ণ। ধনী শ্রীরাধিকা।
৭। ঘুমল—নিদ্রা গেলেন। ৮। ভোর—বিভোর। * লীলাসমুদ্র।
৯। আলসে—আলস্যে। শুতল—শুইলেন। "দোঁহে" স্থলে "দুহুঁ" —পাঁ, র, ব।
১০। উরে—বক্ষঃস্থলে। বয়ান—বদন; মুখ।

দুহুঁক উপরে দোঁহে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া জড়িত যেন মরকত কাঁতি ॥
রতি-রসে পণ্ডিত নাগর কান।
রতি-রসে পরাভব ভেল পাঁচ বাণ ॥
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায় ॥

ললিত।

কিশলয় শয়নে শুতলি ধনী গোরী।
নাগর শেখর শুতল ধনী কোরি ॥
চন্দন চরচিত দুহুঁ জন অঙ্গ।
দুহুঁ গলে ফুলহার লম্বিত জঙ্ঘ ॥
বদনে বদন দোঁহার, চরণে চরণ।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে করয়ে সেবন ॥
পূরল দুহুঁ জন মন অভিলাষ।
দুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস ॥

২। কনয়া—সুবর্ণ। "যেন" স্থলে "জনু"—গী, র, ব। কাঁতি—কান্তি। ৩। কান—কানাই।
৪। পরাভব—পরাজয়। ভেল—হইল। পাঁচ-বাণ—কন্দর্প।
৫। স্বেদ-মকরন্দ পুষ্পের মধুর ন্যায় ঘাম। ৬। বায়—বাতাস।
৭। কিশলয়—নূতন পাতা। শয়নে—শয্যায়। শুতলি—শুইলেন। গোরী—শ্রীরাধিকা। ৮। কোরি—ক্রোড়ে।
৯। চরচিত—লেপিত। ১০। জঙ্ঘ—জঙ্ঘা। ১২। নর্ম্ম—প্রিয়।
১৩। পূরল—পূর্ণ হইল। ১৪। গাওত—গাহিতেছেন।

বরাড়ী।

রতি রণ পণ্ডিত নাগর কান।
রতি রণে পরাভব করি পাঁচবাণ॥
অলসে শুতি রহু কুসুম শয়ান।
দুই উরে উর রহু বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ ভুজ উপরে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া জ্যোতি আধ মরকত কাঁতি।

১। কান—কানাই। ২। পরাভব—পরাজয়। পাঁচ-বাণ—মদন। "করি" স্থলে লীলাসমুদ্রে "ভেল" ও পদামৃত সমুদ্রে "করু" পাঠ আছে।

৩। কুসুম শয্যায় আলস্যের নিমিত্ত শুইয়া রহিয়াছেন।

৪। উর—বক্ষঃস্থল। বয়ান—বদন; মুখ। রহু—রহিয়াছে।
পাঠান্তর—"দুহুঁ উরে উরে রহু বয়ানে বয়ান।"—পদামৃত সমুদ্র।
বিভিন্ন পাঠ—"উর পর উর দেই বয়ানে বয়ান।"—লী, স।
৪ চরণ পরে লীলাসমুদ্রে এইরূপ পাঠ আছে।—

"কোরে আগোরল দুহুঁ ভুজ জাতি।
কনয়া জ্যোতি আধ মরকত কাঁতি॥
এক শিয়র পর দুহুঁ শির রাখি।
আলসে নিচল দুহুঁকর আঁখি॥
অধরে অধব ধরু বিদগধ রাজ।
পুন ফিরি মদন সাজল নব সাজ॥
স্বেদ বিন্দু দুহুঁকর গায়।
নরোত্তম দাস করু চামর বায়॥"

৫। "ভুজ" স্থলে "কর"—পদামৃত সমুদ্র।

৬। অৰ্দ্ধেক সুবর্ণের জ্যোতি এবং অৰ্দ্ধেক মরকতের কান্তি।
কাঁতি—কান্তি।

স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরে বায় ॥*

বড়ারী।

নিধুবন সমরে অবশ দুহুঁ অঙ্গ।
শুতল দুহুঁ জন রতন পালঙ্ক ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখীগণ সঙ্গে।
নিজ নিজ সেবন করুতহি রঙ্গে ॥
প্রেম ভরে অলসল লোচন জোর।
ঘুমল রাই কানু করি কোর ॥
দুহুঁ ভুজ দুহুঁ জন কণ্ঠহি লোল।
মনমথ উলসিত ভই গেল ॥
সবহুঁ সখীগণ শয়নহু কেলি।
হেরি নরোত্তম আনন্দ ভেলি ॥*

১। স্বেদ মকরন্দ--পুষ্পের মধুর ন্যায় ঘাম। গায়--গাত্রে।
পাঠান্তর -"দুহুঁকর স্বেদ বিন্দু বিন্দু গায়।"-- পদামৃত সমুদ্র।
২। করু—করেন বায়--বাতাস। * পদকল্পলতিকা।
৩। সমরে---যুদ্ধে। (এখানে) রতিক্রিয়া। দুহুঁ দুই (শ্রীরাধাকৃষ্ণ)।
৪। শুতল—শুইলেন। ৬। করুতহি -করিতেছেন। রঙ্গে—আনন্দে।
৭। অলসল—আলস্যযুক্ত হইল। জোর—জোড়; দুই।
৮। ঘুমল—ঘুমাইল। কানু---কানাই। কোর—ক্রোড়।
৯। কণ্ঠহি—গলাতে। লোল—ঝুলিতেছে।
১০। মনমথ—কাম। উলসিত—উল্লাসিত। ভই— হইয়া।
১১। সবহুঁ- সমুদায়। শয়নহু কেলি—শয়ন করিল।
১২। হেরি—দেখিয়া। ভেলি— হইলেন। * লীলাসমুদ্র।

রাসলীলা

কেদার।

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুহুঁ লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥

১—২। পাঠান্তর—"কদম্ব তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল,
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।"—প, ক, ত।
বিভিন্ন পাঠ—"কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমিতল,
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।"—লী, স।

৩। পরিমল—সুগন্ধ। "সকল বৃন্দাবন" স্থলে "সকল বিরিন্দাবন"—পদামৃত সমুদ্র ও প, র, ব।

৫। বিলসই—লীলা করেন; আমোদ করেন।

৬। কিয়ে দুহুঁ লাবণি—কিবা দুই জনের লাবণ্য। বৈদগধি ধনি ধনি—ধন্য ধন্য রসিকতা।

৭। আভরণ—অলঙ্কার। ৬। পাঠান্তর—"কিবা রূপ লাবণি"—প, ক, ল।

৬—৭। বিভিন্ন পাঠ "নব্য বেশ বৈদগধি, ধনি ধনি সুবদনী,
আভরণ সাজে অঙ্গে অঙ্গে।"—লী, স।

রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করজোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলক তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥

১। "রাইর" স্থলে "রাধার" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়। "প্রিয়" স্থলে "পঁহু"—প, ক, ল।
"গিরিধর" স্থলে "গদাধর" পাঠ পদামৃত সমুদ্রে আছে।
৩। বরিষণ—বর্ষণ করেন। ৪। ঢুলায়—ব্যাজন করে।
৫। পরাগ—পুষ্পরেণু; পুষ্পধূলি। ধূসর—ধূলার মত বর্ণ।
৭। পদকল্পতরুতে "করজোড়ি" স্থলে "কর ধরি" পাঠ আছে।
৮। "তনু" স্থলে "অঙ্গ"—প, ক, ত; পদামৃত সমুদ্র।
৭—৮। পাঠান্তর—"দুহুঁ করে করজোড়ি, গতি কিয়ে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলক তনু ধরে।"—লী, স।
৯। মৃগমদ—কস্তূরী। ১০। বরিখয়ে—বর্ষণ করে।
১১—১২। পাঠান্তর—"শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা রাই মুখইন্দু,
অধরে মুরলী মৃদু বাজে।"—প, ক, ত।
১২। "নাহি" স্থলে "নহ"—প, র, ব। ১১। শ্রম জল—ঘাম।

হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুহুঁক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন মোহনলীলা করু॥

অনুরাগ নায়ক সম্বোধনে।

সুহই।

কি ক্ষণে হইল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুখ পরাণে তা জানে॥

১—৪। পাঠান্তর—"কুসুমিত বৃন্দাবন, কলপতরুরগণ,
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম, মন্দির সুন্দর যেন,
নরোত্তম মনোরথ পূর॥"
—প, ক, ত, ; প, র, ব ; পদামৃত সমুদ্র
২—৪। বিভিন্ন পাঠ—"লোচন মোহন লীলা ধরু।
দুহুঁ রূপ লাবণি, হেম মরকত মণি,
নরোত্তম মনোরথ ভরু॥"—লী, স।
২। ভরু—ভরুক ; পূর্ণ হউক।
৭। নিরবধি—সর্ব্বদা।

শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী রাগি।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি ॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরম পাছে তোমারে হারাই ॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পীয়াসে ॥*

কল্যানী।

ওহে নাগর বর, শুনহে মুরলী ধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ নখর মণি, জনু চান্দের গাঁথুনি,
ভাল শোভে আমার গলায় ॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, যখন তুমি যাওহে রঙ্গে,
তখন আমি আঙ্গিনায় দাড়াঞা।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রৈল তুয়া পথ চাঞা ॥
যখন তোমায় পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে,
আল্যাইলে কেশ নাহি বান্ধি।

১। "রাগি" স্থলে "আগি" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।
২। নয়ান—চক্ষু। কান্দে—কাঁদে। লাগি—জন্য।
৬। মরয়ে—মরে। পীয়াসে—পিপাসায়। * গীতরত্নাবলী।
৭। বর—শ্রেষ্ঠ। ৮। তুয়া—তোমার।
৯। নখর—নখ। জনু—যেন। ১২। দাঁড়াঞা—দাঁড়াইয়া।
১৪। চাঞা—চাহিয়া।

রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বন্ধুর গুণ গাই,
ধূমার ছলায় বসি কান্দি॥
মণি নও মাণিক্য নও, হিয়ায় পরিলে রও,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ॥
অগোর চন্দন হৈতাম, শ্যামাঙ্গে লেপিয়া রৈতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামনের চান্দে হাত,
বিহি কিয়ে পূরাবে আমায়॥
নরোত্তম দাসে কয়, তোমার বিচিত্র নয়,
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ প্রাণ যাবে,
সেই দিন দিহ পদ ছায়া॥ *

বিভাষ।

মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোর।
তোহারি প্রেম লাগি, পুন চলি যাওব,
অব দরশন নাহি মোর॥ ধ্রু। ১

১০। বিহি—বিধি। * গীতরত্নাবলী।
১৫। হামারি—আমার। ১৬। তোহারি—তোমার।
লাগি—জন্য। যাওব—যাইব।
১৭। আর আমার দেখা পাইবে না। অব—আর।

কহইতে রাই বচন ভেল গদ গদ,
শুনইতে আকুল কান।
ত্বহুঁ মুখ হেরইতে, ত্বহুঁ দিঠি ঝর ঝর,
শাঙন জলদ সমান॥
এত বলি স্থন্দরী, পাওল নিজ মন্দিরে,
নিচোলে রহু অতি ভোর।
দাস নরোত্তম, হেরই অপরূপ,
পীত নিচোলে তনু জোর॥ ※

করুণ।

কিবা সে তোমার প্রেম, কত লক্ষ কোটি হেম,
সদাই জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি, তেঞি সে পাইয়াছি লাগি,
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ভরে॥

১। কহইতে—বলিতে। ভেল—হইল।
২। শুনইতে—শুনিতে। কান—কানাই।
৩। ত্বহুঁ—দুই। হেরইতে—দেখিতে। দিঠি—চক্ষু।
৪। শ্রাবণের মেঘ যেমন ধারা বর্ষণ করে। শাঙন—শ্রাবণ
জলদ—মেঘ।
৬। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বিভোর হইয়া রহিলেন।
নিচোল—বস্ত্রাঞ্চল।
৮। জোর—একত্র। লীলাসমুদ্র।
১১। পুরুবে—পূর্ব্বে। আছিল—ছিল। ভাগি—ভাগ্য।
তেঞি—তাই সেই জন্য

কালিয়া বরণ খানি, আমার মাথার বেণী,
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চান্দ মুখে মুখ, পুরাব মনের সুখ,
যে বলু সে বলু ছার লোকে॥
মণি নহ মুকুতা নহ, গলায় গাঁথিয়া লব,
ফুল নহ কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণ নিধি,
লইয়া ফিরিতুঁ দেশে দেশ॥
নরোত্তম দাস কয়, তোমার চরিত্র নয়,
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিনে তোমার ভাবে, আমার পরাণ যাবে,
সেই দিন দিও পদ ছায়া॥ *

১। কালিয়া—কৃষ্ণবর্ণ। বরণ—বর্ণ। ২। আঁচরে—অঞ্চলে।
৩। চান্দ চাঁদ। ৪। বলু—বলুক।
৮। ফিরিতুঁ—ফিরিতাম। * লীলাসমুদ্র।

অনুরাগ—সখী সম্বোধনে।

ধানশী।

সখি হে অব কিয়ে করব উপায়।
সুখে থাকিতে বিহি না দিলে হামায়॥
হাম আওলু সখি কানু আশোয়াশে।
ধিক ধিক অব ভেল জীবন শেষে॥
সো চঞ্চল হরি শঠ অধিরাজ।
পহিলহি না জানিয়া কৈনু হেন কাজ॥
কার দোষ দিব সখি আপন কুমতি।
আপনা খাইয়া মুঞি করিনু পিরীতি॥
পরিণামে হেন হবে ইহা নাহি জানি।
তবে কেন এই আগুণে জারিব পরাণী॥
পর পুরুষের সনে পিরীতের সাধ।
নরোত্তম দাস কহে বড় পরমাদ॥ *

১। অব—এখন। কিয়ে—কি। করব—করিব।
২। বিহি—বিধি। হামায়—আমাকে।
৩। হাম—আমি। আওলু আসিলাম। কানু—কানাই।
আশোয়াশে—আশ্বাসে। ৪। ভেল—হইল।
৫। সো—সেই। অধিরাজ—সম্রাট।
৬। পহিলহি—প্রথমে। কৈনু—করিলাম। ৮। মুঞি—আমি।
১০। জারিব—জ্বালিব। পরাণী প্রাণ। * নীলাসমুদ্র।

বিপ্রলব্ধা।

পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে, রজনী গোঙাব সই,
সাধে নিরমিলুঁ আশা-ঘর।
কোন কুমতিনি মোর, এঘর ভাঙ্গিয়া দিল,
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি, এ বেশ বনালুঁ গো,
সকলি বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর, কেবা লৈয়া গেল গো,
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥

বিপ্রলব্ধা লক্ষণ—
"সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন। প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়। এই আইসে প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ার কারণে। ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়। * * * *"

ভক্তমাল।

১। কোরে—কোলে। গোঙাব—কাটাইব।
২। নিরমিলুঁ—নির্ম্মাণ করিলাম। ৩। কুমতিনী—কুমন্ত্রিনী।
৪। দিগন্তর—অন্যদিগে। ৫। বনালুঁ বনাইলাম।
৬। ভেল—হইল। মোয়—আমার; আমাকে। ৮। কোয়—কে।

গগন উপরে চান্দ, কিরণ উদয় গো,
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি, কেমনে পোহাব গো,
পরাণ না হয় তার সাথি॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া, খপুর পূরিল সই,
প্রিয়া বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতী মালা, বৃথাহি গাঁথিলুঁ গো,
কেমনে রজনী গোঙাইব॥
এ পাপ পরাণ মোর, বাহির না হয় গো,
এখনে আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধর ধনি, ধাইয়া চলিলুঁ গো,
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥

১। "উদয়" স্থলে "উজর"—প, ক, ত।
৫। খপুর—ঘট। ৬। প্রিয়া—প্রিয়তম।
৭। "বৃথাহি" স্থলে "বৃথাই"—প, ক, ত। গাঁথিলুঁ গাঁথিলাম।
১০। আছয়ে আছে। ১১। চলিলুঁ—চলিলাম।

মান।

সুহই।

কি কহব তুহুঁ তুরভাগ।
না হেরসি তুহুঁ পরিণাম॥
অবহুঁ চলু মঝু সাথ।
উহ করুণা রাখব বাত॥
শুনি পহুঁ আনন্দিত ভেলা।
নাসা পরশি সঙ্গে চলি গেলা॥
থাড়ি রহল রাই পাশে।
দুহুঁ মুখ হেরি হাসে॥
হিয়ে ধরি চুম্বন কান।
পাওল তুহুঁ জীউ দান॥

১। কহব বলিব। তুহুঁ তুজনের। তুর ভাগ—অন্যায় ছল।
২। হেরসি—দেখিতেছে। ৩। অবহুঁ—এখনও।
চলু—চল; গমন কর। মঝু—আমার। সাথ—সঙ্গে।
৪। উহ—সে (শ্রীরাধিকা)। সে অনুগ্রহ করিয়া কথা রাখিবে।
৫। পহুঁ—প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ)। ভেলা—হইলেন।
৬। নাসা—নাসিকা। পরশি—স্পর্শ করিয়া।
৭। থাড়ি—নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া। C. F. "থাড়ি রহো হামনে আগে।"
৯। হিয়ে—হিয়ায়; হৃদয়ে। কান—কানাই।
১০। তুইজনে জীবনদান পাইলেন।

মদন কলহ দুহুঁ ভাষ।
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস॥ *

মানশা।

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর।
কানু কমল-করে মোছাই লোর।
মান-জনিত দুঃখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥

১। ভাষ—ভাষা। ২। রহুঁ—রহিলেন। * লীলাসমুদ্র।
৩। হেরল—দেখিলেন। যব যখন। সো সেই। মুখ-ইন্দু—চন্দ্রবদন। ৪। মানের মধ্যে আনন্দ সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।
৫। ভাঙ্গল—ভাঙ্গিল। রোদনহি ভোর—ক্রন্দনে বিভোর। পদকল্পতরুতে এই পদটি দুই স্থানে আছে। শেষে যে পদটী আছে তাহাতে ৩ ও ৪ চরণ নাই।
৬। কমল করে—পদ্মহস্তে। "মোছই" স্থলে "মুছই"—প, ক, ল ও গী, র, ব। লোর—অশ্রু।
৮। ভেল—হইল। "মুখ" স্থলে "দুহু"—গী, র, ব।

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহি দূরে রহু নরোত্তম দাস॥

প্রবাস।

পঠমঞ্জরী।

মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি, মধুপুর যাবে জানি,
তবে আমি তেজিব পরাণ॥
নহেত আনল খাব, কিবা বনে প্রবেশিব,
এই আমি দঢ়ায়াছি চিতে।
লইয়া তোমার নাম, গলায় গাঁথিয়া শ্যাম,
প্রবেশ করিব যমুনাতে॥

৩। "দুহু"—স্থলে "দোঁহার" পাঠ পদকল্পতরুর দ্বিতীয় পদে দেখিতে পাওয়া যায়। ৪। দূরহি দূরে অতিশয় দূরে। রহু—রহিয়াছেন। "দূরহি" স্থলে "দূরেহু" ও "দূরেহি" পাঠ পদকল্পলতিকা ও পদকল্পতরুতে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রবাস লক্ষণ—"প্রিয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায়।
তাহাকেই রীত এই প্রবাস কহয়॥"—ভক্তমাল।

৫। নিধনিয়ার—নির্দ্ধনের। ৭। তেজিব—ত্যাগ করিব।
৮। আনল—আগুন। ৯। দঢ়ায়াছি—দৃঢ় করিয়াছি; সংকল্প করিয়াছি। চিতে—চিত্তে।

কুলবতী হৈয়া যেন, কেহ ত না করে প্রেম,
পিরীতি করহ এই রীতে।
যে জন চতুর হয়, প্রেম রস কভু নয়,
রস হৈলে হয় বিপরীতে॥
বুঝিনু ঐছন কাজ, তুমি সে নাগর-রাজ,
যুবতী জনের প্রাণ লৈতে।
নরোত্তম দাস কয়, না জানি কি জানি হয়,
নিশ্চয় কহিলাঙ প্রাণনাথে॥ *

ধানশী।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহা গেল জানা॥
দাব-দগধ ধিক ছট ফটি এহ।
এ ছার নিলজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ॥

৫। ঐছন—এই প্রকার। ৮। কহিলাঙ—কহিলাম। * লীলাসমুদ্র।
১২। "ইহা" স্থলে "তাহা"—প, ক, ত।
১৩। দাব-দগধ—অগ্নিদগ্ধ। এহ—এই।
১৪। নিলজ—নির্লজ্জ। ছাড়য়ে—ছাড়ে।

কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাঙ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যাম সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥

ধানশী।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
আনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি॥

১। বিনু—বিনা। ২। গোঙাব—কাটাইব। ৫। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। ৬। প্রিয়তমের বালাই লইয়া আমি মরিয়া যাই।
৭। নরোত্তম তথায় (মথুরায়) গিয়া তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) সত্য ঘটনা জানাইবেন।
৮। শ্যামরূপ সুধা না মিলিলে সকলেরই মরণ মঙ্গল।
৯। তাপ—যাতনা; মনঃপীড়া। ১০। আনলে—আগুনে। পশিব—প্রবেশ করিব। "কি" স্থলে "কিবা" পদামৃতসমুদ্র।
১১। "রাঙ্গা" স্থলে "রাগি"—লী, স। ১২। পরাণি—প্রাণ।

মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল-ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতির ফান্দ॥

পঠমঞ্জরী।

আরে কমল দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ মুখ দেখি॥
যে সব করিলা কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায়॥

১। "মুছিব" স্থলে "মুছাব"—প, ক, ত।
২। লীলাসমুদ্র ও পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে "আর" শব্দটি নাই।
৩। মাল--মালা। পাঠান্তর—"শ্রীবৃন্দাবনের ফুলে গাঁথিয়া দিব হার।"—লী, স। ৪। বনাইয়া—বিন্যাস করিয়া। বান্ধব—বাধিব। কুন্তল ভার—কেশরাশি।
৫। কপালে তিলক দিব এবং চন্দনের চাঁদ নির্ম্মাণ করিব।
৬। ফান্দ--ফাঁদ। ৭। পাঠান্তর—"কমল দল আঁখি রে কমল দল আঁখি।"—লী, স। কমল-দল আঁখি—পদ্মের পাপড়ীসদৃশ চক্ষু যার। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করা হইয়াছে।
৮। বারেক—একবার। বাহুড়··ফিরিয়া দেখ।
৯। পাঠান্তর—"সে সব করিয়া কেলি গেলা বা কোথায়"—স, সা, সং।
১০। সোঙরিতে মনে করিতে। বিভিন্ন পাঠ—"সোঙরিতে দুখ উঠে কি করি উপায়।"—লী. স।

আঁখির নিমিষে মোরে হারাও হেন বাস
এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূর দেশ ॥
প্রাণ ছটফট করে নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম দাস কহে কঠিন চরিত ॥

পঠমঞ্জরী।

নব ঘন শ্যাম, অহে প্রাণ,
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন শশী, অমিঞা মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি,
তবে তোমা দেখিতুঁ সদাই।
এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি,
এবে তোমা দেখিতে না পাই ॥

১। পাঠান্তর—"আঁখির নিমিখে তুমি হারাও হেন বাস।"—লী, স।
২। "গেলা" স্থলে "রহিলা"—লী, স। ৩। সম্বিত—সম্বরণ; স্থৈর্য্য।
৪। "কহে" স্থলে "পহুঁ" লী, স।
৫। পাঠান্তর—"নবঘন শ্যাম ওহে, প্রাণ বন্ধুয়া"—প, ক, ত।
লীলাসমুদ্রে "নব" শব্দ নাই।
৬। আমি তোমাকে ভুলিতে পারি না।
৭। অমিঞা—অমৃত। "অমিঞা" স্থলে "অমিয়"—প, ক, ত।
৯। আদি প্রথম। (ক) "লিখিতুঁ" স্থলে "লিখিতাম"—প, ক, ত।
১০। "দেখিতুঁ" স্থলে "দেখিতাম"—ঐ।
১১-১২। পাঠান্তর—"কেনে বুকে না লিখিলুঁ, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ,
তেঞি তোমা দেখিতে না পাই।"—লী, স।
১২। এবে এখন।

এমত বেথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,
কি কহিব কহনে না যায়॥
এবে সে বুঝিলু সখি, জীবন সংশয় দেখি,
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ, বিধাতা করিলে বাদ,
নরোত্তম জীবন আপায়॥

তুড়ি।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।

১। বেথিত—ব্যথিত। পিয়ারে—প্রিয়তমকে। "আনিয়া" স্থলে "মিলায়া"—লী, স।

৩–৪। বিভিন্ন পাঠ—"পরম গুণের নিধি, হরিয়া নিলেক বিধি,
কি করিব কহরে উপায়।"—লী, স।

৪। কহনে—বলিতে।

৫। পাঠান্তর—"পরম বেদনী তুমি, তোমারে কহিল আমি।"—লী, স।
"জীবন" স্থলে "পরাণ"—প, ক, ত।

৬। ভায়—উদয় হয়; উৎপত্তি হয়।

৭। "করিলে বাদ" স্থলে "পড়িলে বাজ"—প, ক, ত।

৮। "আপায়" স্থলে "উপায়"—লী, স। আপায়—সৌভাগ্যহীন।

৯। "কবে" স্থলে "কোথা"—লী, স। মাঝারে—মধ্যে।

১০। পাঠান্তর—"নিরখিব সো চাঁদ বদন।"—লী, স।

সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণ প্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনা পুলিন ॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিল মাত্র না রাখিল তার।

১। বিভিন্ন পাঠ "বসাইব প্রাণ প্রিয়া" স্থলে "তাহাতে বসাব পিয়া" ঐ।
২। পাঠান্তর—"জুড়াইবে এ পাপ পরাণ"—ঐ। নিরখিব—দেখিব।
৩। "হে সজনি" স্থলে "হরি হরি"—লী, স।
৪। পাঠান্তর—"পরাণ নাথের সঙ্গে, কৌতুকে ফিরিব রঙ্গে।"—ঐ।
৫। পুলিন—চড়া; কিনারা।
৬। ভেটিব—মিলিত হইব; সাক্ষাৎ করিব। "গিয়া" স্থলে "যাঞা"—প্রার্থনা। ১০। পাঠান্তর—"এমন বিধির নাট"—লী, স।
১১ ছত্রের পর লীলাসমুদ্রে বেশী কয় ছত্র পাওয়া যায়।
"মোরে কৈলে দীন হীন, তারে কৈলে উদাসীন,
বল সখি কি হবে উপায়।
শুথাইল সুখ সিন্ধু, না রাখিল এক বিন্দু,
শয়ন স্বপন মনে ধায় ॥
ছট ফট করে হিয়া, নিবারিব কিবা দিয়া,
বল সখি কি হবে আমার।"

কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র কুমার ॥*

মাথুর।

(সখ্যুক্তি।)

ধানশী।

শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ।
ধনী যদি দেখবি না সহে বেয়াজ ॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি বর নারী।
বিষম কুসম-শর সহই না পারি ॥

১। পাঠান্তর—“নরোত্তম দাস কহে, সদাই পরাণ দহে”।—লী, স।
২। ব্রজেন্দ্র কুমার—শ্রীকৃষ্ণ।
* এই পদটী [illegible] ধরিয়া থাকেন।
৩। বিদগধ রাজ—[illegible]।
৪। ধনী—শ্রীরাধিকা। “যদি” স্থলে “যব”—লী, স। “দেখবি” স্থলে “পেখবি”—প, ক, ত ও পদামৃত সমুদ্র। “সহে” স্থলে “কর”—পদামৃত সমুদ্র। বেয়াজ—বিলম্ব।
৫। পাঠান্তর—“শীতল নিকুঞ্জ বনে শুতলি বর নারী।”—লী, স। নূতন পাতার বিছানায় নারীশ্রেষ্ঠা (শ্রীরাধিকা) শুইয়া আছেন।
৬। কুসুম শর—মদন। সহই—সহিতে।

হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশক লাগি॥
অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানিয়ে অবকিয়ে ভেল পরমাদ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান॥

(সখ্যুক্তি।)

তিরোতা-ধানশী।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদ মুখ কান্দে উভরায়॥
কাঁহা মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাহাঁ নব ঘন শ্যাম॥

১। হিমকর—চন্দ্র। চন্দ্র, চন্দন, বায়ু এ সকল আগুণের সদৃশ হইয়াছে। ২। তুয়া দরশক লাগি—তোমাকে দেখিবার জন্য। পাঠান্তর—"জীউ বহত তুয়া দরশন লাগি"—লী, স।

৩। "অনেক" স্থলে "কতেক"—লী, স। আখর—অক্ষর।

৪। জানি না এখন কিবা প্রমাদ ঘটিল। ৫। পহুঁ—প্রভু। কান—কানাই। ৬। পাঠান্তর—"রসিক কলাগুরু সব রস জান।"—লী, স। রসিকশিরোমণি তুমি সবই জান।

৭। তুয়া—তোমার। সব দিশ চায়—সব দিগে তাকায়।

৮। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। ৯। কাঁহা—কোথায়। দিব্যাঞ্জন—(শ্যামরূপ) উৎকৃষ্ট অঞ্জন। নয়নাভিরাম—নয়নানন্দ বর্দ্ধন (শ্রীকৃষ্ণ)।

১০। কোটি চন্দ্রের তুল্য শীতল আমার নবঘন শ্যাম কোথায়।

অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়া-কর্ষ কাহাঁ মুরলী বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥

২। পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ—পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণকারী।
৪। পাঠান্তর—"উনমতি হৈয়া ধায় চায় আলিঙ্গন।"—পদামৃত সমুদ্র।
উনমত—উন্মত্ত।
৫। রাইয়ের উন্মাদ দশার কথা আর কি বলিব।
৬। পশু পক্ষী (ঐ দশা) দেখিয়া দুঃখ করে।
৭। ভোর বিভোর। ৮। ওর—সীমা।

যুগল-রূপ।

ললিত।

এতক্ষণে রাই ধনী ঘুমাইল। ধ্রু।
দুই বাহু রাহু যেন চান্দে গরাসল।
কনক লতিকা যেন তমালে বেঢ়ল॥
চাঁদ বদন বদন চাঁদ ইন্দু বদন শশী।
দুই চাঁদে এক যেন চান্দে মিশামিশি॥
শ্যাম নাসার নিশ্বাসেতে রাইর মতি দোলে।
জাহ্নবীর জলে যেন কনক মালা খেলে॥
দূরেহুঁ দূরে গেও যত সখীগণ।
নরোত্তম দাস কহে যুগল মিলন॥ *

২। বাহু রাহু—বাহুরূপ রাহু। চান্দে—চাঁদকে (শ্রীরাধার বদন চন্দ্রকে উদ্দেশ করা হইয়াছে।) গরাসল—গ্রাস করিল।

৩। কনক লতিকা—সোণার লতা (শ্রীরাধিকা)। তমালে—তমাল বৃক্ষ (শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করা হইয়াছে)। বেঢ়ল—ঘিরিল।

৬। নাসার—নাসিকার। মতি—(নোলকের) মুক্তা।

৭। জাহ্নবী—গঙ্গা।

৮। দূরেহুঁ দূরে—অতিশয় দূরে। গেও—গিয়াছেন।

* গীতরত্নাবলী। এই পদটী রসামৃতসের মধ্যেও ধরা যায়।

কেদার।

তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥
কাজরে মিশাল কিয়ে নব গোরোচনা।
নীলমণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোণা॥
কনকের বেদি ভেদি কালিন্দী বহিল।
হেমলতা ভুজ দণ্ডে কানুরে বেড়িল॥
আন্ধারে জ্বলয়ে কিবা রসের দীপিকা।
তমালে বেড়ল জনু কনক লতিকা॥
রাই সে রসের নদী অমিয়া পাথার।
রসময় কানু তাহে দিয়াছে সাঁতার॥
রাই সে রসের সিন্ধু তরঙ্গ অপার।
ডুবল নরোত্তম না জানি সাঁতার॥*

১। তুহুঁ—তুই। ২। কানু—কানাই। ৩। কাজরে—কাজলে। কিয়ে—কি; কিবা। গোরোচনা—স্বনাম খ্যাত পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ। ৪। পশিল—প্রবেশ করিল।
৫। কনক—সোণা। ভেদি—ভেদ করিয়া। কালিন্দী—যমুনা।
৬। সোণার লতার (শ্রীরাধিকা) বাহুদ্বারা কানাইকে বেষ্টন করিল। হেমলতা—শ্রীরাধিকা।
৭। আন্ধারে—অন্ধকারে। জ্বলয়ে—জ্বলে। দীপিকা—প্রদীপ।
৮। বেড়ল—বেষ্টন করিল। জনু—যেন। লতিকা—লতা।
৯। অমিয়া—অমৃত। ১০। তাহে—তাহাতে (নদীতে)।

* গীতরত্নাবলী।

মঙ্গল।

ও মুখ শরদ, সুধাকর সুন্দর,
ইহ নলিনী দল গঞ্জে।
ও তনু নব ঘন, সুন্দর রঞ্জিত,
ইহ থির দামিনী পুঞ্জে॥
দেখ রাধা মাধব জোরি।
দুহুঁক পরশ রসে, দুহুঁ পুলকাইত,
দুহুঁ দোঁহা রহল আগোরি॥
ও নব নাগর, সব গুণ আগোর,
ইহ সে কলাবতী সীম।
ও অতি চতুর, শিরোমণি বিদগধ,
এ সব গুণহি গরীম॥

১। সুধাকর—চন্দ্র। ২। এ মুখ পদ্মকে গঞ্জনা দেয়।
৩। নবঘন—নূতন মেঘ। ৪। থির দামিনী—স্থির বিজলী। পুঞ্জ—সমুহ। ৫। জোরি—একত্রিত।
৬। দুহুঁক—দুই জনের। পরশে—স্পর্শে। পুলকাইত—আনন্দিত
৭। দুইজন পরস্পরকে আগলাইয়া রহিলেন।
৮। আগোর—ভাণ্ডার; অগ্রবর্ত্তী।
৯। কলাবতী—সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুনা নায়িকা। সীম—সীমা।
১০। বিদগধ—রসিক। ১১। গুণহি গরীম—গুণে গৌরবান্বিত।

মধুর বৃন্দাবনে, শ্যাম গোরী তনু,
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস, আশ চরণে রহুঁ,
শ্রীবল্লভ মন ভোর॥

শ্রীরাগ।

রাই অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন,
রাই রূপে চৌদিগে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী,
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন,
গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥
গৌর যমুনা জল, গৌর ভেল জলচর,
গৌর সারস চক্রবাক।

৪। শ্রীবল্লভ—শ্রীনরোত্তম শ্রীবল্লবীকান্ত ইত্যাদী ছয় বিগ্রহ স্থাপিত করেন এবং এই পদে শ্রীবল্লভীকান্তকে স্মরণ করিতেছেন।
৫। "অঙ্গ" স্থলে "রূপের"—পদার্ণব সারাবলী। ছটা—দীপ্তি; শোভা। ভেল—হইল। "দিশ" স্থলে "দিগ"—প, সা, ব।
৭। "ভেল" স্থলে "ময়"—প, সা, ব।
৮। "পাথার" স্থলে "বিথার"—প, সা, ব।
৯। "ভ্রমর ভ্রমরী" স্থলে "ময়ূর ময়ূরী"—প, সা, ব।
১০। পাঠান্তর—"গৌর জল যমুনার, গৌর ভেল জলচর"—ঐ।

গৌর আকাশ দেখি, গোরাচাঁদ তার সাখী,
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হৈল, গৌর ময় সব ভেল,
রাই রূপে চৌদিক ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপ নয়,
দুহুঁ তনু একই মিলিত ॥

প্রার্থনা।

শ্রীগান্ধার।

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীগুরু চরণ বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।

১। "গোরাচাঁদ তার সাখী" স্থলে "গৌর চন্দ্র তাহে সাথী"—প, সা, ব। সাথী—সাক্ষী। ২। "বেড়ি" স্থলে "গণ"—প, সা, ব।
৩। "সব ভেল" স্থলে "সকল"—প, সা, ব।
৪। "ঝাঁপিত" স্থলে "ব্যাপিত"—ঐ। ঝাঁপিত—আবৃত।
৫। "নয়" স্থলে "হয়"—প, সা, ব।
৭। পাঠান্তর—"হরি হরি! বড় দুঃখ রৈল মোর মনে।"—প্রার্থনা।
৮—৯। বিভিন্ন পাঠ—"পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু, হেন জন্ম গেল অকারণে।"—ঐ। ৮। "চরণ" স্থলে "সেবন"—প,ক,ত।
১০। "ব্রজেন্দ্র" স্থলে "শ্রীনন্দ"—প্রার্থনা। অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া।

মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥
শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ, সনাতন রঘুনাথ,
তাহাতে নহিল মোর মতি।
বৃন্দাবন রস ধাম, চিন্তামণি যার নাম,
সেহো ধামে না কৈল বসতি ॥
বিশেষ বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি,
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কয়, জীবের উচিত নয়,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

১—২। পাঠান্তর—"আমি সে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি,
তে কারণে করুণা নহিল।"—প্রার্থনা।

১। মুঞি—আমি। ২। তেঁই—তাহাতে। নহিল—হইল না।

৩—৪। পাঠান্তর—"স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, তা সবায়
নৈল রতি মতি।" প্রার্থনা।

৫—৬। বিভিন্ন পাঠ—দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
হেন স্থানে নহিল বসতি।"—ঐ।

৬। সেহো—সেই। কৈল—করিলাম। বসতি—বাস।

৭—৮। পাঠান্তর—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।"—প্রার্থনা।

৭। রতি—আস্থা। ৮। নিরবধি—সতত।

৯। "কয়" স্থলে "কহে" এবং "নয়" স্থলে "নহে"—প্রার্থনা।

বরাড়ী।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলাসহি মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তি রস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবন চৌতারা, তাহে মোর মন ভোরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

১। "পতি" স্থলে "মন"—প, ক, ভ।
৪। "বিলাসহি" স্থলে বিলাসই"—ঐ এবং প্রার্থনা। বিলাসহি—আমোদ প্রমোদ ; ক্রিড়া। ৫। তাহে—তাহাতে।
৬। তর্পণ—তৃপ্তি ; পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান।
৮। মধ্যস্থ—সালেস। ৯। উচ্ছিষ্ট -এঁটো। নিষ্ঠ—শ্রদ্ধা ; দৃঢ়তা।
১১। "চৌতারা" স্থলে "চবুতরা"—প্রার্থনা। চৌতারা—ভজনবেদী বিশেষ। ভোরা—মুগ্ধ।

বিভাস।

হে গোবিন্দ, গোপীনাথ,
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছয় গুণে, লৈয়া ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লৈয়াছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভব কূপে দিলে ফেলাইয়া ॥
পুন যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

২। "পথে" স্থলে "পদে"—প্রার্থনা। ৪। ভুঞ্জায়—উপভোগ করায়।

৮। "বুলিয়ে" স্থলে "বেড়াই"—প্রার্থনা। বুলিয়ে—বেড়াই।

৯। ব্রজপুরে—ব্রজধামে; বৃন্দাবনে। ১০। ডোর—রজ্জু।

১১। "সেই" স্থলে "মায়া"—প, ক, ত। বলাৎকারে প্রভাবে—জোর পূর্ব্বক। ১৫। "নহে" স্থলে "নতুবা"—প্রার্থনা।

পাহিড়া।

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপ রাশি॥
তেজিয়া শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবেঁ ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবেব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব কর পূরি॥

২। নিরখিব -- দেখিব। যুগল—শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

৩। "তেজিয়া" স্থলে "তেজব"—লী. স এবং "ছারিয়া"—পদামৃতসমুদ্র। পালঙ্ক --পালঙ্গ ; খাট।

৪। "ধূলায়" স্থলে "ধূলাতে"—প, ক, ত। পদামৃত সমুদ্রে "ধূলায়" পাঠ আছে। পাঠান্তর—"কবে ধূলায় ধূসর হইব মোর অঙ্গ।"—লী, স। ধূসর—ঈষৎ পাণ্ডু বর্ণ।

৫। পাঠান্তর—"সুখ বিলাস সব ভোজন পরিহরি।"—লী, স। বিভিন্নপাঠ—"ষড়রস মধুর ভোজন পরিহরি।"--পদামৃতসমুদ্র। ষড় রস---মধুর, তিক্ত, কষায়,অম্ল, কটু এবং লবন---এই ছয় রস। পরিহরি—পরিত্যাগ করিয়া।

৬। পাঠান্তর—"কবে যমুনার জল খাব কর পূরি"-- প, ক, ত। মাগিয়া—চাহিয়া। মাধুকরী—পাঁচবাড়ী হইতে আনিত ভিক্ষার সামগ্রী। ৭—৮। পাঠান্তর—"রতন ঝারির জল পান করি দূরে।
কবে যমুনার জল খাব কর পূরে॥"—লী, স।

বিভিন্ন পাঠ—"কনক ঝারির জল পান করি দূরে।
কবে বা কালিন্দীর জল তুলি খাব করে॥"--পদামৃতসমুদ্র।

ঝারি--- গাড়ু।

পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা-পুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥
নরোত্তম দাসে কয় করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

পাহিড়া।

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হৃদি মাঝে দিল দারুণ বেথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহো সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥
পুনঃ কি এমন হব, রাম চন্দ্র সঙ্গ পাব,
এ জনম মিছা বহি গেল।

১। পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ করা। "বেড়াব"স্থলে"ফিরিব"—পদামৃতসমুদ্র।
২। "যাই" স্থলে "গিয়া"—প্রার্থনা। পাঠান্তর—"কৃষ্ণের বিহার স্থান যমুনা পুলিনে।"—পদামৃতসমুদ্র। যমুনা পুলিনে—যমুনার তটে; যমুনার চড়ায়।
৪। পাঠান্তর—"কবে কুঞ্জে বৈঠব বৈষ্ণব নিকটে"—প্রার্থনা।
বিভিন্নপাঠ—"কবে কুঞ্জে প্রবেশিব বৈষ্ণব নিকটে"—পদামৃতসমুদ্র।
৫। "কয়"স্থলে"কহে"—ঐ। পরিহার—(আপনাকে) উপেক্ষা করিয়া।
৫-৬। বিভিন্নপাঠ—"হেন কি হইব দিন না দেখি উপায়।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দি নরোত্তম গায় ॥"—লী, স।
৮। "দিল" স্থলে "দিয়া"—প, ক, ত। "বেথা" স্থলে "বাথা"—ঐ।
। সেহো সেও বহি --বহিয়া

যদি প্রাণ দেহে থাক, রাম চন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘু নাথ সকরুণ,
ভট্ট যুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রাম চন্দ্র যার দাস,
পুনঃ না কি মিলিবে আমারে॥
আঁচলে রতন ছিল, কোন্ ছলে কেবা নিল,
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাসে বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে,
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই ॥

ভাস।

যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান, পুণ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান,
সব অকারণ ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বসন হীন আভরণ দেহে ॥
সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণে।

৫। "যার" স্থলে "তার"—প, ক, ত।
৯। ভোলে—পরামর্শে; মন্ত্রনায়।
১২। ভেল মোহে—আমার হইল। ১৩। উপহাস—ঠাট্টা।
১৪। বসন হীন—বস্ত্রহীন। আভরণ অলঙ্কার।
১৫। "কথামৃত" স্থলে "কৃপামৃত"—প, ক, ত। বিমল নির্ম্মল।
চিত চিত্ত।

সতত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমনে॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে,
না করিলাম সে রূপ ভাবন॥
রাধা-কৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সোঁপিনু আপনা॥

সুহই।

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেম কন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥
যে সব করয়ে লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।

৩। শ্রুতি—কিম্বদন্তী; বেদ। স্মৃতি—স্মরণ; ধর্ম্মসংহিতা।
৬। ভাবন—ভাবনা; চিন্তা। ৭। রহু—থাকুক।
১০। সোঁপিনু—সমর্পণ করিলাম। আপনা—আপনার।
১৩। প্রেম কন্দ—প্রেমের মূল।
১৫। "করয়ে" স্থলে "করিল"—প, ক, ত। করয়ে—করেন।
গলয়ে—গলিয়া যায়। ১৬। মুঞি—আমি।

তখন নহিল জন্ম, এবে ভেল ভব-বন্ধ,
সে না শেল রহি গেল চিতে ॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘু নাথ ভট্ট যুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোক নাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, যে সব করিল কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥
সভে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ হৈল সভাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুখ, না দেখাউঁ ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী ॥
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, আছিনু যাহার পাশ,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা,
দুখে জীউ করে আনচান ॥
যে মোর মনের বেথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

১। নহিল হইল না। এবে ভেল ভব-বন্ধ—এখন সংসারে আবদ্ধ হইলাম। ৫। মেলি—মিলিত হইয়া। কেলি—লীলা।
৭। সভে—সকলে। "সবে" পাঠও আছে।
৯। "দেখাউঁ" স্থলে "দেখাঙ"—প, ক, ত। দেখাউঁ—দেখাইব।
১১। "যাহার" স্থলে "তাঁহার"—প, ক, ত। আছিনু—ছিলাম।
১৩। তেঁহো—তাঁহারা। ১৪। জীউ—প্রাণ।

সুহিনী।

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবন যাব॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-লীলা।
যেখানে সেখানে যে করিলা
কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়ন-যুগ ভরি॥
আর কবে নয়নে দেখিব।
বনে বনে ভ্রমণ করিব॥
আর কবে শ্রীরাস মণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবন বাস।
নরোত্তম দাস মনে আশ॥

১—২। পাঠান্তর—"আর কবে হেন দশা হব।
(ব্রজের) ধূলা কবে ভূষণ করিব॥"—প্রার্থনা

১৪। বিভিন্ন পাঠ—"মজ্জন করিব কুতূহলে।"—ঐ।
স্নান করিয়া নির্ম্মল হইব।

ধানশী।

যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্ট যুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কোথা গেল গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস॥

ধানশী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু! দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥

২। আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য। ৩। কাঁহা—কোথা।
৫। ভট্টযুগ গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ ভট্ট। কবিরাজ কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
৬। পাঠান্তর—"এককালে কাঁহা গেলা গৌর নটরাজ।"—প্রার্থনা।
৮। "গুণের" স্থলে "সুখের"—ঐ। ১০। "পাঞা" স্থলে "পাইয়া"—ঐ।
১৪। মো—আমার।

হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দে সুখী
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী ॥
দয়াকর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥
হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোক নাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥

১। ভট্টযুগ—গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ ভট্ট।
[illegible]। পালটিবে—পরিবর্ত্তন হইবে। দশা—অবস্থা।
১২। দারে—স্ত্রীকে। ১৪। পরিহরি—পরিত্যাগ করিয়া, এড়াইয়া।
১৫। মাধুকরী—পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষা [illegible]।

যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে খাব উদর পূরিয়া।
রাধাকুণ্ড জলে স্নান, করি কুতূহলে নাম,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রাস কেলি যেই স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসীগণ স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়নে দর্শন হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

বিভাস।

প্রভু মোর মদন গোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ,
দয়া কর মুঞি অধমেরে।

৩। পাঠান্তর—"কবে রাধাকুণ্ড জলে,স্নান করি কুতূহলে।"—প্রার্থনা।
৫—৬। বিভিন্ন পাঠ—"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রাসলীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তায়।" —ঐ।
৮। পাঠান্তর—"নিবেদিব শ্রীচরণে কায়।"—ঐ
৯—১০। বিভিন্ন পাঠ—"ভজনের স্থান কবে, নয়ন গোচর হবে,
আর আর যত উপবন।"—ঐ।
১৩—১৪। পাঠান্তর—"মোর প্রভু মদন গোপাল
গোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ,
কৃপা কর মুঞি অধমেরে।"—প্রার্থনা। ১৪। মুঞি—আমি।

সংসার সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপা ডোরে বান্ধি লেহ মোরে ॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় ভরসা মনে, ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে,
বংশীবট দেখি যেন সুখে ॥
কৃপা কর মধুপুরী, লেহ মোরে কেশে ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করিহ মায়া ॥
অনিত্য যে দেহ ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস মনে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

১। বিভিন্ন পাঠ —"সংসার-সাগর ঘোরে, পড়িয়াছি কারাগারে"—প্রার্থনা। ৩। "দয়ার" স্থলে "দয়াল"—ঐ।
৭। "মধুপুরী" স্থলে "আয়গুরি"— ঐ। "আগুসরি" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।
১০। "করিহ" স্থলে "করিও" প্রার্থনা।
১১—১২। পাঠান্তর - "অনিত্য শরীর ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।" - ঐ।

পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।

ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,

তুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাইব॥

টানিয়া বান্ধিব চূড়া, নবগুঞ্জা তাহে বেড়া,

নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,

বদনে তাম্বূল দিব আর॥

তুহুঁ রূপ মনোহারী, দেখিব নয়ন ভরি,

নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া।

নব রত্ন জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,

তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥

১—২। পাঠান্তর—"হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ প্রকৃতি হইব॥" প, ক, ত।

১। বিভিন্ন পাঠ—"হরি হরি আর কবে হেন দশা হব।" প্রার্থনা।

২। প্রকৃতি—স্ত্রী। ৩। তুহুঁ—তুইজনের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের)।

৪। "তাহে" স্থলে "হারে" পাঠও আছে। নবগুঞ্জা—নূতন কুঁচ।

৬। "পীতবসন" স্থলে "সুপীতবসন"—প্রার্থনা।

৮। মনোহারী—মনমুগ্ধকারী। "দেখিব" স্থলে "হেরিব" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।

৯। নীলাম্বরে—নীলবস্ত্রে। "রাইকে" স্থলে "তাঁরে"- প্রার্থনা।

১০। "নবরত্ন" স্থলে "রতনের"—ঐ।

১১। "তাহে ফুল" স্থলে "দিব তাহে"—ঐ।

সেনা রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

কেদার।

প্রভু হে এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই বড় মনের বাসনা ॥
নিজ পদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা,
দুহুঁ পহুঁ করুণা সাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানো,
মুঞি বড় পতিত পামর ॥
ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।

১। "সে না" স্থলে "এ হেন"—প্রার্থনা।
৪। নিবেদয়ে -নিবেদন করেন।
৭। পাঠান্তর—"এই মোর মনের কামনা"—হ, লি পু।
৮। উপেক্ষিবা -উপেক্ষা করিবা। ৯। পহুঁ—প্রভু।
১০। "দুহুঁ" স্থলে "তুহুঁ"—প, ক, ত। বিনু—বিনা। "জানো" স্থলে "জানোঁ" এবং "মানো" স্থলে "মানোঁ" প, ক, ত। জানো—জানি। মানো মানি।
১২। পাঞা—পাইয়া। যাঞা—যাইয়া। ১৩। "হয়" স্থলে "হর্ষ"—প, ক, ত।

তুহুঁ দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাস কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

ধানশী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥

১। "তুহু" স্থলে "তুহুঁ"—প, ক, ত। ৩। ঘা—আঘাত।
৪। বিকল—বিহ্বলতা। "বিকল" স্থলে "বিফল" পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।
১২। "গতি" স্থলে "কেহ"—প্রার্থনা।
১৪। "করিয়ে" স্থলে "করয়"—ঐ।

কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ এক বার।
নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

ধানশী।

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী॥

১। "না পাই" স্থলে "নাহিক"—প্রার্থনা।
২। "প্রভু" স্থলে "স্বামী"—ঐ। ৪। "অন্ধকার" স্থলে "আঁধার"—ঐ।
৮। "শ্রীচরণামৃত সদা" স্থলে "পদামৃত সতত"—প্রার্থনা।
৯। পাঠান্তর—"এই আশা পূর্ণ কর নর্ম্ম সখিগণ"—ঐ।
১০। "তোমাদের" স্থলে "তো সেবা"—ঐ।
১১। "পূর্ণ" স্থলে "পরিপূর্ণ"—ঐ।

ধানশী।

লোকনাথ প্রভু ! তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ চরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে ॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণ জ্যেষ্ঠা যেঁহো তাহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরি সখি কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপি নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

পাহিড়া।

হা হা প্রভু কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়া জালে তনু দহিছে আমার ॥

২। "চরণে" স্থলে "লীলা"—প্রার্থনা। স্ফুরে—দীপ্তি পায়।
৩। "সহিতে" স্থলে "সঙ্গেতে"—প্রার্থনা। ৪। চিতে—চিত্তে।
৫। যেঁহো—যেজন। ৬। সমর্পিবে—সমর্পণ করিবে।
৮। দোঁহার—দুই জনের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের)।
৯। কৃপাদৃষ্টে—কৃপা দৃষ্টিতে। "চাঞা" স্থলে "চেয়ে"—প্রার্থনা।
১০। "তাপি" স্থলে "তপ্ত" এবং "দিঞা" স্থলে "দিয়ে"—ঐ।
সিঞ্চ—সেচন কর।
১১। "তোমার" স্থলে "সাগর"—প্রার্থনা।
১২। "দহিছে আমার" স্থলে "দহিতেছে মোর"—ঐ।

কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব ॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব ॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব। ১
সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব ॥
বিলাস কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্র মুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে ॥

ধানশী।

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন "দাসী হেথা আয়"।
"সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়" ॥

২। "দোঁহাকে" স্থলে "দোঁহারে"—প্রার্থনা। দোঁহাকে—শ্রীরাধাকৃষ্ণকে।
৩। "বসিয়া" স্থলে "রহিয়া—প্রার্থনা। ঢুলাব—ব্যজন করিব।
৫। তাম্বুল—পান। ৬। "দোঁহাকে" স্থলে "দোঁহারে"—প্রার্থনা।
৮। "চন্দ্র" স্থলে "চাঁদ" এবং "নিরখিব" স্থলে "দেখিব"—ঐ।
৯। পাঠান্তর—"দেখিব মাধুরী সদা মনের লালসে"—ঐ।
মাধুরী—শোভা।
১৩। হেথা—এখানে।

আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞা বলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ ঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

পাহিড়া।

হরি হরি কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিল মতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত সাগর।
শুনিতাম সে কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর ॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।

১। "হঞা" স্থলে "হয়ে"—প্রার্থনা। ২। তৎকালে—তখন।
৫। দোঁহার—শ্রীরাধাকৃষ্ণের।
৭। করম—অদৃষ্ট ; পাপ। অনুরত—অনুরক্ত ; আশক্ত।
৮। রতি—অনুরাগ। ১০। ভট্টযুগ—গোপাল ও রঘুনাথ ভট্ট।
১২। পাঠান্তর—"শুনিতু সে সব কথা"—প্রার্থনা।
১৪। "যখন" স্থলে "যবে"—ঐ।

তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥
হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥

ধানশী।

হাহা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপা দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হও পূর্ণ তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এই বার ॥

১। "এবে" স্থলে "তবে"—প্রার্থনা।
৩। "বুলে" স্থলে "করি" এবং "করে" স্থলে "কেলি"—ঐ।
৫। "দুঃখের কথা" স্থলে "দুর্দ্দৈব দশা"—ঐ। গোঙানু—কাটাইলাম।
৭। পাদদ্বন্দ্বে—পদদ্বয়ে। ৮। "চাহ" স্থলে "চাও"—প্রার্থনা।
৯। হও পূর্ণ তৃষ্ণ—তৃষ্ণা দূর হইবে। "হও পূর্ণ তৃষ্ণ" স্থলে "পূর্ণ হয় তৃষ্ণ"—ঐ। ১০। হেথায় এখানে। সেথা—তথায়।

এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদ তলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্র দিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥

ধানশী।

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমাপানে চাঞা ॥
সদয় হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥
অতি নম্র চিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবা কার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥

২। ঠাঞি—স্থান। ৩। "গাঙ" স্থলে "গাই"—প্রার্থনা।
৪। তুয়া—তোমার।
৫। "হঞা" স্থলে "হৈয়া"—প্রার্থনা। ৬। দোঁহে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ।
"চাঞা" স্থলে "চাইয়া"—প্রার্থনা। ১২। হেথায়—এখানে।

ধানশী।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোঁসাঞি।
পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥
হরি স্থানে অপরাধ তারে হরিনাম
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥

৩। "কাহার" স্থলে "যাহার"—প্রার্থনা। ৫। পরশ—স্পর্শ।
পাবন—পবিত্র। ৭। "স্থানে" স্থলে "ঠামে"—প্রার্থনা।
তারে—ত্রাণ করে।
৮। পাঠান্তর—"তোমাঠামে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ"—ঐ।
৯। "তোমার হৃদয়ে সদা" স্থলে "তোমা সবা হৃদয়েতে"—ঐ।
১০। "মম" স্থলে "মোর"—ঐ।

পাহিড়া।

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিচাশী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভু পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

ধানশী।

শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হাহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥

১। "মুই" স্থলে "আমি"—প্রার্থনা। দুরাচার—কদাচারী; দুর্বৃত্ত।
২। রতি—অনুরাগ। "না হৈল" স্থলে "নহিল"—প্রার্থনা।
৫। পিচাশী—পিশাচী।
৯। অদোষদরশি—যিনি কাহারও দোষ দেখেন না।
১০। পাঠান্তর—"নরোত্তমে উদ্ধার করহ এইবার"—প্রার্থনা।

শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদ পদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

বিহাগড়া।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপ গুণ গান॥
রাধিকা গোবিন্দ বলি কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা॥
সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

৩। "লঞা" স্থলে "লয়ে"—প্রার্থনা। ৫। "নর্ম্ম" স্থলে "মুখ্য"—ঐ।
নর্ম্ম—প্রিয়। ৭। সুদিন—শুভদিন।
৮। "হৈঞা" স্থলে "হৈয়া"—প্রার্থনা। ৯। "সুযন্ত্রে মিশাঞা" স্থলে
"সযত্নে মিশায়ে"—ঐ। ১০। দুহঁার—শ্রীরাধাকৃষ্ণের।

কামোদ।

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব, দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব অধর যুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনা অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

২। দুহুঁ—শ্রীরাধাকৃষ্ণ। পরশিব—স্পর্শ করিব।
৩। দুই জনের সেবা করিব।
৬। সম্পুট—কৌটা। "পূরি" স্থলে "ভরি"—প্রার্থনা।
৭। পাঠান্তর—"যোগাইব বদন কমলে"—ঐ।
৮। "বৃন্দাবন" স্থলে "শ্রীচরণ" এবং "এই" স্থলে "সেই"—ঐ।
৯। "সেই" স্থলে "এই" পাঠও আছে। ১১। ভায়—দীপ্তি পায়

পাহিড়া।

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।

মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না হইল কেনে তায়।

সংসার দাবানলে, নিরবধি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।

দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥

১। গোঙাইনু—কাটাইলাম।
২। "পাইয়া" স্থলে "পাঞা" প, ক, ত, এবং গী, র, ব।
৪। "প্রেমধন" স্থলে "প্রাণধন"—প্রার্থনা। ৫। রতি—অনুরাগ।
"হইল" স্থলে "জন্মিল"—প্রার্থনা।
৬। "দাবানলে" স্থলে "বিষয়ানলে" এবং "নিরবধি" স্থলে "দিবা-নিশি"—ঐ। হিয়া—হৃদয়। ৮। যেই—যে। শচীসুত—শ্রীগৌরচন্দ্র।
৮-৯। পাঠান্তর—"নন্দের নন্দন যে, শচীর নন্দন সে,
বলরাম আপনে নিতাই।"
—প, ক, ত এবং গী, র, ব।

হাহা প্রভু নন্দ সুত, বৃষভানু সুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

শ্রীগান্ধার।

হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥

১। নন্দসুত -শ্রীকৃষ্ণ। বৃষভানুসুতা—শ্রীরাধিকা। যুত—যুক্ত।
"যুত" স্থলে "যুথ"—প, ক, ত এবং গী, র, ব।
৫। পাঠান্তর—"হরি হরি বড় দুঃখ রৈল মোর মনে।"—প্রার্থনা।
৬। "শ্রীকৃষ্ণ ভজন" স্থলে "শ্রীগুরু সেবন"--প, ক, ত। বিনু—বিনা।
৭। বিভিন্ন পাঠ -"হেন জন্ম গেল অকারণে"—প্রার্থনা।
৮। "ব্রজেন্দ্র" স্থলে "শ্রীনন্দ"---ঐ। অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া।
১০। মুঞি – আমি। ১১। তেঁই --তাহাতে। নহিল হইল না।
১০—১১। পাঠান্তর—"আমি সে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি,
তে কারণে করুণা নহিল।"—প্রার্থনা।

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেহো ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষে বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে॥

১। বিভিন্ন পাঠ—"শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ, সনাতন রঘুনাথ"—প, ক, ত।

২। পাঠান্তর—"তা সবার নৈল রতি মতি"—প্রার্থনা।
"না হৈল" স্থলে "নহিল"—প, ক, ত।

৩—৪। বিভিন্ন পাঠ—"দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
হেন স্থানে নহিল বসতি।"—প্রার্থনা।

৩। পাঠান্তর—"বৃন্দাবন রসধাম, চিন্তামণি ধার নাম"—প, ক, ত।

৪। সেহো—সেই। সে ধামেও (আমি) বাস করিলাম না।

৫। পাঠান্তর—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"
—প্রার্থনা।

রতি—অনুরাগ। ৬। "নিরন্তর" স্থলে "নিরবধি"—প, ক, ত।
প্রার্থনা পুস্তকে "অনুক্ষণ" পাঠ আছে।
"খেদ" স্থলে "ঢেউ"—প, ক, ত।

৭। "কহে" স্থলে "কয়" এবং "নহে" স্থলে "নয়"—প, ক, ত।
জীবা—জীব।

পঠমঞ্জরী।

হরি হরি, কি মোর করম অভাগ।

বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহল শেল,

নাহি ভেল হরি অনুরাগ॥

যজ্ঞ, দান, তীর্থ স্নান, পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান,

অকারণে সব গেল মোহে।

বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,

বস্ত্রহীন আভরণ দেহে॥

সাধু মুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,

নাহি ভেল অপরাধ কারণ।

সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,

কি করিব আইলে শমন॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,

হরি পদ অভয় শরণ।

১। পাঠান্তর—"হরি হরি, কি মোর করম অতি অভাগী।"—প্রার্থনা। করম—অদৃষ্ট। অভাগ—দুর্ভাগ্য।

২। পাঠান্তর—"মিছাই জনম গেল"—লী, স। রহল—রহিল।

৩। ভেল—হইল। "অনুরাগ" স্থলে "অনুরাগী"—প্রার্থনা।

৫। "গেল" স্থলে "ভেল"—লী, স। মোহে—আমাকে; আমার।

৬। "বুঝিলাম" স্থলে "বুঝিনু মুই"—লী, স। উপহাস—ঠাট্টা।

৭। "বস্ত্র" স্থলে "বসন"—লী, স। আভরণ—অলঙ্কার।

৮—৯। আমার অপরাধের নিমিত্ত সাধু মুখনিঃসৃত কথামৃত শুনিয়া আমার চিত্ত বিমল হইল না।

১২। "রবে" স্থলে "কয়" এবং "সবে" স্থলে "হয়"—প্রার্থনা।

১৩। "শরণ" স্থলে "সাধন"—লী, স।

জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সেরূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা ।
নরোত্তম দাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা ॥

পাহিড়া ।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব ।
কবে বৃষভানু পুরে, আহীরি গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব ॥ ধ্রু ।
যাবটে আমার কবে, এ পাণিগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায় ।

১—২। পাঠান্তর—"জনম লভিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
চিত্তে কর ওরূপ স্মরণ।"—লী, স।
বিভিন্ন পাঠ—"জনম ভরিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
চিন্তা কর ওরূপ ভাবন।"—প্রার্থনা।
৩। "দুহুঁ পায়" স্থলে "পদছায়"—লী, স। প্রার্থনা পুস্তকে "পদাশ্রয়" পাঠ আছে। রহু—থাকুক।
৪। "যাউক" স্থলে "রহুক" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।
৫। "আর মোর নাহি ভয়" স্থলে "কিবা মোর লাজ ভয়"—লী, স।
৬। সঁপিনু—সমর্পণ করিলাম। আপনা—নিজের।
৭। পাঠান্তর—"হরি হরি আর কবে হেন দশা হব।"—প্রার্থনা।
১০। "আমার" স্থলে "নগরে"—প, ক, ত। পাণিগ্রহণ—বিবাহ।
১১। তায় তথায়।

সখীর পরম প্রেষ্ঠ, যে হয় তাহার শ্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায় ॥
তেঁহ কৃপাবাণ হৈয়া, রাতুল চরণ লইয়া,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল-চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ চাঁদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে প্রেমধার।

১। প্রেষ্ঠ—অতিশয় প্রিয়; প্রিয়তম।
২। পাঠান্তর—"সেবন করিব কবে তায়।"—প্রার্থনা।
৩। তেঁহ—তিনি। রাতুল—রক্তবর্ণ।
৪। "আমারে" স্থলে "আমাকে" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।
৬। পাঠান্তর—"সম্বাহব যুগল চরণ"—প, ক, ত।
বিভিন্ন পাঠ—"সেবিব সে কমল চরণ"—প্রার্থনা।
৮। সেবন করিব—সেবা করিব। ৯। ভিতে—দিকে। "যন্ত্র" স্থলে "রত্ন"—প্রার্থনা।
১০। "দেখিব" স্থলে "রহিব" ঐ।
১২। "প্রেমধার" স্থলে "অশ্রুধার" ঐ।

বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব;
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাস মনে, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায় ॥

বিহাগড়া।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর, পরম নিভৃত ঘর,
রাই কানু করাব শয়নে ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মোছাইব আপন চিকুরে।

১। নিদেশ—আদেশ। "আদেশ" পাঠও আছে।
২। পাঠান্তর—"কবে হেন হইবে আমার"—প্রার্থনা।
৪। "দুটী" স্থলে "দুই"—ঐ।
৫। "দাস" স্থলে "দাসের"—প, ক, ত। "মনে" স্থলে "ভনে" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়। নর্ম্ম—প্রিয়।
৬। পাঠান্তর—"আমারে গণিয়া লবে তায়"—প, ক, ত।
৭। পাঠান্তর—"প্রাণ হরি হরি কবে মোর হইব সুদিনে।"—পদামৃত সমুদ্র। ৯। "রাই কানু" স্থলে "রাধাকৃষ্ণ"—ঐ।
১০। ভৃঙ্গার—জলপাত্র বিশেষ। ১১। চিকুর—চুল।

কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব তুহুঁক অধরে ॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
তুহুঁক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব,
তুহুঁ অঙ্গ পুলক অঙ্কুরে ॥
মল্লিকা মালতী যূথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হব, তুহুঁ মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ শয়নে।
শ্রীকুন্দ লতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

১। কনক সম্পুট—সোনার কৌটা। ২। তুহুঁক—তুই জনের।
"তুহুঁক অধরে" স্থলে "বদন কমলে"—পদামৃত সমুদ্র।
৫। কমল দিঠি—পদ্ম চক্ষু। হেরব—দেখিব।
৬। "অঙ্কুরে" স্থলে "অন্তরে" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।
১০। দোঁহাকার—তুই জনের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের)।
১১। "আর কবে" স্থলে "কবে বা"—প, ক, ত।
১৩। কেলি—ক্রিড়া।
১৪। "করিবে" স্থলে "শুনিবে"—প, ক, ত।

ধানশী।

গোবর্দ্ধন গিরিবর, পরম নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করাব বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে ॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদন কমলে ॥
মণিময় কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি,
পরাইব চরণ যুগলে ॥
কনক কটোরা পূরি, সুগন্ধি চন্দন খুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।

পদামৃত সমুদ্রে প্রথমে "হরি হরি কবে মোর হইব শুভ দিনে" পাঠ আছে। ১। "পরম" স্থলে "কেবল"—প্রার্থনা।

২। "শয়নে" ও "সেবন" পাঠ "বিশ্রামে" স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। "সেবন করিব" স্থলে "সেবিব পরম"—প্রার্থনা।

৪। রাতুল—রক্তবর্ণ। পাঠান্তর—"সুকোমল কমল চরণে"—পদামৃত সমুদ্র। ৫। "কনক" স্থলে "সুবর্ণ"—ঐ। সম্পুট—কৌটা। "ভরি" স্থলে "পূরি"—প, ক, ত।

৬। বিভিন্ন পাঠ—"যোগাইব যুগল বদনে।"—পদামৃত সমুদ্র। পাঠান্তর—"যোগাইব কমল বদনে।"—প্রার্থনা।

৭। কিঙ্কিণী—অলঙ্কার বিশেষ। ৯। খুরি—কটোরা। "খুরি" স্থলে "বুরি" পাঠও আছে।

৯—১০। বিভিন্ন পাঠ—"সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ড-জল পূরি,
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।"—প্রার্থনা।

পাঠান্তর—"কাঞ্চন ঝারিতে, রাধাকুণ্ড জল ভরি,
রাই কানু আগে লঞা দিব।"—পদামৃত সমুদ্র।

গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইবে দেখি,
দুহুঁ পদ পরশিব করে।
চৈতন্য দাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তম দাসে সদা স্ফুরে ॥

ধানশী।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলি কৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে ॥
ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি।

১। "হইয়া" স্থলে "ভঙ্গিম"—প্রার্থনা। "ঠামে" স্থলে "প্রেমে"—পদামৃত সমুদ্র। ৪। পরশিব—স্পর্শ করিব।
৩—৪। পাঠান্তর—"কনক মালতী ফুলে, মালা গাঁথি কুতূহলে,
পরাইব দোঁহার উপরে।"—পদামৃত সমুদ্র।
৬। স্ফুরে—দীপ্তি পায়।
৫—৬। বিভিন্ন পাঠ—"চৈতন্য চাঁদের দাস, এই মনে অভিলাষ,
নরোত্তম মনোরথ ধরে।"—পদামৃত সমুদ্র।
পাঠান্তর—"চৈতন্য দাসের দাস, সদা করে অভিলাষ,
নরোত্তম মনে এই স্ফুরে।"—প্রার্থনা।
৭। প্রার্থনা পুস্তকে "সুদিন" পাঠ আছে।
৮। "কেলি" স্থলে "সুকেলি" এবং "সেবনে" স্থলে "সেবন"—প্রার্থনা।
৯। পাঠান্তর—"আর যত সখীগণে"—ঐ।
১০। "করিব দোঁহ" স্থলে "করিয়া তনু"—ঐ।

রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥
আলয় বিশ্রাম ঘর, গোবর্দ্ধন গিরিবর,
রাই কানু করাব শয়নে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবনে ॥

গান্ধার।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদ গদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায় ॥

১। "করে" স্থলে "দুহুঁ"—প, ক, ত।
২। দেখিয়া আনন্দে কাটাইব। "নিরখি গোঙাব" স্থলে "নিরখিব হৈয়া"—প্রার্থনা। ৩। "আলয়" স্থলে "আলস" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।
৫। "মোর" স্থলে "মনে"—প্রার্থনা। ৬। অনুক্ষণ—সর্ব্বদা।
৮। "ভব" স্থলে "ঘোর"—পদামৃত সমুদ্র।
১০। "পাব" স্থলে "হবে"—প্রার্থনা।
১১। পাঠান্তর—"গড়াগড়ি দিব কবে তায়।"—পদামৃত সমুদ্র ও লী,স।
"লাগিবে" স্থলে "মাখিব"—প্রার্থনা।
১২। "নাম লইয়া" স্থলে "গুণ গাইয়া"—লী, স।
১৩। "উচ্চ" স্থলে "উভ"—প্রার্থনা। রায়- স্বরে।

নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব হা প্রাণনাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে খাব করপুটে তুলি॥
আর কি এমন হব, শ্রীরাস মণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ান ভরি,
রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
আশা করে নরোত্তম দাস॥

১। নিভৃত—নির্জ্জন। যাঞা—যাইয়া।
২। পাঠান্তর—"ডাকিব হা রাধানাথ বলি।"—প্রার্থনা।
বিভিন্ন পাঠ—"ডাকিব হা নাথ নাথ বলি।"—পদামৃত সমুদ্র।
পাঠান্তর—"কবে ডাকিব হা নাথ বলিয়া।"—লী, স।
৪। পাঠান্তর—"কবে করে খাইব তুলিয়া।"—ঐ। করপুটে—যোড়হাতে।
৫। বিভিন্ন পাঠ—"শ্রীরাস মণ্ডলে যাব, পরিক্রমা তাহে হব।" পদামৃতসমুদ্র। পাঠান্তর—"হেন দশা কবে হব"—লী, স।
৬। বিভিন্ন পাঠ—"সে ধূলি মাখিব কবে গায়।"—ঐ এবং পদামৃতসমুদ্র।
৭—৮। নূতন পাঠ—"সখীর অনুগা হয়ে, কুঞ্জ সেবা লব চেয়ে,
দোঁহে ডাকিবেন সখি আয়।"—প্রার্থনা।
৯। "কবে" স্থলে "কিবা"—ঐ। ১০। পাঠান্তর—"রাধাকুণ্ড করিব প্রণাম।"—ঐ। বিভিন্ন পাঠ—"শ্রীকুণ্ডে করিব পরণাম"—লী, স।
১২। পাঠান্তর—"এই আশা করে নরোত্তম।"—ঐ।

সুহই।

হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিনু তিল আধ,
না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ;
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিলাম তিল আধ,
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেহোঁ কৈল চৈতন্য চরিত।
গৌর-গোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শীলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

১। করম—ভাগ্য। "অতি" স্থলে "গতি"—প, ক, ত।
২। "ভজিনু" স্থলে "সেবিনু"—প্রার্থনা। ৩। রাগ—অনুরাগ।
৪। রঘুনাথ ভট্ট যুগ—রঘুনাথ ও গোপাল ভট্ট।
৯। "যেহোঁ কৈল" স্থলে "যে রচিল"—প্রার্থনা।
১০। শীলা—প্রস্তর। গলয়ে—গলিয়া যায়।
১১। পাঠান্তর—"না ডুবিল তাহে মোর চিত।"—গী, র, ব।
১২। বিভিন্নপাঠ—"তাঁহার ভক্তের সঙ্গ, তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ।"—প্রার্থনা।
১৩। নহিল—হইল না। ১৪। "মোর" স্থলে "কব"—প্রার্থনা।
গোঙাইনু—কাটাইলাম।

পাহিড়া।

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়া,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
হরি অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনের কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবর-ধারী,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥

১। করঙ্গ—বৈষ্ণবগণের জলপাত্র বিশেষ। ২। তেয়াগিয়া—ত্যাগ করিয়া।
৩। "হরি" স্থলে "কৃষ্ণ"—প্রার্থনা। ৪। নিজালয়—নিজের বাড়ী।
৫। "সুদিন" স্থলে "শুভদিন।"—প, ক, ত।
৬। "খাঞা" স্থলে "খাব"—প্রার্থনা। অবসানে—শেষে।
৭। উদাসীন—বৈরাগী। ৮। কুতূহলে—আনন্দিত হইয়া।
১০। "বাহুর উপর" স্থলে "বাহু পর"—প্রার্থনা। "কুলি কুলি" স্থলে "বুলি বুলি" পাঠও দেখিতে পাওয়া গেল। ভ্রমণ করিয়া করিয়া।
১৪। কাঁহা—কোথায়। গিরিবরধারী—শ্রীকৃষ্ণ। "গোবর্দ্ধনগিরি" পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫। "ডাকিব" স্থলে "কান্দিব"—প্রার্থনা।

মাধবী কুঞ্জের পরি, সুখে বসি শুক শারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।
তরুমূলে বসি ইহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্ল্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে॥

বিভাষ।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
গোপীকুল প্রিয় দেহ মোরে॥

১। পরি—উপর।
২। পাঠান্তর—"গায় সদা রাধাকৃষ্ণ রস।"—প্রার্থনা।
৩। "ইহা" স্থলে "তাহা"—ঐ। "শুনি জুড়াইবে হিয়া" স্থলে "শুনি পাসরিব দেহা"—ঐ। হিয়া—হৃদয়। ৪। গোঙাব—কাটাইব।
৫। "শ্রীমতী রাধিকা সাথ" স্থলে "মদনমোহন সাথ"—প্রার্থনা।
৭। "করয়ে দুর্ল্লভ আশ" স্থলে "করে এই অভিলাষ"—ঐ।
৯। "প্রাণেশ্বর" স্থলে "প্রাণনাথ"—লী, স। "এই জন করে" স্থলে "চরণ কমলে"—প্রার্থনা। ১০। কন্দ - মূল।

তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণ পরশ রস,
কার কিবা কাজ নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষয় মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥
মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম,
নরোত্তম লইল শরণে॥

ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ সেব মন জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রি দিনে॥

৩—৪। পাঠান্তর—"পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,
করি কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি।"—প্রার্থনা।
৫। "বিষম বিষয় মতি" স্থলে "বিষয়েতে লুব্ধ মতি"।—ঐ।
৬। তুয়া—তোমার। "বিস্মরণ" স্থলে "বিসরণ"—প, ক, ত।
"শেল" স্থলে "ভেল"—প্রার্থনা।
৮। "ভেল দুঃখে" স্থলে "ভাল সুখে"—ঐ। ৯। মো—আমি।
১৩। সেব—সেবা কর। "সেব মন" স্থলে "ভজোঁ মুঞি" —প্রার্থনা।
১৪। দেখোঁ—দেখ। "দেখোঁ" স্থলে "স্মর"—প, ক, ত। প্রার্থনায়
"শুনি" পাঠ আছে।

যে স্থানে যে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ ভোর॥
শ্রীরূপ মঞ্জরি দেবি! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া॥
শ্রীরাস মঞ্জরি দেবি! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পর বসাব দুইজন॥

১। "যে স্থানে" স্থলে "যখন"—প, ক, ত। "করে" স্থলে "কৈলা"—প্রার্থনা। ২। হঞা—হইয়া। হঙ—হও। ভোর—বিভোর। পাঠান্তর—"সঙ্গীর সঙ্গিনী হই তাতে হও ভোর।"—প, ক, ত।
২ চরণের পর—"শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ সেব নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি॥"—প, ক, ত।
৬। "অনুক্ষণ দেহ" স্থলে "নিরবধি করি"—প্রার্থনা।
৭। বিলাস—ক্রিড়া; শোভা। ১০। "গতি" স্থলে "কেহ"—প্রার্থনা।
১১। "কূলে" স্থলে "তীরে"—ঐ। "কালিন্দীর কূলে" স্থলে "যমুনা পুলিন"—পদামৃতসমুদ্র। "কালিন্দী" স্থলে "যমুনার"—লী, স। কেলি কদম্ব কদম্ব যাহার ফুল ছোট হয়। ১২। পর—উপর।

শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণার বিন্দে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ॥

১। পাঠান্তর—"শ্যাম অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।"—প্রার্থনা।

২। মুখচন্দ—মুখচন্দ্র। বিভিন্ন পাঠ—"চামর ঢুলাব সে হেরব মুখ-চন্দ্র।"—প, ক, ত। "ঢুলাব" স্থলে "ঢুলায়ে"—প্রার্থনা।

৩। "দোঁহার" স্থলে "দুহুঁ"—ঐ এবং লী, স। পাঠান্তর—"মালতী ফুলের মালা গাঁথিয়া দিব গলে"—পদামৃতসমুদ্র। "গলে" স্থলে "উরে"—লী, স। ৪। তাম্বূল—পান। "কর্পূর তাম্বূলে" স্থলে "পান কর্পূরে"—লী, স। ৫। "যত" স্থলে "সব"—ঐ। বৃন্দ—সমূহ। ৬। চরণার বিন্দ—চরণ পদ্ম।

৭। "প্রভুর দাসের" স্থলে "প্রভু-দাস"—প্রার্থনা।
পাঠান্তর—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পহুঁর দাসের দাস।"—পদামৃতসমুদ্র।
বিভিন্ন পাঠ—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দাসের দাস।"—লী, স।

৮। পাঠান্তর—"নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ"—প, ক, ত এবং পদামৃতসমুদ্র।
বিভিন্ন পাঠ—"নরোত্তম দাস করে এই প্রতি আশ"—লী, স।

বিভাষ।

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এই জন করে।

দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়,
অবধান কর নাথ মোরে॥

হে কৃষ্ণ গোকুল চন্দ্র, গোপী-জন-বল্লভ,
হে কৃষ্ণ প্রেয়সী-শিরোমণি।

হেম গৌরী শ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥

অধম দুর্গত জনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি।

শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইলুঁ সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।

অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পূরাও মন সাধে॥

১। "রাধাকৃষ্ণ" স্থলে "রাধাকৃষ্ণে"—প্রার্থনা।

২। "দোঁহ অতি" স্থলে "দোঁহে দোঁহা"—ঐ। ৩। অবধান - মনোযোগ।

৪। "গোপী-জন-বল্লভ" স্থলে 'হে গোপী-প্রাণ-বল্লভ"—প্রার্থনা।

৫। "প্রেয়সী" স্থলে "প্রিয়" ঐ। ৬। হেম গৌরী—শ্রীরাধিকা।

৮। দুর্গত—দরিদ্র। ৯। খেয়াতি—খ্যাতি। ১০। লইলুঁ—লইলাম।

১১। উপেখিলে—উপেক্ষা করিলে।

১২। পাঠান্তর—"জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ।"—প্রার্থনা।

১৫। বিভিন্ন পাঠ—"দোঁহে পূরাও মোর মন সাধে।"—প, ক, ত।

পাহিড়া।

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এই জন নিবেদন করে॥ ধ্রু।
প্রিয়-সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
তুয়া প্রিয় ললিতা আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজ সেবা, দয়া করি মোরে দিবা,
করি যেন মনের হরিষে॥
প্রিয় গিরিধর সঙ্গে, অনঙ্গ খেলন রঙ্গে,
ভঙ্গ-বেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার, দাসী যেন হঙ তার,
অনুক্ষণ থাকোঁ তাঁর সঙ্গে॥

১। "প্রাণেশ্বরী" স্থলে "প্রাণেশ্বর"—প্রার্থনা।
২। দশনেতে—দন্তে। তৃণ—ঘাস। অঞ্জলি—করপুট।
৫। পাঠান্তর—"অঙ্গ বেশ করাইতে সাজে।"—প্রার্থনা।
৭। হরিষে—হর্ষে; আনন্দে। ১০। পঙ্কজ—পদ্ম।
১৩। কৌষিক বসন—রেশমী বস্ত্র।
১৪। হঙ—হই। "হঙ" স্থলে "হউ"—প্রার্থনা।

জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূর বাসিত গুয়া পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ দ্রব্য নানা অনুপাম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এ সব আনি কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে॥

কেদার।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে॥

১। "রতন" স্থলে "রাতুল"—প্রার্থনা। ভৃঙ্গার—জল পাত্র বিশেষ।
৪। অনুপাম অত্যুৎকৃষ্ট। ৫। "আনি" স্থলে "আনিব"—প্রার্থনা।
৮। রহোঁ থাকি। ৯। নাচত—নাচিতেছে। শিখি—ময়ূর।
১০। পিককুল—কোকিল সকল। ঝঙ্কারে—গুঞ্জন করে।

হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে।
তুহুঁক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচড়িব,
বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর॥

১। পাঠান্তর—"হরি হরি মনোরথ ফলিব কি মোরে।"—প্রার্থনা। মনোরথ—অভিষ্ট। ২। মন্থর—মৃদু; মন্দ।
৩। "অন্তরে" স্থলে "অঙ্কুরে"—প, ক, ত।
৪। "মাঝে" স্থলে "মধ্যে"—ঐ। "রাধিকার" স্থলে "শ্রীরাধার"—প্রার্থনা। ৫। পাঠান্তর—"কবে চিরুণী করে করি"—ঐ।
৬। কুটিল—বক্র। কুন্তল—কেশ। বিথারিয়া—বিস্তৃত করিয়া। আঁচড়িব—আঁচড়াইব। ৭। কবরী—খোঁপা।
৮। মৃগমদ—মৃগনাভি। মলয়জ—চন্দন।
৯। পাঠান্তর—"কবে হাম পরাওব হার"।—প্রার্থনা।
১০। কুঙ্কুম—জাফরাণ।
১১। সুধাকর—চন্দ্র। "হেরব" স্থলে "হেরই"—প্রার্থনা।

নীল পটাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মাজব আপন চিকুরে॥
কুসুমক নব দলে, শেজ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত দুহুঁক শরীরে॥
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে, তাম্বূল সুরসে,
ভুঞ্জব অধিক যতনে॥

১। পটাম্বর—রেশমী বস্ত্র। ২। মঞ্জীর—নূপুর।
৩। ভৃঙ্গার—জলপাত্র বিশেষ।
৪।—আপন চুল দিয়া মার্জ্জনা করিব।
৫। কুসুমক নব দলে—ফুলের নূতন পাপড়িতে। পাঠান্তর—"কবে কমল দলে।"—প্রার্থনা। শেজ—শয্যা।
৬। দোঁহাকারে—দুই জনকে (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে)।
৭। ধবল—শুভ্রবর্ণ। বীজব—ব্যাজন করিব। ৮। ছরমিত—ক্লান্ত।
৯। কনক সম্পুট—সোনার কৌটা। তাম্বুল—পান।
১০। দোঁহার—দুই জনের। ১১। "সুরসে" স্থলে "সুবেশে"—প্রার্থনা।
১২। "ভুঞ্জব" স্থলে "ভুখব"—ঐ। ভুঞ্জব—ভোগ করিব।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান॥

কেদার।

অরুণ কমল দলে, শেজ বিছায়ব,
বৈসাব কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত-শ্যাম হেম-গোরী॥
প্রাণেশ্বরি কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।

২। মুঞি—আমি। "দীনে" স্থলে "দাসে"—প্রার্থনা।
অবধান—মনোযোগ। ৩। নর্ম্ম—প্রিয়। ৪। মাগে—যাচ্ঞা করে।
৫। অরুণ—রক্তবর্ণ। শেয—শয্যা। বিছায়ব—বিছাইব।
৬। বৈসাব—বসাইব। "বৈসাব" স্থলে "বৈঠায়ব"—লী, স।
পাঠান্তর—"তাহে বৈঠব কিশোর কিশোরী।"—পদামৃতসমুদ্র।
৭। অলকা—ঝাপ্টা। পঙ্কজ—পদ্ম। ৮। মরকত মণিবিশেষ।
৭—৮। বিভিন্ন পাঠ—"স্মের মধুর মুখ পঙ্কজ মনোহর,
মরকত মণি হেম গোরি।—পদামৃতসমুদ্র।
পাঠান্তর—"স্মের মধুর মুখ পঙ্কজ মনোরম,
মরকত হেম মণি জোরি।"—লী, স।
৯। "প্রাণেশ্বরি" স্থলে "প্রাণেশ্বর"—প্রার্থনা। লীলাসমুদ্র এবং পদামৃতসমুদ্রে "প্রাণনাথ" পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। কৃপাদিঠি—

আজ্ঞায় আনিব কবে, চম্পক ফুলবর,
শুনব বচন আধ মিঠি ॥
মৃগমদ তিলক, সুসিন্দুর বনায়ব,
লেপব চন্দন গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল, হার পহিরাওব,
ধাওব মধুকর বৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওব,
বীজব মারুত মন্দে।

১। "চম্পক ফুলবর" স্থলে "চম্পক কুসুমবর"—পদামৃতসমুদ্র।
"কুসুম সুচম্পক"—লী, স।
"কুসুম ফুলবর"—প্রার্থনা।
২। শুনব—শুনিব। "আধ" স্থলে "আর" এবং "দুহুঁ" পাঠও দেখা গেল। মিঠি—মিষ্ট।
৩। মৃগমদ—মৃগনাভি। বনায়ব—নিৰ্ম্মাণ করিব।
৩—৪। পাঠান্তর—"মৃগমদ সিন্দূরে, তিলক বনাঅব,
বিলেপব মৃগমদ গন্ধে।"—পদামৃত সমুদ্র।
৫। পহিরাওব—পরাইয়া দিব। ৬। ধাওব—ধাবিত হইবে।
মধুকর—ভ্রমর। বৃন্দ—সমূহ। ৫। "হার" স্থলে "মাল"—লী, স।
৬। "ধাওব" স্থলে "ভুলব"—লী, স এবং পদামৃতসমুদ্র।
৭। বীজন—বাতাস করিবার ভার। পাখা। দেওব—দিবেন।
৮। মারুত—বায়ু। বীজব—ব্যজন করিব। মৃদুভাবে বাতাস করিব।
৭—৮। পাঠান্তর—"ললিতা আমার কবে দেওব বীজন,
মারুত হিম মন্দে।"—লী, স।
বিভিন্ন পাঠ—"কবে ললিতা আমার করে, দেঅব বীজন বর,
বীজব মারুত হিম মন্দে।"—পদামৃতসমুদ্র।

শ্রমজল সকল, মিটব দুহুঁ কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥
নরোত্তম দাস, আশ পদ পঙ্কজ
সেবন মাধুরী পানে।
হোয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কিছু চিন,
দুহুঁ জন হেরব নয়ানে ॥

ধানশী।

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥

১। শ্রমজল -ঘাম। মিটব—শেষ হইবে; বিদুরিত হইবে।
দুহুঁ কলেবর—শ্রীরাধাকৃষ্ণের দেহ। ২। হেরব—দেখিব।
৪। মাধুরী · মধুরতা।
৩—৪। পাঠান্তর—"কহে নরোত্তম দাস, পদপঙ্কজে আশ,
স্মরণ মাধুরী রস পানে।—লী, স।
বিভিন্ন পাঠ—"নরোত্তম দাস আশ, দুহুঁ পদপঙ্কজ,
সেবন মাধুরী রসপানে।"—পদামৃতসমুদ্র।
৫। হোয়ব—হইবে। চিন—চিহ্ন।
৫—৬। পাঠান্তর—"এমন হইবে দিন, না হেরো কিছুই চিহ্ন,
রাধাকৃষ্ণ নাম হবে মনে।"—পদামৃতসমুদ্র।
বিভিন্ন পাঠ—"এমন হইব দিন, কিছুই না দেখি চিন,
মাত্র রাধাকৃষ্ণ নাম রহু মনে।"—লী, স।

সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই জপ, সেই মোর সিদ্ধি যোগ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদ হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সেরূপ মাধুরী শশী, প্রাণ কুবলয় রাশি,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা মোরে কর দয়া, দেহ তুয়া পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

১। পাঠান্তর —"সেই মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধি, মোর ভক্তিদাতা ঋদ্ধি।"—প্রার্থনা।
৩। বিভিন্ন পাঠ—"সেই ব্রত,সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ।—"ঐ।
৫। "সে পদ হইবে সিদ্ধি" স্থলে "সে পদ সম্পদ নিধি"—ঐ।
৭। মাধুরী—শোভা। কুবলয়—পদ্ম।
৯। তুয়া—তোমার। অহি—সর্প। গরলে—বিষে। জারল—জর্জ্জরিভূত করিল। দেহি—দেহ।
১১। পাঠান্তর —"হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া।"—প্রার্থনা।

বিহাগড়া।

প্রথম জননী কোলে, স্তনপান কুতূহলে,
অজ্ঞান আছিনু মতিহীন।
তবে বালক সঙ্গে, খেলাইতাঙ নানা রঙ্গে,
এমতি গোঙাইলাঙ কতদিন॥
দ্বিতীয় সময় কাল, প্রকাশিত বিকার,
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি,
তাহা দেখি হাসে যমরায়॥
তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহ বাস।
আশা বাঢ়ে দিনে দিনে, যোগ নাহি লয় মনে,
তুয়া পদে না করিনু আশ॥
চারি কাল হৈল যদি, হরিল আঁখের জ্যোতি,
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
নরোত্তম দাস কয়, এইবার রাখ রাঙ্গা পায়,
ভক্তি দান দেহ মহাশয়॥ *

১। কুতূহলে—আনন্দে। ২। আছিনু—ছিলাম। মতিহীন—জ্ঞানহীন
৩। তবে—তাহার পর। খেলাইতাঙ—খেলিতাম।
৪। এমতি—এই প্রকারে। গোঙাইলাঙ—কাটাইলাম।
৬। ভায়—উদয় হয়। ৭। কৌতুক—আমোদ। ১০। কলত্র—স্ত্রী।
১১। বাঢ়ে বৃদ্ধি হয়। ১৪। শ্রবণে—কাণে। * লীলাসমুদ্র।

সারঙ্গ।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পূরি,
তৈছে দেখ সকলি বিটাল॥
ভকতের ভেক ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে,
গুরু দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরু পদে যার মতি, খাট করায় তার রতি,
অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহা দোষে অবিরত,
করে দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে, কূপজল যেন বন্দে,
সেই পাপী অধম সবার॥
যার মন নিরমল, তারে করে টলমল,
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ, মৃদু মতি করে অঙ্গ,
তার মুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড॥

২। গরলে—বিষে। ৩। তৈছে—তেমনি। বিটাল—প্রতারণা।
৪। ভেক—বেশ; ভাব। ৫। গুরুদ্রোহী—গুরুর অনিষ্টাচারী।
৬। খাট—নত করে, হ্রাস করে। রতি—অভিলাষ।
৭। গুরু-নি—গুরুর প্রতি ভক্তিবান।

কাল ক্রিয়া লেখা ছিল, এবে পরতেক গেল,
অধমের শ্রদ্ধা বাঢ়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে, এ জনার ভাল নহে,
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায় ॥

সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করোঁ এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করম ফাঁস বান্ধে।

১। এবে—এখন। পরতেক—প্রত্যেক ; প্রত্যক্ষ। "গেল" স্থলে "ভেল" পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।
৪। বিহি—বিধি।
৫। করোঁ—করিতেছি। "করোঁ" স্থলে "করি" পাঠ দেখা গেল। "এই" স্থলে "মুক্রি"—প্রার্থনা। ৬। মো—আমি। দুরাচার—দুর্ব্বৃত্ত। ৭। সংসার-নিধি—সংসার রূপ সমুদ্র। তাহে—তাহাতে। ৮। "চুলে" স্থলে "কেশে"—প্রার্থনা।
১০। করম—কর্ম্ম ; অদৃষ্ট ; পাপ। "ফাঁস" স্থলে "পাশে"—প্রার্থনা।

না দেখোঁ তারণ লেশ, যত দেখোঁ সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
পথ বিপথ নাহি মানে ॥
না লইনু সত-মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাস কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়,
এইবার তরাইয়া লেহ পাশ ॥

সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সম্পদ,
শুন ভাই হঞা এক মন।

১। "দেখোঁ" স্থলে "দেখি"—প্রাথনা। তারণ—পরিত্রাণ। লেশ—কণা ; বিন্দু। ২। তেঞি—সেই জন্য।
৩। পাঠান্তর—"কাম ক্রোধ মত্ত যত, নিজ অভিমান তত।"—প্রার্থনা।
৫। ঐছন—এই প্রকার। ৬। বিভিন্নপাঠ—"সুপথ বিপথ নাহি জানে।"—প্রার্থনা। বিপথ—কুপথ।
৮। "পায়ে" স্থলে "পদে"—প্রার্থনা।
১০। পাঠান্তর—"তরাইয়া লহ নিজ পাশ"—হ, লি, পু। পাশ—পার্শ্ব।
১১। অবনী—পৃথিবী। "সম্পদ" স্থলে "সুসম্পদ"—প্রার্থনা। সম্পদ—ধন ; ঐশ্বর্য্য। ১২। "হঞা" স্থলে "হয়ে"—প্রার্থনা। প, ক, তরুতে "হৈয়া" পাঠ আছে। "মন" স্থলে "মনে"—প,ক,ত।

আশ্রয় হইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে,
আর সভে মরে অকারণ ॥
বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নাহি বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থ জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে ভক্তি বাঞ্ছিত পূরণ ॥

১। পাঠান্তর—"আশ্রয় লইয়া ভজে"—প্রার্থনা। সেবে—সেবা করে। "সেই" স্থলে "তাঁরে"—প্রার্থনা। লভে—লাভ করে।
২। "সভে" স্থলে "সব"—প্রার্থনা। "অকারণ" স্থলে "অকারণে"—প, ক, ত।
৩। "প্রেমভক্তি" স্থলে "কৃষ্ণভক্তি"—প্রার্থনা।
৪। "নাহি" স্থলে "নহে"—ঐ। বলবন্ত—বলবান।
৫। রেণু—ধূলা। বিনু—বিনা। ৬। "নাহি" স্থলে "নাই"—প্রার্থনা। ভূষণ—অলঙ্কার।
৭। পাঠান্তর—"তীর্থজল ত্রিভুবনে"—প্রার্থনা।
৮। "সে" স্থলে "এ" এবং "প্রপঞ্চন" স্থলে প্রবঞ্চন"—ঐ। প্রপঞ্চন—সমূহ; বিস্তার।
৯। পাদোদক—পা ধোয়া জল। "এই" স্থলে "সেই"—প্রার্থনা।
১০। "ভক্তি" স্থলে "হয়"—ঐ

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

শ্রীরাগ।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন হেলায় হারাইনু ॥
অধন যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসৎ বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥
বিষয় বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন রসে মগন নহিনু ॥
কেন বা আছয় প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥

১। অনুক্ষণ--নিয়ত। ২। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। ৩। হিয়া--হৃদয়।
১—৪। বিভিন্ন পাঠ—"নরোত্তম দাস কয়, শুন শুন মহাশয়,
বিষম সংসারে মোর বাস।
না দেখি তারণ পথ, অসতে মজিল চিত,
এইবার তরাইয়া লেহ পাশ ॥" --প,ক,ত।
৫। গোরা—গৌরাঙ্গ। পঁহু—প্রভু। মৈনু—মরিলাম।
৮। করম—অদৃষ্ট। ১০। তে সেই। ১২। মগন -মগ্ন।
নহিনু—হইলাম না। ১৩। আছয় —আছে।

ধানশী।

গৌরাঙ্গ বলিতে কবে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে কবে হবে নয়ানক নীর॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ সনাতন বলিতে কবে হইবে আকূতি।
কবে বা বুঝব হাম যুগল পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথ দাসের অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥*

১। পদকল্পতরুতে "কবে" শব্দ "নাই"। "হবে" স্থলে "হয়" পাঠও পাওয়া গেল। পুলক—রোমাঞ্চ।
২। পাঠান্তর—"হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর"—প, ক, ত। নয়ানক—নয়নের। নীর—জল। ৬। হাম—আমি। "হেরব" শব্দের পর "সেই" শব্দ প্রার্থনা পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। ৭। পাঠান্তর—"রূপ রঘুনাথ বলি লইবে আকুতি।"—প, ক, ত। আকূতি—অত্যন্ত ইচ্ছা।
৮। বিভিন্ন পাঠ—"কবে হাম বুঝব যুগল পিরীতি।"—প, ক, ত।
৯। পাঠান্তর—"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রহু আশ।"—ঐ।
বিভিন্নপাঠ—"রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।"—প্রার্থনা।
১০। পাঠান্তর—"নরোত্তম দাস মনে এই অভিলাষ।"—প, ক, ত।
* এই পদটী প্রার্থনার প্রথম পদ বলিয়া পরিগণিত।

ধানশী।

আরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।

না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহ-বিষকূপে,

দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ॥

তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,

দেহ সদা হয় অচেতন।

রিপু বশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরা পদ পাশরিল,

বিমুখ হৈল হেন ধন॥

হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,

কায়মনে লহরে শরণ।

পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,

তাঁরা হইল পতিত পাবন॥

গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,

কি করিবে সংসার শমন।

নরোত্তম দাসে কহে, গৌর সম কেহ নহে,

না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

২। মৈনু --মরিলাম। গৃহ-বিষকূপে—গৃহরূপী বিষের কুয়াতে।
৩। দগ্ধ কৈল—পোড়াইল। পাঁচ পরাণ—প্রাণ, আপান, সমান, উদান ও ব্যান শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। ৪। তাপত্রয়—ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, অধিদৈবিক ও অধি ভৌতিক এই তিন প্রকার সন্তাপ। অহর্নিশি—দিবারাত্রি। হিয়া—হৃদয়। ৬। পাশরিল—বিস্মৃত হইল।
৯। "লহরে" স্থলে "লওরে"—প্রার্থনা। ১০। গোরা—শ্রীগৌরাঙ্গ।
১৩। "সংসার" স্থলে "সংসারে"—প্রার্থনা। ১৪। "কহে" স্থলে "কয়" এবং "নহে" স্থলে "নয়" ঐ। ১৫। "দেয়" স্থলে "দেন"—ঐ।

ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাউঁ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভজন অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য-সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয়ে ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

৪। ভেল—হইল। ৬। মুঞি—আমি। "যাউঁ" স্থলে "যাই"—প্রার্থনা। ৭। ঝুরে—গলিয়া যায়। স্ফুরে—উদয় হয়; দীপ্তি পায়।
৮। "ভজন" স্থলে "ভকতি"—প্রার্থনা।
১১। চিন্তামণি—বাঞ্ছিত ফলদায়ক রত্ন বিশেষ।
১৩। রসার্ণব—রসের সমুদ্র। ১৪। অন্তরঙ্গ—বন্ধু; স্বজন।
১৫। পাঠান্তর—"হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে" প্রার্থনা।

কামোদ।

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরা রে,
বর-বিধু জিনিয়া বয়ান।
দুটি আঁখি নিমিখ, মুরুখ বর বিধিরে,
না দিলে অধিক নয়ান॥
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর।
কনক-মুকুর জিনি, গোরা-অঙ্গ সুবলনি,
হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত,
মালতী কুসুম সুরঙ্গ।

১। কাঞ্চন—সোনা। দরপন সদৃশ। বরণ—বর্ণ। সুগোরা—অতিশয় গৌরবর্ণ।
২। বরবিধু—শ্রেষ্ঠ চন্দ্র। জিনিয়া—পরাজয় করিয়া। বয়ান—বদন।
৩। নিমিখ—নিমিষ। মুরুখবর—মূর্খের শ্রেষ্ঠ। "বর" স্থলে "বড়"—গী, র, ব। "বিধিরে" স্থলে "বিধাতা"—প, সা, ব।
৪। "না" স্থলে "নাহি"—ঐ।
৬। কনক-মুকুর—সোণার দর্পণ। সুবলনি—সুগঠিত; বলবান। "গোরা অঙ্গ সুবলনি" স্থলে "গৌরাঙ্গ বরণ খানি"—প, সা, ব।
৭। পাঠান্তর—"হেরিয়া না হইনু কেন ভোর।"—ঐ।
ভোর—বিভোর।
৮। আজানুলম্বিত—জানু পর্য্যন্ত লম্বিত। বিরাজিত—শোভিত।
৯। সুরঙ্গ—সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট।

হেরি গোরা মূরতি, কত শত কুলবতী,
হানত মদন-তরঙ্গ ॥
অনুক্ষণ প্রেমভরে, ও রাঙ্গা নয়ন ঝরে,
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনু সে চরণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
নদীয়া নগরী, সেহো ভেল ব্রজপুরী,
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গী করু, বাঞ্ছাকলপতরু,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

১। গোরা মূরতি—শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি। "শত কুলবতী" স্থলে "কত কলাবতী"—সং, সা, সং।
২। কামের ভঙ্গি প্রদর্শন করে। হানত—ত্যাগ করে।
৩। অনুক্ষণ—নিয়ত। প্রেম ভরে—প্রেমের আবেগে। "ও রাঙ্গা" স্থলে "অরুণ"—গী, র, ব। ৪। নিরবধি—সর্ব্বদা।
৫। আবেশ—মগ্ন। "না ভজিনু সে চরণ" স্থলে "না হেরণু অনুখন"—গী, র, ব। ৭। "সেহো" স্থলে "সোই"—ঐ। "পুন"—প, সা, র। ভেল—হইল। ব্রজপুরী—ব্রজধাম।
৮। পাঠান্তর—"সঙ্গে প্রিয় গদাধর দাস।"—প, সা, ব।
৯। নাথ আমাকে তুমি স্বীয় অঙ্গ কর। C. F. "পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতরি। রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি।"—চৈতন্ত চরিতামৃত। পাঠান্তর—"নাথ মোরে অঙ্গী করু"—প, সা, ব।

ধানশী।

নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথাই জনম তার,
কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিয়া সংসার সুখে,
সেই পাপী অধম সভার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেকে সত্য করি মানে।
এ ভব সংসার মাঝে, নিতাই চাঁদে যে না ভজে,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥

১। নিতাই—শ্রীনিত্যানন্দ। পদকমল—পাদপদ্ম।
২। "যার" স্থলে "যে"—প্রার্থনা। "জগত" স্থলে "জীবন"—সং, সা, সং।
৩। পাইতে নাই—পাইবার উপায় নাই।
৪। "দঢ়" স্থলে "দৃঢ়"—প্রার্থনা। ৮। সভার—সকলের।
৫—৮। পাঠান্তর—"যে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জনম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥"—প্রার্থনা।
৯। পাসরিয়া—বিস্মৃত হইয়া। ১০। "অসত্যকে" স্থলে "অসত্যরে"—প্রার্থনা। "মানে" স্থলে "মানি"—ঐ।
১১—১২। বিভিন্ন পাঠ—"নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
গুরু নিতাইর চরণ দুখানি।"—ঐ।

নিতাই চাঁদের দয়া হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখি রাঙ্গা চরণের পাশ॥

নামসংকীর্ত্তন।

গুর্জ্জরী।

জয় জয় গুরু গোসাঞি শ্রীচরণ সার।
যাঁহা হৈতে হব পার এ ভব সংসার॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পায়ে মজাইয়া মন॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ॥

১—২। পাঠান্তর—"নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।"—প্রার্থনা

৩। যাঁহা—যাঁহার।

জয় রস নাগরী জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন মদন গোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাঁহার করুণা বলে গোরা গুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ দয়া কর মোরে।
সবার চরণ ধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে দয়া করি কর আত্মসাথ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকত বৎসল।
নব-ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞির লাগি যার নাম ক্ষীর চোর॥
জয় জয় মদন গোপাল বংশীধারী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম চরণ-মাধুরী॥

৪। কোঙর—কুমার; পুত্র।
১৪। মো—আমি। আত্ম সাথ—নিজের সঙ্গে।
২০। ঠাম—ভঙ্গী।

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি মনোহর।
কোটিচন্দ্র জিনি যাঁর বদন সুন্দর ॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল শ্যামল অঙ্গ পীন বক্ষঃস্থল ॥
জয় জয় মথুরা মণ্ডল কৃষ্ণধাম।
জয় জয় গোকুল গোলক আখ্যান ॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলা স্থান।
শ্রীবন লোহভদ্র ভাণ্ডার বন নাম ॥
মহাবনে মহানন্দ পান ব্রজবাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি ॥
জয় জয় তালবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা ॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন ॥
জয় জয় ললিতাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড ॥

৪। পীন—প্রশস্ত। ৬। "গোকুল" শব্দ অন্য গ্রন্থে নাই।
৮। "ভদ্র" স্থলে "বন"—সং, সা, সং।
১০। প্রকট—প্রকাশ। ১৬। "দেবের" স্থলে "বেদের"—সং,সা,সং।

জয় জয় মানস গঙ্গা জয় গোবৰ্দ্ধন।
জয় জয় দান ঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম ॥
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট ॥
জয় জয় কেশীঘাট পরম মোহন।
জয় বংশীবট রাধাকৃষ্ণ মনোরম ॥
জয় জয় রাসঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী নন্দন ॥
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণ-কেলি-পাবন সরোবর ॥
জয় জয় যাবট গ্রাম অভিমন্যালয়।
সখী-সঙ্গে রাই যাঁহা সদা বিরাজয় ॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান ॥
জয় জয় ব্রজবাসী শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপী মাঝ ॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥
জয় জয় রাধাসখী ললিতা সুন্দরী।
সখীর পরম প্রেষ্ঠ রূপের মাধুরী ॥

২। "দান" স্থলে "গ্রাম"—প, ক, ত।
১২। বিরাজয়—বিরাজ করেন; অবস্থিতি করেন।
২০। "প্রেষ্ঠ" স্থলে "শ্রেষ্ঠ"—সং, সা, সং। প্রেষ্ঠ—প্রিয়তমা।

জয় জয় বিশাখা চম্পক-লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা॥
জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গ মঞ্জরী।
ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করান মায়া আচ্ছাদিয়া॥
জয় জয় বৃন্দাদেবী কৃষ্ণ প্রিয়তমা।
জয় জয় বীরা সখী সর্ব্বমনোরমা॥
জয় জয় রত্নমণ্ডপ রত্ন সিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥
শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করহ ভাবনা॥
ছাড়ি অন্য কর্ম্ম অসৎ আলাপনে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণচন্দ্রে করহ ভাবনে॥
এই সব লীলাস্থান যে করে স্মরণ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

১৬। ধরোঁ—ধরি।

গৌরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যার মুঞি তার দাস।
তা সবার চরণ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
এই ছয় গোসাঞি যাইয়া ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥*

২। আচার্য্য—শ্রীনিবাস আচার্য্য। ৫। গোসাঞির—গোস্বামীর
৭। মুঞি—আমি। ৮। তা সবার—তাঁহাদের সকলের
রেণু—ধূলি। ৯। কৈল—করিল। * গীতরত্নাবলী।

ভোজন আরতি।

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী ॥ ধ্রু।
হে গিরিধারি গোবর্দ্ধন ধারি।
কেলি কলারস মনোহারী ॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান।
ভোজন মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন।
সুবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তি বৈসে অষ্ট কবিরাজ ॥
শাক সুকুতা অম্ল নাফড়া ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীকুমার ॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিলা সুবাসিত বারি ॥

৪। অবধান—মনোযোগী হও। ৫। পয়াণ—প্রস্থান ; গমন।
১৭। ভৃঙ্গার—জলপাত্র বিশেষ।

জল পান করি প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খরুকা দিয়া দন্ত ধাবন ॥
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বুল সেবনে ॥
তাম্বুল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন।
সীতা ঠাকুরাণী করে চরণ সেবন ॥
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারি।
ফুলের পালঙ্কে তাহে চান্দোয়া মশারি ॥
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস।
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস ॥
ফুলের পামরি যত উড়ি পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
অদ্বৈত গৃহিণী আর শান্তিপুর নারী।
হুলু হুলু জয় দেয় প্রভু বদন হেরি ॥
ভোজনের অবশেষ ভকতের আশ।
চামর বীজন করে নরোত্তম দাস ॥*

সম্পূর্ণ।

পামরী—পাপড়ী। ১৬। বীজন—ব্যজন করা।

* গীতরত্নাবলী।